উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,৭২৬.৬৪ (+৫৩৯.৮৩)

নিফটি : ২৫,২১৯.৯০ (+১৫৯.০০)

ধনকরের পর কে?
জগদীপ ধনকর ইস্তফা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। ভাসছে নীতীশ কুমার, হরিবংশ নারায়ণ সিং ও রামনাথ ঠাকুরের নাম। »৭

এনআরএসে উদ্দাম নৃত্য, বিতর্ক
কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভিতর ছাত্র হস্টেলে ডিজে বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য করছেন ছাত্র সংসদের সদস্যরা। এমন ভিডিও ভাইরাল। »৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৬° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ / ২৮° সর্বনিম্ন	৩৭° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন	৩৬° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন

তারাদের দেশে নাট্যকার রতন থিয়াম »৭

৭ শ্রাবণ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 24 July 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 67

অপরূপ কাশ্মীর

পহলগাম হামলার স্মৃতি ভুলে ছন্দে ফিরেছে কাশ্মীর। ডাল লেকে শিকারায় ভ্রমণ পর্যটকদের। শ্রীনগরে।

আদিত্য এবং অদম্য জেদ

বাবা-মা কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে বেঙ্গালুরুতে পরিযায়ী শ্রমিক। নবম শ্রেণির সেই কিশোর আবার থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত। প্রতি মাসে নিয়ম করে একাই চলে আসে হাসপাতালে। সামলায় ঘর সংসার ও বোনকেও।

পঙ্কজ মহন্ত ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বালুরঘাট ও কুমারগঞ্জ, ২৩ জুলাই : এ যেন হার না মানা এক অদম্য লড়াইয়ের গল্প। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর অভিভাবক নবম শ্রেণিতে পড়া দাদা আদিত্য কোল। সংসারের সমস্ত কাজ সামলায় তারা নিজেরাই। তাদের বাবা-মা কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে বেঙ্গালুরুতে পরিযায়ী শ্রমিক। নবম শ্রেণির সেই কিশোর আবার থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত। প্রতি মাসে নিয়ম করে একাই চলে আসে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। তেমন পরিচিত কেউ না থাকায় রক্তের সন্ধান পেতে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় তাকে। কিন্তু আখেরে সাহসিকতা ও জেদের কাছে হার মানে অসহায়তা। আদিত্যর কথায়, 'প্রতি মাসেই রক্তের প্রয়োজন হয়। আমি টোটো ভাড়া করে বালুরঘাট ব্লাড সেন্টারে গেলে রক্ত পাই।'

সরকারি ঘর অর্ধেক হয়ে কাজ বন্ধ। ঘরে আলো জ্বলে না। কুমারগঞ্জ ব্লকের বটুন গ্রাম পঞ্চায়েতের সফরপুরে ভাঙাচোরা বাড়িতে যেন আদিত্য তার ১১ বছর বয়সি বোনের অভিভাবক। বাবা-মা তিন বছর আগে শ্রমিকের কাজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। বাড়ি থেকে খাঁপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রায় তিন কিলোমিটার। বোনকে নিয়ে রোজ স্কুলে পাড়ি দেয় আদিত্য। পড়াশোনার ফাঁকেই বাড়ির রান্না করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা সহ যাবতীয় কাজ দুজনে মিলেই সামলায় তারা। আদিত্যর বাবা

বাড়িতে বোনকে নিয়ে আদিত্য। কুমারগঞ্জের সফরপুরে।

অনিল কোল বেঙ্গালুরু থেকে ফোনে বলেন, 'ছেলের চিকিৎসার ঋণের কারণেই ভিনরাজ্যে কাজ করতে এসেছি। ঘরের কাজও অসমাপ্ত।'

ভাগ্যের পরিহাসে আদিত্য জন্মলগ্ন থেকেই থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত। তবু জীবনযুদ্ধে হার না মানার সংকল্পে এগিয়ে যাচ্ছে সে। প্রতি মাসেই তার রক্তের প্রয়োজন পড়ে। গত সোমবার ঠিক নিয়ম করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে রক্ত নিতে পৌঁছে গিয়েছিল আদিত্য। বি পজিটিভ রক্তের সন্ধান চলতে থাকে তার। অবশেষে তার পাশে এসে দাঁড়ায় পথের দিশা ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। তাদের তরফে বিএডের ছাত্র রোহিত লাহা আদিত্যকে রক্ত দেন। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে একমাত্র থ্যালাসিমিয়া কন্ট্রোল ইউনিট রয়েছে। তাই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে থ্যালাসিমিয়া রোগীরা রক্ত নিতে হাসপাতালে আসেন। মাঝেমধ্যেই রক্তসংকট তৈরি হলে বেগ পেতে হয় রোগীদের। এর আগে একবার রক্তের অভাবে আদিত্যকে ঘুরেও যেতে হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

ফালাকাটায় জাল ওষুধ বিক্রির আশঙ্কা

বিনা লাইসেন্সে ওষুধের দোকান

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : জলপাইগুড়িতে সম্প্রতি এক গ্রামীণ চিকিৎসকের দোকানে হানা দিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ এবং শিশুখাদ্য। যা নিয়ে চাঞ্চল্যও কম হয়নি। ঠিক একই কায়দায় ফালাকাটা শহরে নাকি অসংখ্য দোকান চলছে ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়াই। এমনকি প্রচুর গ্রামীণ চিকিৎসকের দোকানে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। খোদ বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ফালাকাটা জোনের তরফে এমনটাই অভিযোগ করা হয়েছে। ফালাকাটা শহরজুড়ে ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া নতুন নতুন ওষুধের দোকান গজিয়ে উঠেছে। এমনকি ওই দোকান চালাতে যেসব নিয়ম মানতে হয় তার কোনওটাই মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ফালাকাটা জোনের সভাপতি দুলাল সাহা রায় বলেন, 'ফালাকাটা শহরে কোথাও গ্রামীণ চিকিৎসকের নাম করে দোকান খুলেই এমন ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের কারও ট্রেড লাইসেন্স, ড্রাগ লাইসেন্স কোনওকিছুই নেই। এমনকি তারা ওষুধ বিক্রির পর ক্যাশমেমোও দেন না। ওষুধের সঙ্গে মেলে না ব্যাচ নম্বরও। আমাদের আশঙ্কা ওইসব দোকানের মাধ্যমেই বাজারে জাল ওষুধ ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

নিয়ম মানা হয় না
- শহরজুড়ে ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া নতুন নতুন ওষুধের দোকান গজিয়ে উঠেছে
- গ্রামীণ চিকিৎসকের দোকানে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বিক্রি হচ্ছে
- ওষুধের দোকান চালাতে যেসব নিয়ম মানতে হয় তার কোনওটাই মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ
- শহরে এইসব অবৈধ দোকানগুলিতে ওষুধের পাশাপাশি নানা ধরনের যৌনতা সংক্রান্ত এবং গর্ভপাত সংক্রান্ত মেডিসিনও বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ

বিসিডিএ'র তরফে দাবি করা হয়েছে, তাদের সংগঠনের অনুমোদিত ৫০টি ওষুধের দোকান রয়েছে শহরে। এর মধ্যে পাইকারি এবং খুচরো দোকানও আছে। এই সব দোকানের ট্রেড লাইসেন্স, ড্রাগ লাইসেন্স, যাবতীয় নিয়মকানুন মেনেই দোকান চালানো হয়। এমনকি রোগী বা তাঁর আত্মীয়রা দোকান থেকে ওষুধ কিনলে দেওয়া হয় ক্যাশমেমো। পাশাপাশি রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশনামাও টাঙানো থাকে দোকানের নির্দিষ্ট জায়গায়। আবার তাদের দোকানের ওষুধের আগে তারিখ, ব্যাচ নম্বর সবকিছুই মিলিয়ে রাখা হয়। কিন্তু অভিযোগ, হাতুড়ে চিকিৎসকের নাম করে এমন অনেকেই দোকান খুলে বসেছেন ফালাকাটায়। তারা নাকি সব ধরনের ওষুধও বিক্রি করছেন। এইসব দোকানের বিরুদ্ধেই এবার সরব হয়েছে বিসিডিএ।

ফালাকাটা শহরের দুলাল দোকান এলাকায় নাকি সবচেয়ে বেশি ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া ওষুধের দোকান চলছে বলে অভিযোগ। দুলাল দোকান এলাকার বিভিন্ন অলিগলিতে চলছে এমন দোকান। পাশাপাশি যুব সংঘ, মাদারি রোড থেকে দুই মাইল বাজার, হাটখোলা, মেইন রোডেও সব জায়গাতেই আছে গ্রামীণ চিকিৎসকদের চেম্বার বা কারও দোকান। কিন্তু এদের কারও কোনও ড্রাগ লাইসেন্স নেই। এমনকি কেউ ফার্মাসিস্টও রাখেন না বলে অভিযোগ। ফলে ভুয়ো লাইসেন্স ঝুলিয়ে অনেকে চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী দম্পতি চাকুলিয়ার ভোটার

অরূপ দে ও অরুণ ঝা

কলকাতা ও ইসলামপুর, ২৩ জুলাই : ভোটার তালিকায় দুই বাংলাদেশি। সম্পর্কে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার ঠিকানায় তাঁদের দুজনের সম্পর্কে এই তথ্য তুলে ধরেছে কলকাতার আঞ্চলিক ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিস। দুজনেরই বাংলাদেশি পাসপোর্ট নম্বর জানিয়ে ওঁদের ভারতীয় পরিচিতি প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। দুজনেরই আধার কার্ড আছে। তবে স্ত্রীর ভোটার বা র‍্যাশন বা প্যান কার্ড নেই।

ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসের তথ্য অনুযায়ী, কৃষ্ণকান্ত বর্মন ও শিল্পী মণ্ডল নামে ওই দুজন আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা। চাকুলিয়ায় ছোট হাসান গ্রামের ঠিকানায় গিয়ে তাঁদের পাওয়া যায়নি। কৃষ্ণকান্তের ভাই বিষ্ণু প্রকারান্তরে তাঁর দাদা-বৌদির বাংলাদেশি নাগরিকত্ব স্বীকার করলেন বুধবার।

বিষ্ণুর কথায়, 'দাদা-বৌদি এখন বাংলাদেশে আছেন। কীভাবে ওঁদের ভারতীয় নথি তৈরি হল, বলতে পারব না। কোনও চক্র থাকলেও আমার জানা নেই। তবে যারাই করুক, এসব নথি অনেক আগেই করা হয়েছে বলে আমার ধারণা।' তিনি জানান, তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণকান্ত ও শিল্পীর শেষ দেখা হয়েছিল ২০১০ সালে। তারপর তাঁরা চিকিৎসার জন্য দক্ষিণবঙ্গে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখন ফোনে কথা হয়েছিল।

নির্বাচন কমিশনও ঘটনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এইরকম আরও অনেক বাংলাদেশির নাম ভোটার তালিকায় রয়ে গিয়েছে বলে কমিশন মনে করছে।

এরপর দশের পাতায়

পেটের টানে পরিযায়ী

কোথায় কত

কোচবিহার
- শ্রম দপ্তরে নথিভুক্ত- প্রায় দেড় লক্ষ
- বেসরকারি তথ্য অনুসারে প্রায় তিন লক্ষ

আলিপুরদুয়ার
- শ্রম দপ্তরে নথিভুক্ত- প্রায় ২২ হাজার
- বেসরকারি তথ্য অনুসারে দেড় লক্ষেরও বেশি

জলপাইগুড়ি
- শ্রম দপ্তরে নথিভুক্ত- প্রায় তিরিশ হাজার
- বেসরকারি তথ্য অনুসারে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ

দার্জিলিং
- শ্রম দপ্তরে নথিভুক্ত- প্রায় দশ হাজার
- বেসরকারি তথ্য অনুসারে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি

উত্তর দিনাজপুর
- শ্রম দপ্তরে নথিভুক্ত- ১ লক্ষ ১১ হাজার
- বেসরকারি তথ্য অনুসারে দেড় লক্ষেরও বেশি

দক্ষিণ দিনাজপুর
- শ্রম দপ্তরে নথিভুক্ত- প্রায় চল্লিশ হাজার
- বেসরকারি তথ্য অনুসারে দেড় লক্ষেরও বেশি

মালদা
- শ্রম দপ্তরে নথিভুক্ত- ২ লক্ষ ৮৬ হাজার।
- বেসরকারি তথ্য অনুসারে প্রায় দশ লক্ষ

কোন কোন রাজ্যে পরিযায়ীদের ভিড়

দিল্লি
হরিয়ানা
কেরল
তামিলনাড়ু
মহারাষ্ট্র
কর্ণাটক
অন্ধ্রপ্রদেশ
গুজরাট
ওডিশা
হিমাচলপ্রদেশ
অসম
রাজস্থান

বেতন বৈষম্য

পশ্চিমবঙ্গে দৈনিক গড় বেতন	অন্য রাজ্যে দৈনিক গড় বেতন
দক্ষ শ্রমিক ৪৫০ টাকা	দক্ষ শ্রমিক ৯০০ টাকা
অদক্ষ শ্রমিক ২৫০ টাকা	অদক্ষ শ্রমিক ৫০০ টাকা

কাজের সুযোগ কতটা

উত্তরবঙ্গে বড় শিল্প হাতে গোনা কয়েকটি। ছয় জেলাতেই শিল্পতালুকগুলো ধুঁকছে। সেগুলিতে কাজের সুযোগ খুবই কম। তুলনামূলকভাবে উত্তরবঙ্গে একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলার শিল্পতালুকগুলির অবস্থা খানিকটা ভালো। চা শিল্প ধুঁকছে। নতুন চা বাগানে কাজের সুযোগ নেই বললেই চলে। পর্যটনশিল্পে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের সুযোগ খুবই সামান্য। একশো দিনের কাজ অনিশ্চিত।

"মুখ্যমন্ত্রী আগেও বলেছেন, শ্রমিকদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা এই রাজ্যেই করা হবে। তারজন্য রাজ্য সরকার পরিকল্পনা করছে।"
-শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
পরিষদীয় মন্ত্রী এবং রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র

"রাজ্যে নতুন কর্মসংস্থান নেই, চাকরির জন্য হাহাকার চলছে। আর তৃণমূলের নেতারা সরকারি কোষাগার লুটছে, চাকরি চুরি করছে।"
-শমীক ভট্টাচার্য
রাজ্য বিজেপি সভাপতি

"রাজ্য সরকার বা রাজ্যের শাসক দল যাই দাবি করুক না কেন বাস্তবে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।"
-সুরজিৎ পাল
সম্পাদক, নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন

ছত্তিশগড় থেকে চলত পাচারের চক্র, গ্রেপ্তার আরও ১

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : এনজেপি সংলগ্ন ভবেশ মোড়ে যে 'প্রশিক্ষণকেন্দ্র' খুলেছিল নারী পাচারকারীরা, তার ঝাঁপ গোটানোর তোড়জোড় চলছিল। তবে তার আগেই অবশ্য পর্দা ফাঁস হয়ে গেল সেই চক্রের।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে পাচারের আগে ৫৬ জন তরুণী উদ্ধারের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল জিআরপি। ভবেশ মোড়ে যে এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালানো হচ্ছিল, তার পাশেই একটি হোটেলে লুকিয়ে ছিল অভিযুক্ত বীরেন্দ্র সিং। মাঝবয়সি ওই ব্যক্তি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। তাঁকে এসআরপি'র দপ্তরে নিয়ে গিয়ে সারাদিন জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। বীরেন্দ্রই ছত্তিশগড় থেকে পুরো

পালানোর ছক
- ভবেশ মোড়ের পেট্রোল পাম্পের কাছে থাকা ভাড়াবাড়িতে যান তদন্তকারীরা
- অফিসজুড়ে তল্লাশি চালানো হয়
- সেখান থেকে বেশি কিছু নথি পাওয়া গিয়েছে
- এই ৫৬ জন তরুণী একবার হুসুর পৌঁছে গেলেই এখানকার অফিসের ঝাঁপ নামিয়ে দেওয়া হত
- এরপর অন্য কোনও ঠিকানায় অফিস খোলা হত

এরপর দশের পাতায়

৭১ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভোল বদল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : দেওয়ালে আঁকা হবে ময়ূর, শিয়াল আর হনুমানের ছবি। সঙ্গে থাকবে অক্ষর আর সংখ্যাও। ভোল বদলাতে চলেছে আলিপুরদুয়ার জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ভিত তৈরি করার লক্ষ্যে এবার একেবারে আধুনিকভাবে তৈরি করা হচ্ছে জেলার ৭১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।

'বালা' অর্থাৎ বিল্ডিং অ্যাজ লার্নিং এইড- এই মডেলেই তৈরি হবে কেন্দ্রগুলি। এছাড়া জেলার ৬টি ব্লকে তিন হাজারের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নতুন গ্যাসের সংযোগও দেওয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে ডুয়ার্সকন্যায় সম্প্রতি বৈঠক করেছে জেলা প্রশাসন। আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে শিশুবান্ধব হয়। একেকটি কেন্দ্র তৈরি করতে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা করে খরচ পড়বে।'

পরিকল্পনা
- জেলায় মোট ৩২০৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে
- এর মধ্যে বহু কেন্দ্র ভাড়াবাড়িতে চলছে
- একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবনের বেহাল দশা
- সেগুলি সংস্কার করা হবে
- সব কেন্দ্রে গ্যাসের সংযোগও দেওয়া হবে

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি নির্মাণের সময় মাথায় রাখা হবে শিশুদের শিক্ষার বিষয়টিও। এক্ষেত্রে কেন্দ্রগুলির ভবনকেও শিক্ষার সহায়ক হিসেবেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। তাই সেগুলির দেওয়ালে বিভিন্ন ছবি আঁকা থাকবে, যা দেখে শিশুরা শিখতে পারবে। অক্ষরজ্ঞান হবে তাদের। চিনবে সংখ্যা বা পশুপাখির নামও।

এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে ৯টা, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে ৯টা, ফালাকাটায় ৩টা, কালচিনি ও কুমারগ্রাম ব্লকে ১২টা করে এবং

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পথ দেখাল ইয়াকতেন, সিটং-লুংসেল কেন নয়?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

দেশের প্রথম ডিজিটাল নোম্যাড ভিলেজ হয়েছে সিকিমের ইয়াকতেন। ওই গ্রামের মতোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা উত্তরের বহু পাহাড়ি গ্রাম। সমস্যা শুধু একটাই, নেটওয়ার্কের। সঠিক সরকারি পরিকল্পনায় সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠলে উত্তরের যে কোনও হ্যামলেট হতে পারে কাজের আদর্শ জায়গা।

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : ল্যাপটপের পেছনে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘেদের দল। পড়ন্ত বিকেলে কমলা আভা ছড়িয়ে পাহাড়ের খাঁজে ডুব দিচ্ছে সুয্যিমামা। জানলার ওপার থেকে ভেসে আসছে পাখির ডাক। আর ল্যাপটপ স্ক্রিনে তখন চলছে ভার্চুয়াল মিটিং। হাতের কফি কাপ থেকে নয়, বরং ধোঁয়া উঠছে টেবিলে রাখা গরম মোমোর প্লেট থেকে। এটা এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তব।

আসলে করোনা অতিমারির পর বদলেছে কাজের ধরন, বদলেছে মানুষের ভাবনাও। দমবন্ধ করা ফ্ল্যাট ছেড়ে অনেকেই এখন পাহাড়ের কোলে খুঁজছেন অফিসঘর।

সিকিমের ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম ইয়াকতেন। সদ্য এই গ্রামকে ঘোষণা করা হয়েছে দেশের প্রথম ডিজিটাল নোম্যাড ভিলেজ হিসেবে। প্রকৃতি আর প্রযুক্তির মেলবন্ধনে ইয়াকতেন এখন অভিনব কর্মস্থল। নোম্যাড সিকিমের আওতায় এই গ্রামে মিলছে হাইস্পিড ইন্টারনেট, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ। সঙ্গে রয়েছে পরিবেশবান্ধব হোমস্টে ও কাজের উপযোগী পরিকাঠামো। যার টানেই দিল্লি, বেঙ্গালুরু, কলকাতার মতো শহর থেকে এখন অনেকেই খোঁজ নিচ্ছেন ইয়াকতেনে থেকে ক'টা দিন 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করার জন্য।

গ্রামটি পাকিয়ং বিমানবন্দরের একেবারে গা ঘেঁষে। সিকিম-বাংলা সীমানা থেকে সড়কপথে দূরত্ব মেরেকেটে ৪০ কিলোমিটার। ইয়াকতেনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে কালিম্পংয়ের যে কোনও পাহাড়ি গ্রাম। দার্জিলিংও বা কম যায় কীসে! ফলে ইয়াকতেনের মতো এখানকার যে কোনও পাহাড়ি অঞ্চলও হয়ে উঠতে পারে 'ওয়ার্ক ফ্রম ডেস্টিনেশন'-এর আদর্শ জায়গা। কিন্তু আক্ষেপ একটাই, ডিজিটাল জমানায় দাঁড়িয়ে এখনও মোবাইল হাতে নেটওয়ার্ক খুঁজে বেড়ানো।

কালিম্পংয়ের আলগাড়ার কাছে ক'দিন আগে বেড়াতে গিয়েছিলেন দত্তপুকুরের সমীর হালদার ও তাঁর বন্ধুরা। দুই রাত ছিলেন মায়রুং ভ্যালির কাছে একটি হোমস্টেতে। শিলিগুড়িতে ফিরেই একরাশ আক্ষেপ সমীরের গলায়, 'প্রকৃতি দেখে তো মুগ্ধ। কিন্তু ওদিকে বাড়ির লোকজন তো ফোনে না পেয়ে চিন্তায় শেষ। মাঝে মাঝে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়, কিন্তু কথা শোনাই যায় না সেভাবে। ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া তো দূর কি বাত।' তাঁর মতো অভিজ্ঞতা অনেকেরই। ৫জির জমানায় যেখানে দুরন্ত গতিতে ছোটার কথা অন্তর্জালে, সেখানে এমন কিছু জায়গায় ২জি নেটওয়ার্ক পাওয়াই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

দেশে করোনা পরিস্থিতির পর থেকে 'ওয়ার্ক ফ্রম ডেস্টিনেশন'-এর চাহিদা

এরপর দশের পাতায়

আরএসপি নেত্রী কুমারীর জীবনাবসান

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৩ জুলাই : মাদারিহাটের তিনবারের বিধায়ক কুমারী কুজুর প্রয়াত হলেন। মাদারিহাট-বীরপাড়ায় আরএসপি'র কার্যত প্রতিষ্ঠাতা বেস্টারউইচ সাহেবের পালিত কন্যা ছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। রেখে গেলেন দুই কন্যা সহ পরিবারের বাকি সদস্যদের।

বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ তিনি মাদারিহাটের হান্টাপাড়ায় বড় মেয়ের বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত চার বছর ধরে তিনি অসুস্থ অবস্থায় হান্টাপাড়ায় সেই মেয়ে ও জামাইয়ের কাছেই থাকতেন। কুমারী কুজুরের মৃত্যুতে তাঁর দল, আরএসপির দলীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে জেলায় থাকা সব কার্যালয়ে। একথা জানালেন ইউটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল দাস। শোকজ্ঞাপন করেছেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য সুনীল বণিক।

কুমারী কুজুর মাদারিহাটে বামফ্রন্টের টিকিটে ২০০১, ২০০৬ ও ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মাদারিহাটের প্রাক্তন বিধায়ক বেস্টারউইচ সাহেবের পালিত কন্যা। বীরপাড়ার সুভাষপল্লিতে তাঁর বাড়ি। দুই মেয়ে রয়েছে তাঁর। তবে অসুস্থ হয়ে গত চার বছর ধরে মাদারিহাটের হান্টাপাড়ায় বড় মেয়ে ও জামাইয়ের কাছেই থাকতেন।

জামাই নির্মল কুজুর জানালেন, তাঁর শাশুড়ি কয়েকদিন ধরেই শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। বুধবার হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বৃহস্পতিবার মাদারিহাট ও বীরপাড়ার দলীয় কার্যালয়ে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর এথেলবাড়িতে তাঁর পালক পিতার সমাধির পাশেই কবরে শায়িত থাকবে কুমারী কুজুরের দেহ।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়েই শোকাহত মাদারিহাটের বর্তমান বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। গত উপনির্বাচনে হান্টাপাড়ায় জয়প্রকাশ

কুমারী কুজুর। - ফাইল চিত্র

মাদারিহাটে বামফ্রন্টের টিকিটে ২০০১, ২০০৬ ও ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মাদারিহাটের প্রাক্তন বিধায়ক বেস্টারউইচ সাহেবের পালিত কন্যা। বীরপাড়ার সুভাষপল্লিতে তাঁর বাড়ি।

প্রচার শুরু করেছিলেন কুমারী কুজুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বিধায়ক। শোক প্রকাশ করেছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ বিজেপির মনোজ টিগ্গা। বলেন, 'সাধারণ মানুষের হয়ে তিনি প্রচুর কাজ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি শোকাহত। পরিবারের পাশে আছি।'

তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানাল

নাব্যতা বাড়াতে শুরু ড্রেজিং

সানি সরকার ও পূর্ণেন্দু সরকার

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৩ জুলাই : ভারী বৃষ্টি নেই। তাই গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ এবং তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালে জলের চাপ নেই। তাই পূর্ব পরিকল্পনা মতো গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজের তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালে ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু করল সেচ দপ্তর। ব্যারেজের নাব্যতা বাড়ানো, শিলিগুড়ি পুরনিগমের পানীয় জলপ্রকল্পে জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়ার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টে জল সরবরাহ ঠিক রাখতেই এই ড্রেজিং বলে সেচ দপ্তরের তিস্তা লেফট ব্যাংক ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও এ বিষয়ে তিস্তা ব্যারেজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস মৌলিক কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তিস্তা ব্যারেজের দু'দিকেই জল ছাড়া হয়। একদিকে মিলনপল্লি দিয়ে তিস্তা নদী হয়ে জলপাইগুড়ির দিকে জল প্রবাহিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি, ফাঁসিদেওয়ার হাপতিয়াগছ, লিউসিপাকরি ও ভোলাগছের ৩টি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পেও এই লিংক ক্যানালের জল গিয়ে থাকে। অন্যদিকে, ব্যারেজের বাম দিকে

ড্রেজিংয়ের কাজে লাগানো হয়েছে আর্থমুভার। গজলডোবাতে বুধবার। ছবি : সূত্রধর

গেটবাজার হয়ে ফুলবাড়ির তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানাল দিয়ে জল বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। যা সেচের পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহে অপরিহার্য। একাধিক অ্যাকোয়াডাক্টে জলপ্রবাহ বাড়ানোর কাজ চলে বাম দিকের ক্যানালের জলে। বর্তমানে ব্যারেজের মধ্যে অল্প জল থাকায় তা একপ্রান্তে আটকে রাখার জন্য ব্যারেজের বালি দিয়েই অস্থায়ী বাঁধ তৈরি করা হয়েছে। এরপর প্রায় চার থেকে পাঁচ ফুট গভীরতায় ড্রেজিং করে ব্যারেজ থেকে বালি তোলা হচ্ছে। ড্রেজিংয়ে কাজে লাগানো হয়েছে বেশ কয়েকটি আর্থমুভার। ব্যারেজের ক্যানালে আর্থমুভার নামিয়ে টন টন বালি তুলে ডাম্পারে লোড করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে ৩০টির বেশি ডাম্পার। ব্যারেজের কাছে তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালের বিস্তীর্ণ এলাকায় ড্রেজিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কাজের দায়িত্ব একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে বলে জানান রাজ্যের খনিজ উন্নয়ন ট্রেডিং নিগমের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার একে সিং।

শিলিগুড়ি পুর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে এই লিংক ক্যানালের ওপর নির্ভরশীল পুরনিগম। '২৩-র সিকিমের সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয় এবং পরবর্তীতে অতিবৃষ্টির জেরে পলির স্তরে নাব্যতা হারায় তিস্তা নদীর পাশাপাশি ক্যানালটি। ফলে গত কয়েক মাস ধরে পাহাড়ে অতি ভারী বৃষ্টি হলেই ইনটেক ওয়েলে পলি জমায় শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছিল। সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছিল পুরনিগমকে। বুধবার এ ব্যাপারে পুরনিগমের পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলছেন, 'সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছিলেন মেয়র। তাঁর উদ্যোগ এবং মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। পাহাড়ে যদি প্রাকৃতিক বড় বিপর্যয় না ঘটে, তবে আশা করছি পানীয় জল সরবরাহে তেমন সমস্যা হবে না।'

উদ্যোগ

- তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালে ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু করল সেচ দপ্তর
- বালি দিয়ে ক্যানালে অস্থায়ী বাঁধ তৈরি করে জল আটকে ড্রেজিং চলছে
- ড্রেজিংয়ে গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিলিগুড়িতে পানীয় জলের সমস্যা মিটবে
- সেচের পাশাপাশি উপকৃত হবে ফাঁসিদেওয়ার তিনটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাঁওতালি বিভাগ

রায়গঞ্জ, ২৩ জুলাই : রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে বুধবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে সাঁওতালি বিভাগ চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে সাঁওতালি বিভাগ চালুর দাবিতে গত ২৬ জুন উপাচার্য দীপককুমার রায়কে রাত অবধি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন আদিবাসী ছাত্ররা। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দুর্লভ সরকার বলেন, '২০২৫-'২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী স্নাতকোত্তরে সাঁওতালি ভাষা নিয়ে ভর্তি হতে পারবেন।'

সন্ধান চাই

নাম - সায়ন পাল, বয়স - 17, উচ্চতা 5'-5", গায়ের রং শ্যামলা, বাড়ি - বীরপাড়া, গত 21-07-25 তারিখ থেকে নিখোঁজ। পরনে হাফপ্যান্ট ও টি-শার্ট। কোনও ব্যক্তি উপরিউক্ত ছেলেটির সন্ধান দিতে পারলে তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। M - 9832025412, 9832095854. (B/S)

কর্মখালি

ঠাকুরের জিনিসপত্র ও প্রশাধনীর দোকানের জন্য কর্মঠ ছেলে ও মেয়ে চাই। বেতন 6,000/- থাকা খাওয়া পুরুষদের ফ্রি। (M) - 94743-83523, শিলিগুড়ি। (C/117538)

•

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রী, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M : 8653609553/8509827671. (C/117539)

•

Wanted Teachers V.V.N Central School' Assam inviting application form qualified candidates for PGT & TGT vacancy. Interested candidates can apply with resume. Phone : 9365543324, 8413931801. Email : vivekanandavidyaniketan3636@gmail.com (K)

LOST OF DOCUMENT

I Shiv Sankar Chakraborty, S/o Sasanka Sekhar Chakraborty would like to inform you that I have lost/ misplace my original Deed being No- 3683/3397 of 1988. If anyone find it kindly contact me at 7548022756. (C/117539)

E-TENDER NOTICE

TENDER ID: 2025_ZPHD_881559_1 NIT No: 05/NKT/25-26 dated: 21/07/25 fund: SBM COMPOSIT PIT is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 05/08/2025 upto 1:00 PM. The details of the NIT may be viewed & downloaded https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

মালদা টাউন স্টেশনে উদ্ধার হওয়া কচ্ছপ। -সংবাদচিত্র

ফরাক্কা এক্সপ্রেসে পাচারের চেষ্টা

বস্তাবন্দি হয়ে মৃত্যু ৮৯টি কচ্ছপের

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৩ জুলাই : ডাউন ফরাক্কা এক্সপ্রেস থেকে বুধবার সকালে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ কচ্ছপ। বস্তাবন্দি করে রাখার ফলে মৃত্যু হয়েছে অনেক কচ্ছপের। তবে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ।

বুধবার সকাল ৯টা ৫০ নাগাদ মালদা টাউন স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছায় ডাউন ফরাক্কা এক্সপ্রেস। জিআরপি থানার পুলিশের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল, ওই ট্রেনে লুকিয়ে বিপুল পরিমাণ কচ্ছপ পাচারের চেষ্টা চলছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে হানা দিয়ে সাধারণ কামরায় দাবিদারহীন পাঁচটি বস্তা উদ্ধার করা হয়। পাঁচটি বস্তা থেকে মোট ২৬৮টি কচ্ছপ উদ্ধার করেন জিআরপি থানার অফিসাররা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি নিজেদের হেপাজতে নেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। বন দপ্তরের দাবি, বস্তাবন্দি করে রাখার ফলে ৮৯টি কচ্ছপের মৃত্যু হয়েছে।

জিআরপি থানার আইসি প্রশান্ত রাই বলেন, 'আমাদের কাছে খবর ছিল, দিল্লি থেকে আসা ফরাক্কা এক্সপ্রেসে বিপুল পরিমাণ কচ্ছপ পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছে। ওই বস্তাগুলি থেকে ২৬৮টি কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছে। তবে ওই বস্তাগুলির মালিককে পাওয়া যায়নি। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলির বেশিরভাগ জীবিত রয়েছে। আমরা বন দপ্তরে খবর দিই। পরে বন দপ্তরের আধিকারিকরা এসে কচ্ছপগুলি নিজেদের হেপাজতে নিয়েছেন। এর আগে কচ্ছপ উদ্ধারের যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ থেকে কচ্ছপ নিয়ে এসে বালুরঘাটে পাচার করার চেষ্টা হয়েছে।'

ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার প্রদীপ গোস্বামী বলেন, 'জিআরপি থানার আইসি আমাদের ফোন করে জানান, ফরাক্কা এক্সপ্রেস থেকে অনেক কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছে। সব নিয়ম মেনে আমরা জিআরপি থানার থেকে কচ্ছপগুলি নিজেদের হেপাজতে নিচ্ছি। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা জীবিত কচ্ছপগুলিকে ছেড়ে দেব। আর মৃত কচ্ছপগুলিকে নিয়ম মোতাবেক ডিসপোজাল করা হবে।'

উত্তরপ্রদেশ যোগ

- পাঁচটি বস্তা থেকে মোট ২৬৮টি কচ্ছপ উদ্ধার হয়
- বস্তাবন্দি করে রাখার ফলে ৮৯টি কচ্ছপের মৃত্যু হয়
- উত্তরপ্রদেশ থেকে কচ্ছপগুলি বালুরঘাটে পাচার করা হচ্ছিল বলে অনুমান

এআই ক্যামেরায় হাতির ওপর নজর

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন এলাকায় সৌরশক্তিচালিত এআই মোশন সেন্সর ক্যামেরা দিয়ে হাতির ওপর নজরদারি করা হবে, সেটা আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল বন দপ্তরের পক্ষ থেকে। সম্প্রতি সেই ক্যামেরা লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে বলে বুধবার জানানো হল বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের তরফে। মূলত মানুষ-হাতি সংঘাত কমানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানাচ্ছেন বন দপ্তরের কর্তারা। জঙ্গল থেকে হাতি বের হয়ে কোন এলাকায় যাচ্ছে সেটা নজর রাখবে ওই ক্যামেরাগুলো।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডির অফিস থেকে ২৪ ঘণ্টা ওই ক্যামেরাগুলোর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সেজন্য আলাদা কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হয়েছে বলেও খবর। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পশ্চিম বিভাগে মোট ৮টি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ৫টি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে আলিপুরদুয়ার শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। দমনপুর, মাঝেরডাবরি চা বাগান এবং গরমবস্তি এলাকায় লাগানো ওই ক্যামেরাগুলো থেকে নজর রাখা হবে হাতির গতিবিধির ওপর।

অন্যদিকে, নিমতি-চিলাপাতা হাতি করিডরে নজর রাখার জন্য নিমতিঝোরা চা বাগান এবং নিমতি দোমোহনি এলাকায় তিনটি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের দক্ষিণ রায়ডাক রেঞ্জের নারারথলি ও মারাখাতা এবং উত্তর রায়ডাক রেঞ্জের কার্তিকা এলাকায় ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। ক্যামেরায় হাতির অবস্থান থেকে বনকর্মীদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'আগামীতে আরও বিভিন্ন এলাকায় এই ধরনের ক্যামেরা লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে।'

আহত দুই

ময়নাগুড়ি, ২৩ জুলাই : বুধবার এশিয়ান হাইওয়েতে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন দিনহাটার বাসিন্দা পরিতোষ দাস ও পঙ্কজ দাস। মোটর সাইকেলে করে শিলিগুড়ি যাওয়ার সময় পণ্যবাহী গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। আহতদের ময়নাগুড়ি হাসপাতাল ও পরে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

সন্ধান চাই

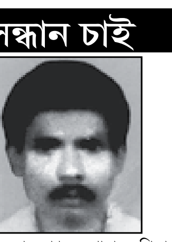

এই লোকটির নাম শ্যামল পাহান, পিতা মৃত মোহন পাহান, সাং মুলাহাট, থানা হিলি, জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। লোকটি গত ইং ২০২৪ সালের অগাস্ট মাস থেকে নিখোঁজ আছে। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি লোকটিকে দেখিতে বা চিনিতে পারিলে নিম্নলিখিত মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করিবেন অথবা হিলি থানাতে যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ- (i) 8167479977 (ii) 6295037196 (iii) 9046014060 নিখোঁজ ব্যক্তির বিবরণ-বয়স-৫৮ বছর, উচ্চতা-৪ ফিট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং-কালো, চেহারা-পাতলা।

DHUPGURI MUNICIPALITY
e-NIT/NIQ (Abridged)

e-NIT/QTN are invited by the Chairperson, Dhupguri Municipality from Resourceful Bonafide outsider.

Sl. No.	TENDER ID
1	2025_MAD_882010_1
2.	2025_MAD_882052_1

Bid submission End Dt.- 08.08.25 at 17 hrs.

Sd/- Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

আগস্ট' ২০২৫ মাসের জন্য ডিওয়াই.সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অফিসের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৫	১৩-০৮-২০২৫ এবং ২৬-০৮-২০২৫

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৫	১৩-০৮-২০২৫ এবং ২৬-০৮-২০২৫

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	আগস্ট/২০২৫	১৩-০৮-২০২৫ এবং ২৬-০৮-২০২৫

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

সামগ্রী যোগানের জন্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০০৩/২৫-২৬ তারিখঃ ২১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

ক্রমিক নং. ১। টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৫৫১৫৪
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভের জন্যে ডাইনামিক ব্রেকিং গ্রিড ফ্যান অ্যাসেম্বলী (ফ্যান এণ্ড মোটর অ্যাসেম্বলী) ডিএলডব্লিউ পিটি. নং. ১৭৪৫১৭৫৯, ইএমডি পিটি. নং. ৯৫১৮৮৯০। কনসাইনিঃ এসএসই/আইসি/মেক/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর। পরিমাণঃ ০৩ টি।

ক্রমিক নং. ২। টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৫৫১৫৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ইএমডি পিটি. নং. ১০৬৩২০১৯ পর্যন্ত ফ্যান এসলি. রেডিয়েটর কুলিং ৫২ ইঞ্চি ডায়া, ৮-ব্লেডস, ২ স্পীড, ২২০ ভিএসি। কনসাইনিঃ এসএসই/আইসি/মেক/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর। পরিমাণঃ ০৪ টি।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

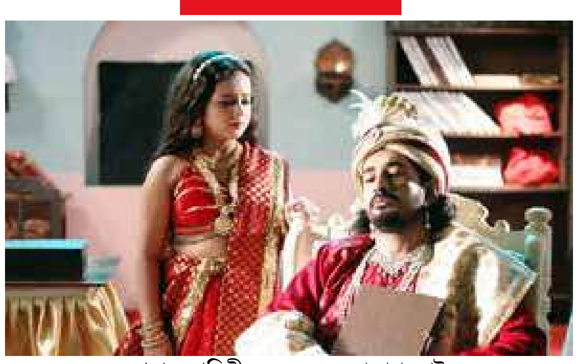

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মেজদিদি, বিকেল ৪.৩০ আনন্দ আশ্রম, সন্ধে ৭.৩০ অতি উত্তম, রাত ১০.৩০ অমানুষ
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ বস-টু, বেলা ১১.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, দুপুর ২.০০ দান প্রতিদান, বিকেল ৪.৩০ প্রাণের স্বামী, রাত ১০.৩০ বদনাম, ১.০০ পলাশের বিয়ে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ আমাদের সংসার, বিকেল ৪.০০ গ্যাঁড়াকল, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ রোমিও, ১.০০ চার অধ্যায়
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিকার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খবেলা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ ইন্ডিয়াজ মোস্ট ওয়ান্টেড, ২.৩০ চান্স পে ডান্স, বিকেল ৪.৩০ ফিলৌরি, সন্ধে ৭.০০ গুড লাক জেরি, রাত ৯.০০ বরফি, ১১.৩০ লুটেরা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৭ গোল্ড, দুপুর ১.৫৩ উঁচাই, বিকেল ৪.৪৬ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ সজনী শিন্ডে কা ভাইরাল ভিডিও, ১০.৫৬ মুক্কাবাজ
জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৪৩ ভালিমাই, বিকেল ৪.৫৯ বাশা, সন্ধে ৭.৩০ মক্ষী, রাত ১০.০৩ রওগ

মহানায়কের প্রয়াণ দিবসে বিভিন্ন চ্যানেলে তাঁর অভিনীত সিনেমা

অমানুষ রাত ১০.৩০ জলসা মুভিজ

আনন্দ আশ্রম বিকেল ৪.৩০ জলসা মুভিজ

শঙ্খবেলা বিকেল ৩.০৫ আকাশ আট

স্টার মুভিজ : বিকেল ৪.২৬ সিন্ডারেলা, রাত ৯.০০ পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ানস : সালাজার্স রিভেঞ্জ, ১১.০০ ডেডপুল-টু

সারভাইভিং দ্য সেরেংগেটি সন্ধে ৬.১১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

কলেজের বাগানে পাখির আশ্রয়

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৩ জুলাই : আম, জাম, জামরুল, লিচু সহ হরেক রকম ফলের গাছে সাজানো হচ্ছে ময়নাগুড়ি কলেজের বাগান চত্বর। বুধবার থেকে শুরু হল কলেজের সামনের প্রায় এক বিঘা জমিতে এই বাগান তৈরির কাজ। বিভিন্ন পাখিদের কথা মাথায় রাখার পাশাপাশি পড়ুয়াদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করতে এই উদ্যোগ।

ময়নাগুড়ি কলেজ চত্বরে বেশ কিছু জায়গা ফাঁকা পড়ে ছিল। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মধুসূদন কর্মকার সিদ্ধান্ত নেন, ওই জমিতে ফলের বাগান করা হবে। এই

ফলের গাছ লাগানো হচ্ছে কলেজে।

বিষয়ে তিনি যোগাযোগ করেন কবি ও পরিবেশপ্রেমী দীনেশ বিশ্বাসের সঙ্গে। বেশ কয়েকদিনের পরিকল্পনা শেষে এদিন ময়নাগুড়ি কলেজের এই ফল বাগান তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে কুড়িটি প্রজাতির ফলের প্রায় আশিটি গাছ লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বলেন, 'কলেজের এনএসএস ইউনিটের সদস্যরা এই গাছগুলির দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন। পাশাপাশি একজন মালিও নিযুক্ত করা হয়েছে। কলেজের সামনের ঘেরা জায়গায় ফুলের গাছ লাগানো হয় বেশ কিছু বছর আগে। ফুলের পাশাপাশি এখন ফলের গাছগুলো লাগানোর কাজ শুরু করা হল। বাগান তৈরির পেছনে পরিবেশপ্রেমী দীনেশ বিশ্বাসের অবদান অনস্বীকার্য।'

দীনেশ বলেন, 'যেখানে ফলের বাগান তৈরি করা হয়েছে সেখানে বেশ কিছু বড় গাছ রয়েছে। তাই সেখানে পাখিদের আনাগোনা লেগে থাকে। ফলের গাছ লাগানো হলে সেই সংখ্যা বাড়বে বলে আশা।'

ময়নাগুড়ি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান কালীশংকর রায় জানান, এই বাগান তৈরি হলে পড়ুয়াদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে। পাশাপাশি, পরিবেশ সচেতনতার বিষয়ে শিক্ষা পাবেন পড়ুয়ারা। প্রথম সিমেস্টারের ছাত্র ঋষভ দাস বলেন, 'শহরাঞ্চলে থাকায় বাগান সম্পর্কে ধারণা নেই অনেকের। কলেজে এই ফল বাগান তৈরি হলে সেই অভিজ্ঞতা বাড়বে বলে মনে হয়।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যা মিটে যাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ ঘটবে। বৃষ : পারিবারিক কোনও সমস্যার উন্নতি। অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। মিথুন : স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ মিটে যাবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ব্যবসায় উন্নতি। কর্কট : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিদের সুফল মিলবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক সুযোগ আসবে। সিংহ : নতুন লগ্নির ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পুরোনো সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ মিটে যাবে। কন্যা : দাম্পত্য ক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দিতে পারে। অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। তুলা : বাণিজ্য, কলা বিভাগে শিক্ষার্থীদের সুযোগ আসবে। শারীরিক সমস্যার উন্নতি ঘটবে। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসবে। উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিলাভ। ধনু : নতুন ব্যবসার ক্ষেত্রে আশাপ্রদ ফললাভ। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। মকর : সামাজিক ক্ষেত্রে একাধিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও আশা পূরণ হতে পারে। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। প্রণয়মূলক বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। মীন : নতুন চাকরিপ্রার্থীদের সুযোগ আসবে। আত্মীয়দের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ২ শ্রাবণ, ২৪ জুলাই, ২০২৫, ৭ শাওন, সংবৎ ১৫ শ্রাবণ বদি, ২৮ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৭, অঃ ৬।২১। বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা রাত্রি ১২।৫৯। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।৪৯। হর্ষণযোগ দিবা ১১।৩৯। চতুষ্পাদকরণ দিবা ১।৪১ গতে নাগকরণ রাত্রি ১২।৫৯ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১২।০ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, অপরাহ্ণ ৫।৪৯ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ৫।৪৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১২।৫৯ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি- ৩।৩ গতে ৬।২১ মধ্যে। কালরাত্রি- ১১।৪৪ গতে ১।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫৭ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৮ গতে ৩।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুলিশের নজরদারিতে কেনাবেচা

ফালাকাটা কৃষক বাজারে দৌরাত্ম্য কমল ফড়েদের

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : পুলিশের নজরদারিতে কৃষিপণ্য কেনাবেচা শুরু হল ফালাকাটায়। বুধবার ফালাকাটা কৃষক বাজারে শসা নিয়ে আসেন রাইচেঙ্গার পরিমল দাস। হরিনাথপুর থেকে চালকুমড়ো এবং পটল নিয়ে এসেছিলেন ধীরেন রায়, কমল সরকাররা। কৃষক বাজারে পুলিশি নজরদারি দেখে তাঁরা খুশি। এদিন ফালাকাটা থানার মেজোবাবু মিঠুন বর্মনের নেতৃত্বে বাজারে দীর্ঘক্ষণ পুলিশি নজরদারি চলে। সরাসরি চাষিদের সঙ্গে কথাও বলে পুলিশ।

১২ জুলাই এই কৃষক বাজার উত্তাল হয়ে উঠেছিল। চাষিদের নির্দিষ্ট সময়ে আসা নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত। পরে অবশ্য সেই সময়সীমা তুলে দেয় প্রশাসন। ফের যাতে কোনও ঝামেলা না হয়, সেজন্য নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। পরিমলের কথায়, ‘সেদিনের ঝামেলার পর কৃষক বাজারে সব ঠিকঠাকই চলছে। সবজির দামও ঠিক পাওয়া যাচ্ছে। এদিন পুলিশ এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করে। এখন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।’

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্যের কথায়, ‘কৃষকদের যাতে কোনওরকমের সমস্যা না হয়, সেজন্য এই নজরদারি চলবে। এতে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের জনসংযোগও বাড়বে। এছাড়া, কৃষক বাজারে ফড়েদের দৌরাত্ম্যও বন্ধ হবে।’ এর বাইরে চাষিরা যদি পরিকাঠামোগত কোনও সমস্যা বা প্রস্তাবের কথা তুলে ধরেন, তাহলে সেটাও প্রশাসনের ওপরমহলে তুলে ধরা হবে বলে জানিয়েছেন আইসি।

কিন্তু কেন পুলিশের এই সক্রিয়তা? ১২ জুলাই হঠাৎ করে ফালাকাটা কৃষক বাজারে আন্দোলন শুরু হয়। চাষিদের দাবি, সম্প্রতি সেখানে নিয়ম করা হয়েছে, বিকেলের বাজারে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে কৃষকদের সবজি নিয়ে আসতে হবে। সেই সময়ের আগে বা পরে চাষিদের থেকে বাইরের কোনও ব্যবসায়ী সবজি কিনলে সেই ব্যবসায়ীর কাছে জরিমানা নেবে ব্যবসায়ী সমিতি। এই নিয়মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন চাষিরা। সেদিন কৃষক বাজারের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরেরদিন ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার রাস্তাও অবরোধ করেন চাষিরা। তারপর ফালাকাটা ব্লক প্রশাসন চাষিদের নিয়ে বৈঠক করে এবং ওই সময়সীমা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

এই বাজারে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি কোচবিহারেরও বেশ কয়েকটি গ্রামের কৃষকরা যান। রোজ সকাল এবং বিকেলে হাজার হাজার চাষির সমাগম ঘটে। আবার এই বাজারে মাঝেমধ্যে ফড়েদের দৌরাত্ম্যও বেড়ে যায়। চাষিদের অভিযোগ, ১২ জুলাইয়ের ঝামেলার আগে ফড়েরা তাঁদের থেকে কিছুটা কম দামে সবজি কিনে নিতেন। তারপর ফড়েদের থেকে সবজি কিনতেন বড় ব্যবসায়ীরা। এতে চাষিরা অনেক সময় ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হতেন। এদিন বাজারে পুলিশ যাওয়ায় অবশ্য ফড়েদের দেখা মেলেনি।

পারপাতলাখাওয়ার চাষি গোপাল সরকার জানালেন, এভাবে মাঝেমধ্যে পুলিশ নজরদারি চালালে ভালোই হয়। তাহলে সবজি বিক্রি করে ঠকবেন না তাঁরা। অন্য ঝামেলাও হবে না।

ফালাকাটা কৃষক বাজারে পুলিশি নজরদারি। বুধবার।

কড়া নজর

- বুধবার কৃষক বাজারে নজরদারি চালায় ফালাকাটা পুলিশ
- চাষিদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভিযোগ-প্রস্তাব শুনেছেন পুলিশকর্তারা
- পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি কৃষক বাজারের চাষিরা

কৃষকদের যাতে কোনওরকমের সমস্যা না হয়, সেজন্য এই নজরদারি চলবে। এতে কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের জনসংযোগও বাড়বে। এছাড়া, কৃষক বাজারে ফড়েদের দৌরাত্ম্যও বন্ধ হবে।

অভিষেক ভট্টাচার্য, *আইসি, ফালাকাটা থানা*

পুজোর আর দেরি নেই।। জলপাইগুড়ির ফুলবাড়ি ক্যানাল ব্রিজে ছবিটি তুলেছেন শঙ্খদীপ মাহাতো।

দমকলকেন্দ্রের জমি পরিদর্শনে পূর্ত দপ্তর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ জুলাই : আলিপুরদুয়ারের শামুকতলায় প্রস্তাবিত দমকলকেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরও এক ধাপ এগোল। নবান্নের নির্দেশে বুধবার পূর্ত দপ্তরের কর্তারা দমকলকেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করেন। জমি পরিদর্শনে এসেছিলেন পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অমিতকুমার টুডু। তিনি জমির পরিমাপ করার পাশাপাশি জমির চরিত্র খতিয়ে দেখেন।

এর আগেও কয়েক দফায় দমকল দপ্তরের কর্তা এবং ভূমি দপ্তরের কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করেন। ইতিমধ্যে তাঁরা রিপোর্ট নবান্নে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবার বিল্ডিং তৈরির জন্য জমিটি সঠিক কি না বা জমিতে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, সেটা দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ত দপ্তরের কর্তাদের। এদিন পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার দমকল দপ্তর, শামুকতলা ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির কর্মকর্তারা। পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার জানালেন, শামুকতলা দমকলকেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত জমির অবস্থান ভালো। তবে জমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কিছুটা কম রয়েছে। তাঁর কথায়, ‘দমকলকেন্দ্র তৈরির জন্য অন্তত ৬০ ডেসিমাল জমির দরকার। সেক্ষেত্রে কুড়ি ডেসিমাল জমি কম রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে রিপোর্ট পাঠাব। আমরা চাই, ওই জমিতে দমকলকেন্দ্র স্থাপন হোক।’

শামুকতলা বাজার থেকে পাকা রাস্তা ধরে মহাকালগুড়ির দিকে আধ কিমি এগোলেই শক্তিনগর প্রাথমিক স্কুল। সেই স্কুলের পাশেই রয়েছে প্রায় ৪০ ডেসিমাল ফাঁকা জমি। প্রস্তাবিত দমকলকেন্দ্রের জন্য সেই জমিই চিহ্নিত হয়েছে।

শামুকতলায় দমকলকেন্দ্র স্থাপনের সরকারি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রায় এক বছর আগে। শক্তিনগর স্কুলের পাশের জমিতেই দমকলকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এনওসি-ও দেয়।

এদিন পূর্ত দপ্তরের কর্তারা ওই জমি পরিদর্শন করায় খুশি এলাকাবাসী। স্থানীয় ব্যবসায়ী বজরং বুচ্চা বললেন, ‘আমাদের এখানে কোথাও আগুন লাগলে আলিপুরদুয়ার অথবা বারবিশা দমকলকেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সেখান থেকে দমকলের গাড়ি আসতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগে। আবার শামুকতলা থানার হাতিপোঁতা, তুরতুরি, ফাঁসখাওয়া, চুনিয়ার মতো অন্যান্য এলাকায় যেতে আবার দেড়-দুই ঘণ্টা লেগে যায়।’ দমকলকেন্দ্র স্থাপিত হলে এই সমস্যা মিটবে। ক্ষতির পরিমাণও কমবে কিছুটা হলেও। শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে-ও আশাবাদী, এবার দ্রুত শামুকতলায় দমকলকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হবে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন পূর্ত দপ্তরের কর্তারা।

আমাদের এখানে কোথাও আগুন লাগলে আলিপুরদুয়ার অথবা বারবিশা দমকলকেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। সেখান থেকে দমকলের গাড়ি আসতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগে।

বজরং বুচ্চা, *স্থানীয় ব্যবসায়ী*

গ্যাস কাটার দিয়ে কাটা হয়েছে এটিএম'টি। এটিএম থেকে টাকা উদ্ধার করা হচ্ছে। বুধবার শিলিগুড়িতে।

ভাঙা জানলা দিয়ে স্কুলে চুরি

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৩ জুলাই : কয়েকবছর আগে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি বিএফপি বিদ্যালয়ের জানলা ভেঙে চালের বস্তা নিয়ে গিয়েছিল হাতি। টাকার অভাবে সেই জানলা আজও মেরামত করতে পারেনি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবার মঙ্গলবার রাতে ওই জানলা দিয়েই ভেতরে ঢুকে বিদ্যালয়ের ফ্যান এবং বালব নিয়ে গেল চোর। সেইসঙ্গে বাথরুমের দরজা ভেঙে নিয়ে গিয়েছে পানীয় জলের দুটি মোটর। এর ফলে বুধবার ওই স্কুলে মিড-ডে মিলের রান্নার জল অন্য জায়গা থেকে এনে করতে হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতনকুমার সরকার ছুটিতে রয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে সহকারী শিক্ষিকা ক্যামেলিয়া পারভিন দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জানালেন, কয়েক বছর আগে হাতি জানলা ভেঙে চালের বস্তা নিয়ে গিয়েছিল। বন দপ্তর থেকে একটি টাকাও পাওয়া যায়নি। ফলে সেটি মেরামতও করা যায়নি। ওই ভাঙা জায়গা দিয়েই মঙ্গলবার রাতে চোর ভেতরে ঢুকে। বুধবার বিদ্যালয়ে গিয়ে এই চুরির ঘটনা নজরে পড়ে। মাদারিহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার জানান, অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

চোরাই গাড়ি চেপে এটিএম লুট শিলিগুড়িতে

শমিদীপ দত্ত ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : মাত্র এক মাস তিনদিনের ব্যবধানে আবার শহরের এটিএমে চুরি। এবার ঘটনাস্থল ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন একটি এটিএম। প্রথমে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, ১৪ লক্ষ টাকা লুট হয়েছে। পরে টাকা রাখার জায়গা পরীক্ষা করে পুলিশ ৬ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে আমরা প্রাথমিকভাবে মনে করছি, আট থেকে সাড়ে আট লক্ষ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে।’

মঙ্গলবার রাতে রীতিমতো পরিকল্পনা করে এটিএম লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, প্রথমে তারা একটি বাইক চুরি করে। তারপর সেই বাইকে চেপে একটি গাড়ি চুরি করে। সেই গাড়িতে চেপে পুলিশকে ঘোল খাইয়ে এটিএম লুট করে। দলে ৪ জন ছিল। ইস্টার্ন বাইপাসের লোকনাথ বাজারে অবস্থিত একটি এটিএমে হানা দেয়। গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম মেশিন কাটা হয়। এরমধ্যে আবার পুলিশের টহলদারি ভ্যান চলে আসে। তখন দুষ্কৃতীরা গাড়িতে চেপে ঘোগোমালির বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে রীতিমতো ঘোল খাওয়াল পুলিশের ওই টহলদারি ভ্যানকে। দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে পুলিশের ওই টহলদারি ভ্যান। আবার দুষ্কৃতীরা ওই এটিএমের সামনে আসে। একজন নেমে এটিএমে ঢুকে সরিয়ে রাখা টাকা নিয়ে গাড়িতে ওঠে। এরপর ওই গাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে সেবক রোডে উঠে হিমাঞ্চল বিহারের দিকে চলে যায়।

পরে পাসপোর্ট অফিসের পেছনে ওই গাড়ির হদিস পায় পুলিশ। গাড়ি যেখানে ছিল, তার পাশেই ভাঙা দেওয়াল রয়েছে। সেই ভাঙা দেওয়াল দিয়ে দাগাপুর চা বাগানে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। ওই রাস্তা দিয়েই দুষ্কৃতীরা চলে গিয়েছে, নাকি গাড়ি বদলে বিহারের দিকে চলে গিয়েছে, সেটা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে অবশ্য প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, দুষ্কৃতীরা এরপর হেঁটে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এদিকে, ফুলবাড়ি সুপার মার্কেটে মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি বাইক চুরি হয়েছে। সেখানে সিসিটিভি ফুটেজ মারফত দুজনকে দেখা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, যারা বাইক চুরি করেছে আর যারা অম্বিকানগরের রাস্তা থেকে গাড়িটি চুরি করেছে, তাদের চেহারার সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত পুলিশ ওই বাইকের হদিস পায়নি।

বারবার এটিএম লুটের ঘটনা তীব্র সমালোচনার মুখে ফেলেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশকে। ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, ‘বাইক চুরির ঘটনার সঙ্গে এটিএম চুরির যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে আমরা চার চাকার গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করতে পেরেছি।’

পুলিশ জানিয়েছে, এটিএমের মধ্যে থাকা চারটি র‍্যাকের মধ্যে নীচের র‍্যাক ফাঁকাই ছিল। মাঝের র‍্যাক খুলতে পারেননি দুষ্কৃতীরা। তাতে পাঁচশো টাকার নোট ছিল। আর ওপরের দুই র‍্যাকে খানিকটা ছাই পড়ে ছিল। এটিএম কাটতে গিয়ে কিছু টাকা পুড়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এটিএমের ভেতর গোটা অপারেশন ছিল ১৫ মিনিটের। পরবর্তীতে টাকা নেওয়ার জন্য যখন ফের ওই গাড়িতে চেপে দুষ্কৃতীরা আসে, তখন সময় নিয়েছিল ৩ মিনিট।

ছক কষে

- প্রথমে দুষ্কৃতীরা একটি বাইক চুরি করে
- তারপর সেই বাইকে চেপে একটি গাড়ি চুরি করে
- সেই গাড়িতে চেপে পুলিশকে ঘোল খাইয়ে এটিএম লুট করে
- ইস্টার্ন বাইপাসের লোকনাথ বাজারে অবস্থিত একটি এটিএমে হানা দেয়

সারের কালোবাজারি রুখতে অভিযান

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : সারের কালোবাজারি রুখতে এবার অভিযান শুরু করল কৃষি দপ্তর। বুধবার ফালাকাটার বিভিন্ন সারের দোকানে কৃষি দপ্তরের কর্তারা হানা দেন। সার কিনতে আসা কৃষকদের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলেছেন। কৃষি দপ্তরের এমন উদ্যোগে কৃষক থেকে কৃষক সংগঠনগুলি সকলেই স্বভাবতই খুশি। মাঝেমধ্যেই সরকারি নির্ধারিত মূল্য থেকে সারের দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। গত বছরও বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি ফালাকাটায় আন্দোলন করেছিল। তাই এবার অভিযোগ ওঠার আগেই কৃষি দপ্তর এব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া শুরু করল। এদিনের অভিযানে এসে জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা (শস্য সুরক্ষা) অম্লান ভট্টাচার্য বলেন, ‘সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষকরা সার কিনতে পারছেন কি না তা খতিয়ে দেখতেই আমরা পরিদর্শনে এসেছি। তাই ফালাকাটার বেশকিছু দোকানে হানা দেওয়া হয়েছিল। যদিও এদিন কালোবাজারির কোনও অভিযোগ আমাদের সামনে আসেনি।’

ফালাকাটার একটি সারের দোকানে কৃষি আধিকারিকরা। বুধবার।

ফালাকাটার কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কিষান মান্ডি, হাটখোলা মেইন রোড সহ বিভিন্ন এলাকার সারের দোকানগুলিতে দপ্তরের আধিকারিকরা অভিযান করেছেন। বিভিন্ন দোকানে গিয়ে পস মেশিনের সঙ্গে আধার কার্ড মিলিয়ে সার বেচাকেনা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখা হয়। এমনকি সার কেনার পর সরকার নির্ধারিত মূল্যের ক্যাশমেমো দেওয়া হচ্ছে কি না তাও দেখা হয়েছে। দোকানে হানা দেওয়ার পাশাপাশি সারের গোডাউনেও গিয়েছিলেন আধিকারিকরা। সার কেনাবেচা নিয়ে কৃষকদের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলেন। এদিন সার কিনতে আসা কৃষক বাবুল সরকার বলেন, ‘সামনের জমিতে আমি কপি, বেগুনের মতো কিছু সবজির চাষ করব। তার জন্যই সার কিনতে এসেছি। তবে এদিন সরকার নির্ধারিত দামেই আমি সার কিনতে পেরেছি।’

মুদির দোকানে হানা চোরের

বারবিশা, ২৩ জুলাই : টিনের বেড়া কেটে মুদির দোকানে চুরির ঘটনা ঘটল ভল্কা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রামপুরে। মঙ্গলবার গভীর রাতে জোড়াই সেতু লাগোয়া জাতীয় সড়কের পাশে সঞ্জয় বিশ্বাসের দোকানে হানা দেয় চোরের দল। লুট করে নিয়ে যায় দোকানের নানা সামগ্রী। বুধবার সকালে তালা খুলে দোকানের ভেতরের লন্ডভন্ড অবস্থা দেখে মালিকের চোখ কপালে। একপাশে টিনের বেড়া কাটা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি রাতে দোকানে চোর ঢুকেছিল। খবর দেওয়া হলে কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

সঞ্জয় বলেন, ‘দোকানে তালা মেরে মঙ্গলবার রাতে বাড়ি চলে যাই। এদিন সকালে তালা খোলার পর দেখি দোকান ফাঁকা। সর্ষের তেল, টুথপেস্ট, ডিটারজেন্ট পাউডার, মশলার প্যাকেট, ঠান্ডা পানীয় সহ বহু সামগ্রী উধাও। মহাজনের টাকা কীভাবে পরিশোধ করব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।’

টিনের বেড়ার ছোট্ট অংশ কেটে দোকানের সামগ্রী চুরি করে দুষ্কৃতীরা।

রাতারাতি ‘সেলেব্রিটি’ অঞ্জলিরা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৩ জুলাই : ফরেনার্স ট্রাইবিউনালের তরফে অসম থেকে অঞ্জলি শীলের নামে এনআরসি’র নোটিশ ইস্যু হওয়ার খবর এখন সবাই জানে। খবর পেয়ে বুধবার সকাল থেকে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমছে। হাজির হতে শুরু করেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। শুধু নেতারা নন, সাধারণ মানুষও তাঁর বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে এনআরসি’র নোটিশ দেখতে কেমন হয় সেই কৌতূহলেও তাঁর উঠোনে জড়ো হচ্ছেন।

মঙ্গলবার অসমের ফরেনার্স ট্রাইবিউনালের তরফে নোটিশ ইস্যু হওয়ার কথা জানতে পারেন আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটার ব্লকের জটেশ্বরের বাসিন্দা অঞ্জলি শীল। তাঁর নামে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে বলা হলেও তিনি কিন্তু বুধবার অবধি সেই চিঠি হাতে পাননি। তবে সেই নোটিশ ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। তার সত্যতা যাচাই উত্তরবঙ্গ সংবাদ করেনি, তবে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। এরপর থেকে দলে দলে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন অঞ্জলির বাড়িতে।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী এবিষয়ে ওই পরিবারের পাশে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। বুধবার বিকেলে তৃণমূল নেতা ও কর্মীদের নিয়ে অঞ্জলির বাড়িতে হাজির হন তৃণমূলের ফালাকাটা ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস। তিনি ওই বাড়িতে গিয়ে অঞ্জলির পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন। তিনি ওই পরিবারের সামনে কোচবিহারের উত্তম ব্রজবাসীর কথাও তুলে ধরেন। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। সঞ্জয়ের মতে, ‘কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টি নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। আমরা সব পরিস্থিতিতে ওই পরিবারের পাশে রয়েছি। এনআরসি’র বিরুদ্ধে আমরা পথে নামব।’

যদিও বিজেপি নেতা তথা জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অর্ণব ঘোষের মতে, ‘পরিবারটি যখন কোনও নোটিশ হাতে পায়নি তাহলে আদৌও কোনও নোটিশ ইস্যু হয়েছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।’ একই সন্দেহ প্রকাশ করেন সিপিএম নেতা তথা ফালাকাটা ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক কমলকিশোর রায়। তিনি বলেন, ‘এনআরসি-র নামে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রহসন করছে। আমি পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলেছি। পরিবারটিকে অভয় দিতে আমরা ওঁদের বাড়িতে গিয়েছি।’

আচমকা নিজের বাড়িতে এত লোকের সমাগম নিয়ে অসন্তুষ্ট অঞ্জলি ও তাঁর স্বামী নিত্য শীল। একপ্রকার ক্ষুব্ধ হয়ে অঞ্জলি বলেন, ‘আমরা দিন আনি, দিন খাই। মেয়ে সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে। এদিকে সকাল হতে না হতেই চেনা-অচেনা মানুষ বাড়িতে এসে হাজির হচ্ছেন। এভাবে মেয়ের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে।’ তাঁর কথায়, ‘আমি ওই নোটিশ হাতে পেলে না হয় বিষয়টি ভেবে দেখতাম। কিন্তু নোটিশ এখনও আমার কাছে এসে পৌঁছায়নি। তা-ও কেন এত লোক আমাদের বাড়িতে ভিড় করছে বুঝতে পারছি না।’ অঞ্জলির স্বামী নিত্যর অভিযোগ, ‘আমার সেলুন রয়েছে। বিভিন্ন দলের নেতারা বাড়ি আসছেন। তাই দোকানের কাজ বন্ধ করে বারবার বাড়ি আসতে হচ্ছে। সংসারের কাজকর্মেও ব্যাঘাত ঘটছে।’

শীল দম্পতির বাড়িতে স্থানীয় বাসিন্দা এবং নেতারা। বুধবার জটেশ্বরে।

জটেশ্বরে এক দশক পরেও হাহাকার

আজও অধরা টাকা ডাবল কাণ্ডের মূল পান্ডা বঙ্কিম

প্রথমে ১০ হাজার টাকা রেখেছিলাম। কথামতো ১৫ দিনেই ২০ হাজার টাকা পাই। এরপর জমি বন্ধক দিয়ে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা জমা করেছিলাম। আমার দেখাদেখি আশপাশের আরও বেশ কয়েকজন আমানত করেছিল। কিন্তু ১ মাস পর কেন, এতদিনেও টাকা পাইনি। – রামদাস বিশ্বাস *স্থানীয় কৃষক*

কে এই বঙ্কিম

প্রায় এক দশক আগে নিজের নামেই এলাকায় একটি ভুয়ো আমানত সংস্থা খুলেছিলেন

১৫ দিনে আমানতের টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার লোভ দেখিয়েছিলেন মানুষকে

পরে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে যান তিনি

তখন থেকেই জটেশ্বরের ঘরে ঘরে আজও টাকা খোয়ানোর হাহাকার

এতদিনেও কেন গ্রেপ্তার করা যায়নি, প্রশ্ন

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : জটেশ্বরের বঙ্কিম! নামটা শুনলে আজও এলাকার মানুষ আঁতকে ওঠেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খোয়ানো পরিবারগুলিতে আজও হাহাকার শোনা যায়। কিন্তু কে এই বঙ্কিম দেবনাথ? আজ থেকে প্রায় এক দশক আগে নিজের নামেই এলাকায় একটি ভুয়ো আমানত সংস্থা খুলেছিলেন। ১৫ দিনে আমানতের টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার লোভ দেখিয়েছিলেন মানুষকে। যদিও পরে কয়েক কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে যান তিনি। আর সেই সময় থেকেই জটেশ্বরের ঘরে ঘরে আজও টাকা খোয়ানোর হাহাকার শোনা যায়। তাই বঙ্কিমের নাম উঠলেই তাঁকে ধরতে পেরেছে কি না জানতে চান টাকা খোয়ানো আমানতকারীরা।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। বঙ্কিম এলাকায় একটি ভুয়ো সংস্থা খুলে ১৫ দিনে আমানতের টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রথমে তার কথা সত্যি হওয়ায় প্রচুর মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকা লগ্নী করতে থাকেন, যার মধ্যে ছিলেন কৃষক, ব্যবসায়ী, গৃহবধূ, এমনকি চাকরিজীবীরাও। রাতারাতি এই খবর রটে যায় গোটা ডুয়ার্সে। ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার সহ নিম্ন অসমের অনেক জায়গা থেকে মানুষ টাকা ডাবল করতে ভোর থেকে বঙ্কিমের অফিসে ভিড় করতে থাকেন। ওই সময় জটেশ্বর-ফালাকাটা, বীরপাড়া প্রভৃতি এলাকার মানুষ প্রয়োজনে ভিটেমাটি বন্ধক রেখে বা বিক্রি করে আমানত করতে ভিড় করছিলেন।

এই কাজের জন্য বঙ্কিম বিভিন্ন জায়গায় এজেন্টও রেখেছিলেন বলে খবর। তাদের মাধ্যমেই তিনি টাকা নিতেন। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন শোনা যায় ডাবল কেন, কোনও টাকাই দিচ্ছেন না বঙ্কিম। এমনকি অফিসও বন্ধ রেখেছেন। ঘটনাটি জানতে পেরে বঙ্কিমকে গ্রেপ্তার করার জন্য ফালাকাটা থানাকে নির্দেশ দেন তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তারা প্রতারককে গ্রেপ্তার করার বদলে প্রতারণার বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রচারে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এমনকি ২০১৩ সালের মে মাসে ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশ প্রচারে গেলে তাদের গাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয়। এমনকি জটেশ্বর পুলিশ ফাঁড়িতে ভাঙচুরও করা হয়। আর এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েই কয়েক কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে যান বঙ্কিম। পুলিশ তাঁর খোঁজ শুরু করে। এমনকি তাঁকে খুঁজতে কয়েকবার অসমেও গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই খালি হাতে ফিরতে হয় তাদের। তারপর কেটে গিয়েছে এক দশকেরও বেশি। বঙ্কিম আজও অধরা, যদিও প্রতারিত আমানতকারীরা আজও আশায় রয়েছেন, বঙ্কিম একদিন ধরা পড়বেই।

এলাকার কৃষক রামদাস বিশ্বাসের কথায়, ‘প্রথমে ১০ হাজার টাকা রেখেছিলাম। কথামতো ১৫ দিনেই ২০ হাজার টাকা পাই। এরপর জমি বন্ধক দিয়ে প্রায় ৭৫ হাজার টাকা জমা করেছিলাম। আমার দেখাদেখি আশপাশের আরও বেশ কয়েকজন আমানত করেছিল। কিন্তু ১ মাস পর কেন, এতদিনেও টাকা পাইনি।’ টাকা না পেয়ে জমিও আর ছাড়াতে পারেননি, তাঁকে কার্যত পথে বসতে হয়েছে বলে তিনি জানান।

জটেশ্বরের সিপিএম নেতা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বলেন, ‘সারদা কাণ্ডের সুদীপ্ত সেনের মতো ডুয়ার্সের সুদীপ্ত সেন ছিল বঙ্কিম। যদিও সারদা কাণ্ডের আগে তৃণমূল জমানার শুরুতেই বঙ্কিমের কাছে জটেশ্বরের মানুষ প্রতারিত হয়েছিলেন। আমরা বারবার দাবি করছি বঙ্কিমকে গ্রেপ্তার করে প্রতারিতদের টাকা ফেরত দেওয়া হোক।’

সূত্রের খবর, বঙ্কিমের আজ জটেশ্বরের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। তবে অসমের দিকেই নাকি তিনি এখন থাকেন। এই অবস্থায় জটেশ্বরের মানুষ দাবি করছেন সারদা কাণ্ডে সুদীপ্ত সেন গ্রেপ্তার হয়েছে, প্রতারিতদের টাকা ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাহলে বঙ্কিম কেন গ্রেপ্তার হবেন না। তাঁকে গ্রেপ্তার করে কয়েক হাজার মানুষের টাকা ফেরত দেবার উদ্যোগ নিক প্রশাসন।

‘ফির হেরা ফেরি’ সিনেমার সেই বিখ্যাত ২৫ দিনে পয়সা ডাবলের স্কিমের কথা মনে আছে? কিন্তু জটেশ্বরে আজ থেকে ১৩ বছর আগে এর থেকেও আকর্ষণীয় এক স্কিম নিয়ে হাজির হয়েছিলেন একজন, ১৫ দিনে টাকা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার। কিন্তু তারপর হঠাৎই একদিন সেই ব্যক্তি সব টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যান। মানুষের মন থেকে এই ঘা আজও শুকোয়নি। খোঁজ নিলেন ভাস্কর শর্মা

মৃত কালীপদ দাসের বাড়িতে স্থানীয়দের জটলা। বুধবার রাতে।

হাতির হানায় জখমের মৃত্যু হাসপাতালে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাতির হানায় জখম হয়েছিলেন কালীপদ দাস। বুধবার সন্ধ্যায় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি মারা যান। এনিয়ে মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়ের বক্তব্য, ‘হাতির আক্রমণের পর জখম ব্যক্তির চিকিৎসা করানোটাই আমাদের প্রথম কাজ ছিল। তাই সঠিক কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটা দেখা হয়নি। যদি জঙ্গলের বাইরে হাতির আক্রমণ হয়ে থাকে, তাহলে মৃতের পরিবার অবশ্যই নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে।’

যদিও এবিষয়ে পশ্চিম শালকুমার গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আমজাদ হোসেনের দাবি, ‘হাতির হানায় জখম কালীপদ এদিন সন্ধ্যায় মারা গিয়েছেন। ঘটনাটি যেহেতু জঙ্গলের বাইরেই ঘটেছে তাই বন দপ্তর মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও একজনকে চাকরি দিক।’ গোটা ঘটনায় ফালাকাটার পশ্চিম শালকুমার গ্রামে শোকের ছায়া নেমেছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গোরু আনতে গিয়েই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি জঙ্গল ও পশ্চিম শালকুমার গ্রামের সীমানায় কয়েকজন গ্রামবাসী হাতির সামনে পড়েন। বাকিরা পালিয়ে গেলেও ষাটোর্ধ্ব কালীপদ দৌড়ে পালাতে পারেননি। একটি হাতি তাঁকে আক্রমণ করে। গুরুতর জখম অবস্থায় কালীপদকে প্রথমে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে রাতেই তাঁকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। সেখানেই এদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হাতির আক্রমণের পর জখম ব্যক্তির চিকিৎসা করানোটাই আমাদের প্রথম কাজ ছিল। তাই সঠিক কোথায় ঘটনাটি ঘটেছে সেটা দেখা হয়নি। যদি জঙ্গলের বাইরে হাতির আক্রমণ হয়ে থাকে, তাহলে মৃতের পরিবার অবশ্যই নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে।

শুভাশিস রায়
রেঞ্জ অফিসার, মাদারিহাট

মামাকে মারল ভাগ্নে

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : দা দিয়ে কুপিয়ে মামাকে হত্যা করার অভিযোগ উঠল ভাগ্নের বিরুদ্ধে। বুধবার ফালাকাটার হরিনাথপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ণ সরকার (৬০)। অভিযোগ, দূর সম্পর্কের মামা নারায়ণকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন তাঁর ভাগ্নে সাগর মল্লিক (২০)। ঘটনায় অভিযুক্ত সাগর সহ তাঁর মা কানন মল্লিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের কাছে হত্যার কথা নাকি সাগর স্বীকারও করেছেন। অভিযুক্ত সরাসরি মৃতের গলায় আঘাত করেন। এনিয়ে ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, ‘একটি হত্যার ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত দুজনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি।’

ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, নারায়ণ হরিনাথপুরের কানন মল্লিকের বাড়িতে কাজের সূত্রে থাকতেন। তাঁর মূল বাড়ি অসমে। কানন ও নারায়ণ একে অপরের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সম্প্রতি মৃতের সঙ্গে দিদি ও ভাগ্নের প্রায়ই ঝামেলা লাগত। বুধবারও নাকি তাঁদের মধ্যে তুমুল বিরোধ বাধে। সাগরের সামনেই নাকি নারায়ণ কাননকে মারধর করেন। মাকে মার খেতে দেখে রাগ সামলাতে পারেননি সাগর। তাই ঘরে থাকা দা দিয়ে মামার গলায় কোপ মারে। এলোপাতাড়ি কোপের জেরে নারায়ণ সেখানেই লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা বিষয়টি দেখে পুলিশকে খবর দেন। পরে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা নারায়ণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় বাড়ি থেকেই সাগর ও তার মা কাননকে আটক করে থানায় আনে পুলিশ। এদিকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সিটুর স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা, কর্মসংস্থানের অভাব এবং নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে বুধবার জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিল সিটু-র আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটি। ভিনরাজ্যে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জেলা পর্যায়ে শ্রমিকদের তালিকা ও ঠিকাদারদের তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ আধিকারিক ও টিম গঠন এবং রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, তামান্না হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শাস্তি ইত্যাদি দাবি তোলা হয়। এছাড়া কোচবিহারের বিড়ি শ্রমিকদের জন্য নিযুক্ত ডাক্তারকে সপ্তাহে অন্তত দু'দিন আলিপুরদুয়ার বসানোর ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়। সিটুর জেলা সম্পাদক বিকাশ মাহালি বলেন, ‘পরিযায়ী শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি।’

টুকরো খবর

ঝুলন্ত দেহ

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হ্যামিল্টনগঞ্জের সরোজিৎপল্লির এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম কুকেশ দাস (৩৫)। তাঁকে নিজের ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। তারপর দ্রুত কুকেশকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার রাতেই কালচিনি থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা তরুণ আত্মহত্যা করেছেন।

বিকল গাড়ি

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : বুধবার বিকেলে ফালাকাটা কৃষক বাজার মোড়ে একটি সবজিবোঝাই ট্রাকের যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় গাড়িটি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। গ্যারাজকর্মীদের নিয়ে এসে গাড়িটি ঠিক করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, দোলং নদীর মোড় থেকে মিল রোডের রেল ওভারব্রিজ পর্যন্ত রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে গিয়েছে। ফলে রাস্তায় গাড়ি বিকল হচ্ছে।

প্রতিবাদ মিছিল

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ জুলাই : ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের ওপর অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিপিএমের কামাখ্যাগুড়ি ও পারোকাটা এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে কামাখ্যাগুড়িতে প্রতিবাদ মিছিল হল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলাই সরকার, কামাখ্যাগুড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক সমীর সাহা প্রমুখ।

পুকুরে বিষ

ফালাকাটা, ২৩ জুলাই : মাছ চাষের পুকুরে বিষ দিল দুষ্কৃতীরা। বুধবার বিকেলে ফালাকাটার কুঞ্জনগর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সন্ধ্যায় পুকুরে থাকা মাছ মরে ভেসে ওঠে বলে জানিয়েছেন পুকুরের মালিক শশাঙ্ক বর্মন। যদিও নরেন বর্মন নামে এক ব্যক্তি ওই পুকুরটি লিজে নিয়ে মাছ চাষ করেন। এভাবে বিষ প্রয়োগে মাছ মরে যাওয়ায় তাঁর মাথায় হাত পড়েছে।

ড্রেনে ষাঁড়

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : বুধবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ারের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে এফসিআই গোডাউনের পাশের স্লুইস গেটের সামনে একটি পূর্ণবয়স্ক ষাঁড় ড্রেনে পড়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলবাহিনী। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় শেষমেশ জীবিত অবস্থায় ষাঁড়টিকে উদ্ধার করা হয়। পশুটি বর্তমানে সুস্থ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রক্তদান শিবির

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ জুলাই : কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় বুধবার আশ্রয় চলো পালটাই নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় ২৩ জন রক্তদান করেন।

বন দপ্তরের খাঁচায় আটক হয়েছে এই চিতাবাঘ। (ডানদিকে) লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিতাবাঘের হানায় জখম মহিলা।

চা বলয়ে চিতাবাঘ নিয়ে আতঙ্ক অব্যাহত

টোপ দিয়ে বন্দি মাঝেরডাবরিতে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : অবশেষে কিছুটা স্বস্তি। কয়েকদিন আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানে আতঙ্ক ছড়ানোর পরে মঙ্গলবার রাতে বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘ। খবর পেয়ে গভীর রাতে চা বাগানে পৌঁছোন বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রের বনকর্মীরা। চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চিতাবাঘের আতঙ্কে বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছিল পোস্টার। চার জায়গায় খাঁচা পেতেছিল বন দপ্তর। চিতাবাঘের হামলায় গত দুই মাসে তিনজন জখম হন। ফলে আতঙ্কে চা বাগানের স্বাভাবিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হচ্ছিল। ঘনঘন পটকা ফাটিয়ে, টিন বাজিয়ে শ্রমিকরা পাতা তোলার কাজ করছিলেন। কয়েকদিন এটাই ছিল মাঝেরডাবরি চা বাগানের চেনা ছবি। সেই আতঙ্ক কমল শ্বাপদ খাঁচাবন্দি হওয়ায়।

তবে চিতাবাঘ উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্ক কিছুটা কমলেও একেবারে আশ্বস্ত হতে পারছেন না চা বাগানের শ্রমিকরা। বাগানে আরও চিতাবাঘ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মাঝেরডাবরি বাগানের জেনারেল ম্যানেজার চিন্ময় ধর বলেন, ‘একটি চিতাবাঘ ধরা পড়ায় এখন অনেকটা স্বস্তিবোধ করছি। তবে পুরোপুরি স্বস্তি মিলল- বলা যাবে না। কারণ, বাগানে আরও চিতাবাঘ রয়েছে বলে ধারণা। এখনও সাবধানে কাজ করছেন শ্রমিকরা।’ বাগান কর্তৃপক্ষের সুরেই সুর মেলাচ্ছেন চা বাগানের শ্রমিকরা।

মঙ্গলবার চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনে রাখা খাঁচায় চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। ছাগলের টোপে মিলেছে সাফল্য। অন্যদিকে বাগানের আরও তিন জায়গায় যেভাবে খাঁচা পাতা ছিল সেভাবেই থাকবে বলে জানিয়েছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। বুধবার বাগানে ছুটি থাকায় খাঁচা পাতা হয়নি। শহর থেকে দমনপুর, রাজাভাতখাওয়া, ডিমা সেতুর মতো পর্যটনস্থলে পৌঁছোতে ওই চা বাগানের পাশ দিয়েই যেতে হয়।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, ‘একটি চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। চা বাগানে খাঁচাগুলো আপাতত থাকবে। আরও এক সপ্তাহ দেখা হবে।’

ভয়ের রেশ

- মঙ্গলবার রাতে বন দপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি চিতাবাঘ
- চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনে রাখা খাঁচায় চিতাবাঘটি ধরা পড়ে। ছাগলের টোপে মিলেছে সাফল্য
- বৃহস্পতিবার আবার বাগানের অন্য ৩ জায়গায় খাঁচা রাখা হবে

হঠাৎ বুনোর হানায় চুয়াপাড়ায় জখম শ্রমিক

সমীর দাস

কালচিনি, ২৩ জুলাই : ফের কালচিনি ব্লকে চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন এক চা বাগানের শ্রমিক। চলতি মাসে ৩ শ্রমিক চিতাবাঘের হানায় জখম হলেন। তার মধ্যে ২ জন চুয়াপাড়া চা বাগানের মহিলা শ্রমিক। অপর এক মহিলা শ্রমিক জখম হয়েছিলেন মেচপাড়া চা বাগানে।

বুধবার বেলা ১১টা নাগাদ চুয়াপাড়া বাগানের ১১ নম্বর সেকশনে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে চা পাতা তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন শ্রমিক পিয়ানি খাড়িয়া। তিনি কাজ করতে করতে অন্য শ্রমিকদের থেকে কিছুটা দূরে চলে যান। এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে একটি চিতাবাঘ বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতর্কিত হামলায় মাটিতে পড়ে যান পিয়ানি। তবে সাহস করে চিৎকার শুরু করেন তিনি। তাঁর চিৎকারে অন্য শ্রমিকরা ছুটে এলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। এরপর শ্রমিকরা তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পিয়ানার মুখে, কপালে ও ঠোঁটে চিতাবাঘের নখের আঁচড় বসেছে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন ওই শ্রমিক। খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। হাসপাতালে গিয়ে মহিলার চিকিৎসার তদারকিও করেন বনকর্মীরা। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ অফিসার অর্ণব দাস বলেন, ‘মহিলার চিকিৎসার খরচ বন দপ্তর বহন করবে। এছাড়াও সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’

চিতাবাঘের উপদ্রব ঠেকাতে চুয়াপাড়া চা বাগানে বন দপ্তরের তরফে আগেই একটি খাঁচা বসানো হয়েছে। প্রয়োজনে আরও একটি খাঁচা বসানো হতে পারে।

৫ জুলাই চুয়াপাড়া বাগানের এক মহিলা শ্রমিক চিতাবাঘের হানায় জখম হয়েছিলেন। ১৫ তারিখ মেচপাড়া চা বাগানেও এক শ্রমিক একইভাবে জখম হন। ঘনঘন চিতাবাঘের হানায় আতঙ্কিত এই এলাকার চা বাগানের শ্রমিকরা। বন দপ্তর সূত্রে খবর, চিতাবাঘ এই সময় শাবক প্রসব করে। সেজন্য চা বাগানে মানুষ দেখলেই মা চিতাবাঘ শাবকের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সেজন্য এই মরশুমে চিতাবাঘের হামলার ঘটনা বছরের অন্য সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বন দপ্তরের তরফে সেজন্য চা বাগানের শ্রমিকদের কোনও সেকশনে প্রবেশের আগে থালা, বাটি বাজিয়ে বা পটকা ফাটিয়ে প্রবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বন দপ্তরের হেপাজতে কাঠ

শামুকতলা, ২৩ জুলাই : যশোডাঙ্গা বিডিও অফিস চত্বর থেকে চারটি মেহগনি গাছ কাটা হয়েছিল দু'মাস আগে। যা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন এই গাছ কাটার বিরুদ্ধে সরব হয়। অবশেষে সেই চারটি গাছের প্রায় ২০০সিএফটি কাঠ উদ্ধার করে হেপাজতে নিল বন দপ্তর। বাজেয়াপ্ত কাঠের বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। বুধবার বনকর্মীরা কাঠগুলি সাউথ রায়ডাক রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসেন। রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল জানান, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কাঠগুলি রেঞ্জ অফিসে আনা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক অফিস চত্বর থেকে ৩৫ বছরের পুরোনো চারটি মেহগনি গাছ বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই কাটা হয়েছিল বলে অভিযোগ। কাটা গাছগুলি ব্লক অফিস সংলগ্ন এলাকাতে রাখা ছিল। গাছগুলি কাটার পর পরিবেশপ্রেমী সংস্থা আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাব বন দপ্তর সহ অন্য বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছিল। কয়েকদিন আগে বন দপ্তরের কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। অবশেষে বুধবার বন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকের নির্দেশে কাটা গাছ নিজেদের হেপাজতে নেন বনকর্মীরা। বনকর্তারা জানান, গাছগুলি কাটার ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম সঠিকভাবে মানা হয়নি, কিছু খামতি ছিল। তাই কাঠগুলি বন দপ্তরের হেপাজতে নেওয়া হল।

তবে কাঠ উদ্ধার হলেও গাছ কাটার ঘটনায় সঠিক তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ট্রেনে কাটা

হাসিমারা, ২৩ জুলাই : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বুধবার বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ ডুয়ার্সের রেলপথে হাসিমারা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও বিকেল পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি। আরপিএফ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। বিন্নাগুড়িগামী আর্মি স্পেশাল ট্রেনের ধাক্কায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আলিপুরদুয়ার জংশন জিআরপি দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে এটি নিছক দুর্ঘটনা নাকি ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন, তার তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ।

বাড়িতে ঢোকে নদীর জল, নাব্যতা বাড়াতে উদ্যোগ

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ২৩ জুলাই : ১৯৯৩ সালের প্রবল বন্যায় হ্যামিল্টনগঞ্জের ফরওয়ার্ডনগর এলাকাটি কার্যত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে সেখানে আবার বৃহৎ জনবসতি গড়ে ওঠে। তবে ওই বন্যায় স্থানীয় একটি নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে ঢুকে পড়ে ফরওয়ার্ডনগরে। স্থানীয়রা ওই নদীর নাম দিয়েছেন ছোট নদী। বহরে ছোট হলেও ওই নদীর দৌরাত্ম্য বেড়ে যায় প্রতি বর্ষায়। অভিযোগ, গত কয়েক দশকে নদীর পলি জমে নদীবক্ষ অনেকটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে।

ফলে বর্ষায় প্রতি বছর নদীর জল উপচে ফরওয়ার্ডনগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে। এলাকায় প্রায় দেড়শো বাড়িতে নদীর জল ঢুকছিল ফি বছর।

ছোট নদী ফরওয়ার্ডনগরকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। একটি এলাকা উত্তর ফরওয়ার্ডনগর, অপরটির নাম হয়েছে দক্ষিণ ফরওয়ার্ডনগর। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রশাসনকে বহুবার জানিয়েও নদীবক্ষ থেকে পলিমাটি সরানোর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। বাড়িতে জল ঢুকে দূষণ ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ। তবে এবছর বর্ষার শুরুতেই স্থানীয়দের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এসেছেন লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই পঞ্চায়েত সদস্য পরিমল সরকার ও স্বপ্না সরকার রায়। বুধবার থেকে নদীর পলিমাটি সরাতে এই দুই পঞ্চায়েত সদস্য ভাড়া করে নিয়ে এসেছেন আর্থমুভার। ওই যন্ত্রের সাহায্যে নদীর পলিমাটি সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। নদীটির প্রায় দুশো মিটার এলাকাজুড়ে পলিমাটি সরানো হচ্ছে। এত বড় কাজ তো কোনও পঞ্চায়েত সদস্যর তহবিল থেকে করানো সম্ভব নয়। তাই ওই দুই পঞ্চায়েত সদস্য স্থানীয়দের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। এছাড়াও নিজেদের ভাতার টাকা মিলিয়ে চলছে আর্থমুভার দিয়ে কাজ। কোনও ফান্ড ছাড়া কেন এই কাজ করা হচ্ছে এই প্রশ্ন করতেই পরিমলের প্রতিক্রিয়া, ‘কাজ শেষ হলে স্থানীয়দের বাড়িতে আর জল ঢুকবে না। এতে দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটবে। ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তবে প্রশাসনের সহযোগিতায না পাওয়ায় নিজেরাই পলিমাটি সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করেছি।’ স্থানীয় নিরঞ্জন সরকার বলেন, ‘এলাকার প্রায় দেড়শো বাড়িতে নদীর জল প্রতিবছর ঢুকে পড়ে। পঞ্চায়েত সদস্যদের এমন উদ্যোগে নেওয়ায় আর বানভাসি হতে হবে না আমাদের।’ যদিও এনিয়ে কালচিনির বিডিও মিঠুন মজুমদারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধারায় এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

হ্যামিল্টনগঞ্জের ছোট নদী থেকে পলি তুলতে নামানো হয়েছে আর্থমুভার।

আশার আলো

- ছোট নদী বহরে ছোট হলেও বর্ষায় তার দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়
- গত কয়েক দশকে পলি জমে নদীবক্ষ অনেকটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে
- বর্ষায় প্রতি বছর নদীর জল উপচে ফরওয়ার্ডনগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঢুকে পড়ে
- বুধবার থেকে নদীর পলিমাটি সরানোয় স্থানীয় দুই পঞ্চায়েত সদস্য ভাড়া করেন আর্থমুভার

মেট্রোয় ক্রস

মেট্রোর দরজায় কালো স্প্রে দিয়ে ক্রস চিহ্ন আঁকলেন এক যাত্রী। সিসিটিভিতে এই দৃশ্য ধরা পড়েছে। চলন্ত ট্রেনের এই ঘটনায় আতঙ্কিত যাত্রীরা। কর্তৃপক্ষ ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

বাম সাক্ষাৎ

আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা দেখা করলেন সিপিএম নেতাদের সঙ্গে। যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ তাঁরা। সিপিএমের সমাজমাধ্যমে এই ছবি পোস্ট করা হয়েছে।

যাত্রীকে হেনস্তা

খুচরো না দেওয়ায় সল্টলেকে এক মহিলাকে চরম হেনস্তা করার অভিযোগ উঠল এক অটোচালকের বিরুদ্ধে। ওই মহিলা এই নিয়ে সল্টলেক পূর্ব থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে।

মমতার মিছিল

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতি বৈঠক হল তৃণমূল ভবনে। আগামী ২৮ অগাস্ট মিছিলে হাঁটবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধন হয়েছে কেন্দ্রীয় পোস্টারেও।

বাড়ি ফিরে এসো সন্ধে নামার আগে... বুধবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই।

বাঙালিরা বন্ধু, বার্তা ওড়িশার

কল্যাণকে পুরীতে আমন্ত্রণ, হলফনামা চাইল হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ জুলাই : আমরা বাঙালি বিদ্বেষী নই, পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তার মামলায় এমনটাই জানাল ওড়িশা সরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের প্রতিবেশী। বাঙালিদের প্রতি কোনও বিদ্বেষমূলক আচরণ করা হয়নি, ওই রাজ্যে কোনও বাঙালি শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানালেন ওড়িশার অ্যাডভোকেট জেনারেল পীতাম্বর আচার্য। বুধবার এই শুনানি চলাকালীন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। কল্যাণকে ওড়িশা যাওয়ার আমন্ত্রণও জানান। পীতাম্বরবাবুর বক্তব্য, 'বাঙালিরা আমাদের বন্ধু, ভাই। তাই এটা নিয়ে কোনও বিতর্ক তৈরি করবেন না। ওড়িশায় প্রচুর বাঙালি রয়েছে। ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বাঙালি।' ফরেনার্স অ্যাক্টের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী, সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য শুধুমাত্র আটক করা হয়েছিল। ওড়িশা সরকারের এই বক্তব্য বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ হলফনামা আকারে জমা দিতে বলেছে।

ওড়িশায় আটকে পড়া শ্রমিকদের চিন্তিত পরিবার। হরিশ্চন্দ্রপুর। ফাইল চিত্র

ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। এমনকি এই ইস্যুতে দিল্লি পর্যন্ত প্রতিবাদের অভিমুখ বেঁধে দিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। আদালতে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে ওড়িশা সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল হাইকোর্ট। এদিন ওড়িশার এজি জানান, বৈদেশিক আইন মেনে তথ্য যাচাই করা হয়েছে। শুধুমাত্র ভারতের নাগরিকত্ব দেখতে আটক করা হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।'

তার পরেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বাগযুদ্ধ শুরু হয় তাঁর। কল্যাণ বলেন, 'বাঙালিদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।' উত্তরে ওড়িশার এজির দাবি, 'আমাদের বিরুদ্ধে এসব বলে বিভ্রান্ত করবেন না।' পালটা কল্যাণের প্রশ্ন, 'তাহলে কতজন তামিল, কতজন গুজরাটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হিসেব দিন।

> বাঙালিরা আমাদের বন্ধু, ভাই। তাই এটা নিয়ে কোনও বিতর্ক তৈরি করবেন না। ওড়িশায় প্রচুর বাঙালি রয়েছে। ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বাঙালি।
>
> **পীতাম্বর আচার্য,**
> এজি, ওড়িশা

হঠাৎ করে কেউ বিদেশি হয়ে গেল? কীসের ভিত্তিতে ওড়িশা সরকারের এই সন্দেহ হল?' এজির মন্তব্য, 'আমি প্রায়ই কলকাতায় যাই। কলকাতা হাইকোর্টেও মামলা সূত্রে যাওয়া হয়। তাই এই ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি করবেন না। আপনি পুরী আসুন, নিমন্ত্রণ রইল।' ওড়িশায় বাঙালিদের আটক, নাকি গ্রেপ্তার তা পরবর্তী শুনানিতে জানাতে হবে। অগাস্টে মামলার পরবর্তী শুনানি।

উচ্চমাধ্যমিক ওএমআরের মডেল প্রকাশ

কলকাতা, ২৩ জুলাই : দোরগোড়ায় উচ্চমাধ্যমিক। তার আগেই ওএমআর শিটের মডেল প্রকাশ করল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা। চলতি বছর থেকেই শুরু সিমেস্টার ব্যবস্থা। দীর্ঘ বছরের নিয়মের বদল হওয়ায় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে রাজ্যের স্কুলগুলিকে। ওএমআর-এর নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, কীভাবে নীল ও কালো কালি ব্যবহার করে পরীক্ষার্থীরা সঠিক উত্তর চিহ্নিত করবেন। তবে নতুন নিয়মে খাপ খেতে বেগ পেতে হচ্ছে পরীক্ষার্থীদেরও। সেই কথা মাথায় রেখে মক টেস্ট ও সচেতনতামূলক ক্লাস পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্কুল প্রধানরা।

অবশ্য গত নভেম্বরে প্রথম সিমেস্টার একই পদ্ধতিতে হওয়ায়

প্রস্তুতি স্কুলগুলির

কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে স্কুলগুলি। প্রধান শিক্ষকদের একাংশের চিন্তা, নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সমস্যা হওয়ায় পাশ করতে পারছেন না বহু পড়ুয়া। আবার কিছু অংশের মত, এমসিকিউ নির্ভর পরীক্ষা হওয়ায় প্রাপ্ত নম্বরের পরিমাণ বাড়বে অনেকটাই। শিলিগুড়ির মুরালিগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম বলেন, 'অগাস্ট মাসেই আমরা পড়ুয়াদের সুবিধার্থে দফায় দফায় মক টেস্টের ব্যবস্থা করব। এছাড়াও কীভাবে পরীক্ষা দেবে ও একবার ভুল হয়ে গেলে কী পদক্ষেপ করবে, সেই বিষয়ে সচেতনতামূলক ক্লাসও করানো হবে।' যাদবপুর বিদ্যাপিঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্যর মত, 'সংসদের বিধি মেনে এবারেও আমরা পরীক্ষার সব তথ্য সম্পর্কে পড়ুয়াদের জানিয়েছি। উত্তরপত্রে নাম না উল্লেখ করা সংসদের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।' ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান রাজা দে'র গলাতেও একই সুর। তিনি বলেন, 'নতুন নিয়মে অসুবিধা থাকায় প্রথম সিমেস্টারে আমাদের স্কুলে ১২৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করতে পারেননি ১৭ জন। যাতে সমস্যার পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য অগাস্টের মধ্যেই আমরা মক টেস্টের ব্যবস্থা রাখছি। তবে এস প্যাটার্নে পরীক্ষার্থীদের বসানোর ধরন কিছুটা পরীক্ষা ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ রাখবে বলেই মনে করছি।'

পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ে শৌচালয়ে যাওয়ার বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সংসদ, তা ভাল পদক্ষেপ হিসাবেই দেখছেন স্কুলের প্রধানরা। তাঁদের মত, এর ফলে টোকাটুকি কিছুটা এড়ানো যাবে।

পুজোয় ভ্রমণে ডিজিটাল অ্যাপ

কলকাতা, ২৩ জুলাই : পুজোর ছুটিতে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা যাঁরা করছেন, তাঁদের কথা মাথায় রেখেই ডিজিটাল অ্যাপ তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পর্যটন দপ্তর। এর ফলে পর্যটকরা শুধু 'রিয়েল টাইম আপডেট' পাবেন তাই নয়, যাত্রাপথ পরিকল্পনা, গন্তব্য ভিত্তিক তথ্য, জরুরি সহায়তা সহ উৎসবকালীন বিশেষ ফিচারও পাবেন এক ক্লিকে। আন্তর্জাতিক মানে রাজ্য পর্যটনকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই পদক্ষেপ করেছে দপ্তর।

'ট্যুরিস্ট ফেসিং মোবাইল অ্যাপ'-এর মাধ্যমে জিপিএস নির্ভর লোকেশন সার্ভিস, খাবারের দোকান, হোটেল, গাড়ি পরিষেবার তালিকা সহ রিয়েল টাইম তথ্য পাওয়া যাবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

এনআরএসে উদ্দাম নৃত্য, বিতর্ক

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ জুলাই : কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভিতর ছাত্র হস্টেলে ডিজে বাজিয়ে উদ্দাম নৃত্য করছেন ছাত্র সংসদের সদস্যরা। এমন ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে। রোগীদের কথা মাথায় রেখে যে কলেজে গাড়ির হর্ন বাজানোও নিষিদ্ধ, সেখানে কী করে গত শনিবার রাতে এমন পার্টি সম্ভব, সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। প্রতিবাদে সরব হয়েছে তৃণমূল সমর্থিত চিকিৎসক সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। তাদের দাবি, এনআরএসের ছাত্র সংসদ ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের সমর্থক। অভয়া কাণ্ডের পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও দাদাগিরি নিয়ে যে ডব্লিউবিজেডিএফ প্রতিবাদ করেছিল, তারাই কীভাবে এমন 'নিন্দনীয়' কাজ করতে পারে, সেই প্রশ্নই উঠেছে।

কলেজ অধ্যক্ষ ইন্দিরা দে জানিয়েছেন, এই ঘটনাকে কর্তৃপক্ষ সমর্থন করছেন না। আরজি কর আবহে পার্টি বিতর্ক নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি। সেই সময় বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ যথাযথ নজরদারি চালানোর আশ্বাস দিলেও সেই সংস্কৃতি এখনও বহাল। ডব্লিউবিজেডিএ-র সম্পাদক সৌমদীপ দত্তের অভিযোগ, 'তিলোত্তমা আন্দোলনের নামে টাকা তুলে এই ধরনের কাজই করছে ডব্লিউবিজেডিএফ।' এর উত্তরে ডব্লিউবিজেডিএফ-এর সদস্য অনিকেত মাহাতো বলেন, 'আমরা এরকম কোনও সংস্কৃতিকে সমর্থন করি না। যাঁরা এই অভিযোগ করছেন, তাঁরা তো নিজেরাই যৌন নির্যাতন, তোলাবাজির অভিযোগে অভিযুক্ত। তাঁদের কাছ থেকে সংস্কৃতি শিখব না।'

'স্যাটারডে নাইট পার্টি' যে মাঠে হওয়ার অভিযোগ উঠেছে, ঠিক তার পাশেই এনআরএসের চেস্ট মেডিসিন ও সাইক্রিয়াটিক বিভাগের পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে। এমনকি ওই মাঠের পাশেই রয়েছে অধ্যক্ষের কার্যালয় ও পুলিশ ফাঁড়ি। ভাইরাল ভিডিওতে পড়ুয়াদের মদের গ্লাস হাতে নাচার দৃশ্যও দেখা গিয়েছে। যদিও 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি। হাসপাতাল চত্বরে পুলিশ ডিজে বক্স বাজাতে কীভাবে অনুমতি দিল, সেই প্রশ্নই তুলেছে চিকিৎসক মহল। ইন্দিরা দে-র আশ্বাস, ঘটনা খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষী... বুধবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই

'এত দুঃসাহস কী করে হয়'

কলকাতা, ২৩ জুলাই : 'তথ্য ও সংস্কৃতি সচিবের এত দুঃসাহস কী করে হয়?', টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় পরিচালক বনাম ফেডারেশনের মামলায় বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

১৬ জুলাই তথ্যসচিবের বৈঠকের সিদ্ধান্ত হাইকোর্টে জানাতে পারেনি রাজ্য। ফেডারেশনকে আলাদা করে ডেকে শুনানি করায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি সিনহা।

বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'নোটিশে রাজ্য জানায় সকলকে একসঙ্গে ডেকে বৈঠক হবে। সেখানে সচিব কী করে একজনকে আলাদাভাবে ডাকেন? এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে। সচিবের বিরুদ্ধে আদালত কিন্তু কড়া পদক্ষেপ করতে বাধ্য হবে। আদালতের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করেছেন সচিব।'

পরিচালকদের কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। তাতেই

সভাপতির সঙ্গে আলাদা বৈঠক

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সমস্ত পক্ষকে ডেকে সমস্যার সমাধান করতে হবে। সকলকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিতে হবে। আদালতের নির্দেশ মেনে রবীন্দ্রসদনে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবের ডাকা বৈঠকে ১১ জন পরিচালক উপস্থিত থাকলেও হাজির ছিলেন না ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। পরে সচিবের সঙ্গে তাঁর আলাদাভাবে কথা হয়।

এই ঘটনাতেই এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি সিনহা মন্তব্য করেন, 'কে তাঁকে আলাদা করে বৈঠক করতে বলেছে? প্রকৃত ন্যায়ের কথা বলা হচ্ছে। সেখানে সচিব এক পক্ষকে আলাদা কী করে ডাকেন? এর নেপথ্যে কিছু কারণ রয়েছে। কিছু তো ঘটছে। সচিবের ভূমিকা অনেক প্রশ্ন তুলছে।'

সচিবের তরফে বরিষ্ঠ আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, 'কিছু আড়াল করতে একজন সিনিয়ার আইনজীবীকে দাঁড় করিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা হচ্ছে। আমি জানি, আমার মুখ খোলাবেন না।' ৩০ জুলাই সমস্ত পক্ষকে নিয়ে বৈঠকের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। ৮ অগাস্ট বৈঠক সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দিতে হবে সচিবকে। দেখা যাক কবে এই ঝামেলা শেষ হয়।

ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে লেনিন মূর্তি থেকে রামলীলা ময়দান পর্যন্ত বামেদের মিছিল।- রাজীব মণ্ডল।

হেনস্তার অভিযোগে পথে বামেরাও

কলকাতা, ২৩ জুলাই : ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্তার ঘটনায় পথে নেমে এবার প্রতিবাদের সুর চড়াল বামেরা। বুধবার ধর্মতলা থেকে মৌলালির রামলীলা ময়দান পর্যন্ত মিছিলে পা মেলায় বামপন্থী দলগুলি। মিছিলে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চট্টোপাধ্যায় সহ বাম নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যে খেটে খাওয়া শ্রমিকদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঘুরপথে এনআরসি চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বাংলা বিদ্বেষী মন্তব্যের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন তাঁরা।

পরিযায়ী বাংলাভাষী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় ইতিমধ্যেই সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসক দল। দিল্লিতেও চলছে তৃণমূলের কর্মসূচি। এদিন এই ইস্যুতে পথে নেমেছে বামেরা। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম মন্তব্য করেন, 'অন্য রাজ্যে যদি এই রাজ্যের মানুষ আক্রান্ত হন তাহলে এখানে বিজেপিকে শান্তিতে থাকতে দেব না। মানুষকে ভাগ করলে হবে না। হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। বাংলায় কথা বললেই অনুপ্রবেশকারী বলছেন তিনি। এটা আরএসএসের হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্থানের নীতির ফল।' রাজ্য সরকারকে তোপ দেগে তাঁর দাবি, 'এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা আক্রান্ত। সেইসব রাজ্যের মুখ্যসচিবকে কেন চিঠি দিচ্ছে না রাজ্য সরকার? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাজনীতি করছেন। তিনি বলছেন, বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। গোটা বিষয়টাই রাজনীতির স্বার্থে।' রাজনৈতিক মহলের মতে, বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আর তা হাতছাড়া করতে চাইছে না বামেরা। বাংলাভাষী বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে তাই আন্দোলন জোরদার করে তুলতে চাইছে তারা। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের শাসক দলকে সুযোগ করে দিতে চাইছে না তারা।

পৃথক দল গড়ার হুমকি হুমায়ুনের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ জুলাই : দলে গুরুত্ব না পেয়ে এবার আলাদা দল গড়ার হুমকি দিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বুধবার হুমায়ুন বলেন, '১৫ অগাস্ট পর্যন্ত দেখব। তারপরও দল যদি কোনও ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে বিকল্প সিদ্ধান্ত নেব।' '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে নতুন দল গড়ার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেননি তিনি।

এদিন বিধানসভার বাইরে হুমায়ুন বলেন, 'বারবার দলের কাছে আর্জি জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমি অনির্দিষ্টকাল চুপ করে থাকতে পারি না। সবকিছুর একটা সীমা আছে। ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত দেখব। দল যদি কোনও পদক্ষেপ না করে তাহলে আমাকে ভাবতে হবে।' দল ও দলের বাইরে রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে বারবার বিতর্কিত মন্তব্যে কখনও শোকজ, কখনও তাঁকে চরম সতর্ক করেছে দল। দলের নির্দেশে সাময়িক মুখ বন্ধ করলেও দলে কার্যত কোণঠাসা হয়েই রয়েছেন হুমায়ুন। এই নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির দিকে সরাসরি আঙুল তুলেছেন হুমায়ুন। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই নিজের গুরুত্ব বাড়াতে এবার দলের বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। হুমায়ুন বলেন, 'আমার লক্ষ্য ৫০-৬০টি বিধানসভা আসন। দল যদি আমাকে নিয়ে না ভাবে, তাহলে আলাদা দল গড়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি।' হুমায়ুনের এই হুমকিকে যদিও পাত্তা দিতে নারাজ তৃণমূল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, 'ওঁর কোনও ক্ষোভ থাকলে তা দলের মধ্যেই বলা উচিত।' তবে আলাদা দল গড়ে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়লেও নির্বাচনের পর সেই তৃণমূলের সঙ্গেই দরকষাকষির রাস্তা এখনই খুলে রাখতে চান তিনি।

হুমায়ুনের মন্তব্যকে কটাক্ষ করে বিজেপির শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'হুমায়ুন বহুবার দল বদলেছেন। উনি কী করতে পারেন আর কী করতে পারেন না সবাই জানে। হতে পারে এটা তৃণমূলেরই কৌশল।'

সিপিএমের কায়দায় কলেজ দখল তৃণমূলের

কলকাতা, ২৩ জুলাই : সিপিএমের কায়দায় কলেজগুলির কবজা নিতে দলের বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বসিয়েছে তৃণমূল। তার ফলেই রাজ্যের সরকারি কলেজগুলিতে একের পর এক ঘটনা ঘটছে। কলেজের অস্থায়ী বিভিন্ন পদে গভর্নিং বডির সভাপতিদের সুপারিশে কাজ পেয়েছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজে অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র দলের বিধায়ক অশোক দেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধায়ক মদন মিত্র, অশোক দেব, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাদিমুল হক একাধিক কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে বছরের পর বছর রয়ে গিয়েছেন। তার ফলেই শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিকরণ চরম আকার নিয়েছে। গত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে, বিভিন্ন কলেজের অস্থায়ী পদে তৃণমূলের কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, বাম আমলে যেভাবে শিক্ষাক্ষেত্রকে কবজায় আনা হয়েছিল, সেই পদ্ধতিই নিয়েছে তৃণমূল।

যদিও কলেজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনওরকম যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিধায়ক মদন মিত্র, অশোক দেব। বজবজের বিধায়ক অশোক দেব বঙ্গবাসী কলেজ, আচার্য গিরীশচন্দ্র বসু কলেজ, বজবজ কলেজ, সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজ ও সরশুনা কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি।

রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শশী পাঁজা আবার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র কলেজ, বাগবাজার ওমেনস কলেজ এবং চিত্তরঞ্জন কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি। রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ এবং গোপালচন্দ্র মেমোরিয়াল কলেজ অফ এডুকেশনের সভাপতি। কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর ওমেনের সভাপতি। উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলানা আজাদ কলেজ এবং জয়পুরিয়া কলেজের সভাপতি।

রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক ক্যালকাটা গার্লস কলেজের গভর্নিং

বিভিন্ন পদে বিধায়ক মন্ত্রীরা

বডির সভাপতি। গত কয়েক বছর ধরেই তাঁরা এই পদে রয়েছেন। গত কয়েক বছরে এই কলেজগুলিতে অস্থায়ী পদে অনেকেই নিয়োগ হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে সেখানেই।

যদিও চন্দ্রিমা ও শশী দাবি করেছেন, 'কলেজের নিয়োগের ক্ষেত্রে আমার কোনও ভূমিকা নেই। কলেজের উন্নয়নের কাজ গভর্নিং বডি করে। নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় কলেজ কর্তৃপক্ষ দেখেন। তাই এই নিয়ে অহেতুক বিতর্ক তৈরি করা হয়েছে।' বজবজের বিধায়ক অশোক দেব বলেন, 'মনোজিৎ মিশ্র আমার পরিচিত ঠিকই। কিন্তু কলেজে নিয়োগে আমার কোনও ভূমিকা ছিল না। আমি সুপারিশও করিনি।'

কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র বলেন, 'আমার সুপারিশে কেউ চাকরি পেয়েছে সেটা প্রমাণ করে দেখান। আমি যে কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি সেখানে আমি কাউকে সুপারিশ করি না। কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। অন্য সাহায্য করি, অন্যায় সাহায্য কাউকে করি না।'

মনোজিৎদের গেট প্যাটার্ন পরীক্ষা

কলকাতা, ২৩ জুলাই : কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র সহ বাকি ধৃতদের বিরুদ্ধে আরও জোরালো তথ্য সংগ্রহ করতে গেট প্যাটার্ন পরীক্ষা করল পুলিশ। অভিযুক্ত মনোজিৎ, প্রমিত মুখোপাধ্যায় ও জইব আহমেদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তার বিশ্লেষণ করা হবে। ঘটনার সিসিটিভির ফুটেজ ও ভিডিও পুলিশের হাতে রয়েছে। ওই পরীক্ষার পর তা ফুটেজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে। বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে সিসিটিভির ছবির সঙ্গে অভিযুক্তদের হাঁটাচলা মিলিয়ে দেখা হবে।

রাজ্যকে কমিশনের চিঠির সমালোচনা অধ্যক্ষের

কলকাতা, ২৩ জুলাই : রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরকে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারমুক্ত করতে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগের কড়া সমালোচনা করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, রাজ্য অর্থ দিলে কমিশনের ওপর তার নিয়ন্ত্রণও থাকা উচিত।

রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন। যদিও এটি একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবেই পরিচালিত হয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে একটি চিঠি পাঠিয়ে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার কথা বলেছে। কমিশনের এই চিঠিতেই বিতর্কের সূত্রপাত। এদিন সেই বিতর্ক উসকে দিয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যের অর্থে তারা পরিপুষ্ট হবে, আর রাজ্য সরকারের তার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, মতামত থাকবে না, এটা হতে পারে না।'

যদিও বিষয়টিকে নিজেই বিতর্কিত বলে মন্তব্য করে অধ্যক্ষ বলেন, 'কমিশনের পাঠানো চিঠিটা আমি দেখিনি। তবে এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, কমিশনের এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়।' অধ্যক্ষ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত মত বলে বিতর্ক এড়াতে চাইলেও বিমানের এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই নিয়ে কিছু বলার থাকলে ওঁদের উচিত সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া। কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। তার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কেন থাকবে?'

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুর চড়ানোর পরই কমিশনের এই চিঠি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কমিশনের এই 'পত্রবোমা' তারই পালটা কৌশল বলে মনে করা হচ্ছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৬৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ শ্রাবণ ১৪৩২

প্রশ্নে বিদেশনীতি

ভারত স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ। বিশ্ব দরবারে ভারতের মানসম্মানে আঘাত লাগলে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত। যারা ভারতের আত্মসম্মানে ঘা দেয়, তাদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব দেখানো উচিত নিঃসন্দেহে। কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনায় আমেরিকার রিপাবলিকান সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম চড়া সুরে ভারতকে হুঁশিয়ারি দিলেও নয়াদিল্লি সংযত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ ওই সেনেটরের হুমকি, ভারতকে রুশ প্রেমের চড়া মাশুল দিতে হবে। ভারতের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেওয়ার কথাও বলেছেন। সম্প্রতি একই সুরে ন্যাটো প্রধান মার্ক রুটে বলেছিলেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারত বাণিজ্য চালিয়ে গেলে নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়তে হবে। ট্রাম্প তো অনেকদিন থেকেই ভারত-রাশিয়া মৈত্রীকে কাঠগড়ায় তুলছেন। তাঁর সুরই শোনা গিয়েছে ন্যাটো প্রধান এবং রিপাবলিকান সেনেটরের কথায়।

ভারত কোন দেশের সঙ্গে ব্যবসা করবে, কোন দেশ থেকে তেল কিনবে, সেই সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই আমেরিকা বা অন্য কোনও দেশ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অথচ মার্কিন প্রেসিডেন্ট, তাঁর দলের সেনেটর এবং ন্যাটো প্রধান যে ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সেটা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্ব বহুদিনের। ভারতের দুর্দিনে বহুবার রাশিয়া পাশে দাঁড়িয়েছে। নয়াদিল্লির মসনদে যে দলের সরকারই থাকুক, মস্কোর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থেকেছে। মোদি জমানা তার ব্যতিক্রম নয়।

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে রাশিয়া পশ্চিমী বিশ্বের রোষানলে পড়লেও নয়াদিল্লি-মস্কো বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি। নরেন্দ্র মোদি ইউক্রেনে গিয়ে জেলেনস্কির সঙ্গে, আবার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারসাম্যের কূটনীতিতে আখেরে ভারত লাভবান হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশের লালচোখকে উপেক্ষা করে রাশিয়া থেকে তেল কিনে আনতে পেরেছে। তাতে চটেছে আমেরিকা।

মুখে মোদির সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বললেও ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারত সম্পর্কে এমন কিছু পদক্ষেপ করেছেন এবং কথা বলেছেন, যা নয়াদিল্লির পক্ষে অস্বস্তিকর। অথচ তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিক্রিয়ার ঝাঁঝ সামান্যই। রিপাবলিকান মার্কিন সেনেটরের ভারতের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিতে নয়াদিল্লির প্রতি অবজ্ঞার দিকটিই ফুটে উঠেছে।

ভারতের উচিত, অবিলম্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেওয়া। কোনও স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের কাজে নাক গলানোর অধিকার কারও নেই। অথচ নরেন্দ্র মোদির সরকার অদ্ভুতভাবে জবুথবু হয়ে আছে। যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ট্রাম্প অন্তত ২৫ বার দাবি করেছেন যে, তিনিই যুদ্ধ থামিয়েছেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর সরকার হোয়াইট হাউসকে পালটা কড়া বার্তা দেয়নি। বিরোধীরা প্রশ্নবিদ্ধ করলেও কেন্দ্র উত্তর দেয়নি।

এতে ভারতের বিদেশনীতির দুর্বলতা ফুটে উঠেছে। মুখে নিজেদের বিশ্বগুরু বলে দাবি করলেও আমেরিকার মুখের ওপর কথা বলার সাহস মোদি সরকার এখনও অর্জন করতে পারেনি। তার খেসারত দিতে হচ্ছে দেশবাসীকে। আমেরিকা ইদানীং এতটাই বেপরোয়া যে, ভারত ও পাকিস্তানকে এক বন্ধনীতে রাখতে দ্বিধা করছে না। ভারত নিজেকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ বলে দাবি করে। কিন্তু পাকিস্তান একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। তা সত্ত্বেও দুটি দেশকে আমেরিকা এক বন্ধনীতে রাখছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতকে ক্রমাগত চোখ রাঙাচ্ছে। যা কখনও কাম্য নয়।

আমেরিকা হোক বা অন্য কোনও দেশ, কারও অঙ্গুলিহেলনে ভারত অতীতে কখনও চলেনি- এই কথাটি ট্রাম্প থেকে লিন্ডসে, সবাইকে সোজাসাপটা ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কেন্দ্রের। যদিও যাবতীয় হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে ভারত জানিয়ে দিয়েছে, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখবে। কিন্তু নয়াদিল্লি যে কারও কথায় প্রভাবিত হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না, সেই কথাটাও দৃঢ়স্বরে ওয়াশিংটনকে জানিয়ে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। বিস্ময় সেখানেই।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

অ্যাড হকের গেরোয় তৃতীয় মোদি সরকার

পদে পদে সিদ্ধান্তহীনতায় ঠোক্কর। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পর্বে আন্তর্জাতিক মহলে ল্যাজেগোবরে দশা ভারতের।

জয়ন্ত চৌধুরী

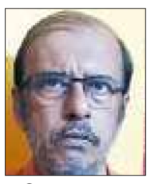

সরকার থেকে দল, সর্বত্র অ্যাড হক ব্যবস্থা কায়েম করে শেষমেশ জরুরি অবস্থা জারি করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। ২১ মাসের জরুরি অবস্থার অবসানের পর ইন্দিরাকে কী দাম দিতে হয়েছিল, তা আজ ইতিহাস। সেই ঘটনাকে পুঁজি করে কংগ্রেসকে বিড়ম্বনায় ফেলতে জরুরি অবস্থার পাঁচ দশক পূর্তির আয়োজন করেছে বিজেপি।

কিন্তু কালের এমনই প্যাঁচানো রসিকতা যে, সেই ইতিহাস যেন গ্রাস করে চলেছে তৃতীয় মোদি সরকারকে। একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়া যাক। একদিকে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত, অন্যদিকে শাসকদলের সাংগঠনিক স্তরে অ্যাড হক ব্যবস্থার দাপট। প্রশাসন চালিত হচ্ছিল তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে। ফলে নীতি নয়, কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরার মর্জিমাফিক চলত দল। সরকারও চালিত হয় একইরকম কৌশলে। দলের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অবশেষটুকু শিকেয়।

স্তাবকবৃন্দের খপ্পরে চলে গিয়েছিল কংগ্রেস। অনিবার্য হয়ে পড়ে শাসকদলে ভাঙন। সরকার ও দলে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ধরে রাখতে বেপরোয়া ইন্দিরাকে জরুরি অবস্থার আশ্রয় নিতে হয়। বিরোধীদের পাশাপাশি দলের বিক্ষুব্ধদের জেলে পুরে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী তাঁর উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তার ক্ষয় রুখতে পারেননি ইন্দিরা। তাঁর বেলাগাম স্বৈরাচার এককাট্টা করে দিয়েছিল অতি দক্ষিণপন্থী থেকে বাম, অতিবাম ইত্যাদি যাবতীয় অকংগ্রেসি শক্তিকে। যার জেরে একাত্তরে 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য' অস্ত গিয়েছিল সাতাত্তরের ভোটে।

এখন একইরকম অ্যাড হক ইজমের গ্রাসে তৃতীয় মোদি সরকার। শুধু সরকার নয়, বিজেপি দলও। দলকে পরিবারতন্ত্র ও ব্যক্তিগত স্তাবকদের খাপে পুরে ইন্দিরা যে চেষ্টা করেছিলেন, তা নরেন্দ্র মোদির পক্ষে কিন্তু সম্ভব নয়। কেননা, বর্তমান শাসকদল কংগ্রেসের মতো খোলা মঞ্চ নয়। বরং নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে গঠিত বিজেপির যার প্রাণভোমরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ।

২০১৪ এবং ২০১৯- দু'দফাতেই একক গরিষ্ঠতা নিয়ে মোদির দল ক্ষমতায় বসে। ২০২৪ সালে অবশ্য লোকসভায় ৪০০ আসনের টার্গেট নিয়ে ২৪০-এ থামতে হয়। নিম্নকক্ষের জাদু সংখ্যা ২৭২ থেকে যা অনেক দূর। সাংসদ সংখ্যার এই দুর্দশা দেখে বিরোধী থেকে সরকারি কর্মী, আমলা- সব মহল তৃতীয় মোদি সরকারের আয়ু নিয়ে সংশয়ে ছিল। মেয়াদের আগেই পড়ে যাবে সরকার- এমন ধারণা তৈরি হচ্ছিল।

শরিক নির্ভরতার কাঁটায় বিদ্ধ মোদি তাই মন্ত্রীসভা গড়ায় মোটের ওপর স্থিতাবস্থা বজায় রাখবেন। বিদেশমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী সবাই অপরিবর্তিত থাকলেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদে সেই অশীতিপর প্রাক্তন আইপিএস অজিত দোভাল। ভারতের লাইফলাইন বলে পরিচিত রেলমন্ত্রকের গুরুভার যাঁর কাঁধে, তিনি একইসঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচারের মতো সংবেদনশীল মন্ত্রকের দায়িত্বে। এখানেই অ্যাড হক ইজম।

এছাড়া তৃতীয় মোদি সরকার ক্রমে আমলাতন্ত্র নির্ভর হয়ে পড়ছে। দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই। ধরা যাক বিদেশনীতি। বাংলাদেশে অচলাবস্থার ঠিক এক বছর হতে চলেছে। কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও পরোক্ষে তার প্রভাব ভারতের অস্থিরতায় ইন্ধন জোগাচ্ছে। ভারতের ঘরোয়া রাজনীতিতে বাংলাদেশ নিয়ে মোদি সরকারের নীতি ধোঁয়াশায় ভরা। শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়া নিয়েও সরকারের নীতি ঠিক কী, তা অস্পষ্ট।

পদে পদে সিদ্ধান্তহীনতায় ঠোক্কর খেয়ে চলেছে তৃতীয় মোদি সরকার। অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী পর্বে আন্তর্জাতিক মহলে বস্তুত ল্যাজেগোবরে অবস্থা ভারতের। বিশ্ব ব্যাংকের পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়া থেকে শুরু করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ভারতের কূটনৈতিক ব্যর্থতা প্রকট। পরিস্থিতি এমনই যে বিরোধীদের দাবিতে সাড়া দিয়ে একদিনের জন্য সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার ঝুঁকি নিতে অক্ষম মোদি।

ভারত-পাক সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ট্রাম্পের একতরফা দাবির মোকাবিলাতেও মোদির সেই অ্যাড হক ব্যবস্থা। কখনও সামরিক কর্তা, কখনও বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র, কখনও বিদেশমন্ত্রী জয় শংকরকে এগিয়ে দিয়ে বিভ্রান্তি চরমে পৌঁছে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির দফায় দফায় বিদেশ সফরের অসাড়তা আর স্রেফ প্রচার দিয়ে ঢাকা যাচ্ছে না।

একইরকম সিদ্ধান্তহীনতা ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কেও। নেহরু-ইন্দিরা-রাজীব জমানা তো বটেই, অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়কার সুস্পষ্ট প্যালেস্তাইন নীতি থেকে মোদির সরে আসা অ্যাড হক নীতির প্রতিফলন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূ-রাজনীতির বিচারে ভারতের ভূমিকাও থমকে রয়েছে সুস্পষ্ট দীর্ঘস্থায়ী বিদেশনীতির বদলে অ্যাড হক ইজমের গেরোয়।

সর্বভারতীয় স্তরে ত্রিভাষা নীতি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু মোদি মন্ত্রীসভার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অমিত শা পর্যন্ত হিন্দিকে বাধ্যতামূলক করার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। উলটে আলটপকা মন্তব্য করে হাসির খোরাক হয়েছেন। ব্যক্তিনির্ভর দলে এসব স্বাভাবিক। কিন্তু বিজেপির মতো ক্যাডারভিত্তিক দলে এখন তাই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যে। দল বা সংগঠনকে উপেক্ষা করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারের লেজুর হতে সমস্যায় পড়ছে বিজেপি। ল্যাজেগোবরে অবস্থা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কার্যকর করার প্রশ্নেও। দ্বিতীয় মোদি সরকারের শুরুতে যে আইন পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে গেল, তার বিধি তৈরিতে প্রায় পাঁচ বছর লেগে গেল। পুরোটাই ফ্লপ। দলের সভাপতি পদ নিয়েও অ্যাড হক নীতি। তৃতীয় মোদি সরকারের আমলে প্রশাসনে ক্ষমতা যত কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তত লঘু হয়েছে বিজেপির ভূমিকা। সরকারের চালিকাশক্তি আটকে গিয়েছে মোদি-শা'র আমলা নির্ভর রাজনৈতিক প্যাঁচপয়জারে।

অন্যদিকে, সপ্তদশ লোকসভার শেষে রেকর্ড সংখ্যক বিরোধী সদস্যকে বহিষ্কারের তথ্য ইন্দিরা জমানার স্বৈর আচরণকে মনে করিয়ে দেয়। তখন একক গরিষ্ঠ ছিল বিজেপি। তাতেই ওই হাল আর এখন বিজেপি শরিক নির্ভর। ফলে অবস্থা আরও কঠিন। ওদিকে আবার বছর শেষে বিহারে ভোট। জেডিইউ ও লোকজনশক্তির (রামবিলাস)- কে কেন্দ্রীয় সরকারে আর কে বিহারে থাকবে, তা আর মোদি-শা'র হাতে নেই। এককগরিষ্ঠতা খুইয়ে মোদিকে জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ কুমার ও এলজেপি নেতা চিরাগ পাসোয়ানকে তোয়াজ করে চলতে হচ্ছে।

বিরোধীদের কাছে সরকারের দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জুটি রাজনৈতিক লড়াই দমনে কেন্দ্রীয় এজেন্সিরাজ তৈরি করেছেন। তাতে প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা, নিরপেক্ষতা। এই প্রশ্নেও দল হিসেবে বিজেপির ভূমিকা গৌণ হয়ে গিয়েছে। মণিপুর নিয়ে দিশাহীন দল ও প্রশাসন।

অ্যাড হক ভিত্তিতে চালাতে গিয়ে সরকার আর শাসকদল আটকে গিয়েছে। যে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নিতে আটকে যাচ্ছে সরকার। প্রাক্তন আমলা হিসেবে জয়শংকর যতই দক্ষ হোন না কেন, বিদেশমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ে ঘরে-বাইরে ক্ষোভ ঘনীভূত। কার্যত মন্ত্রীহীন তথ্য সম্প্রচারের মতো বড় মন্ত্রক। রেল চালিয়েই ক্লান্ত মন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় প্রচার মন্ত্রক দেখার ফুরসত কই আরেক প্রাক্তন আমলা অশ্বিনী বৈষ্ণোর! ফলে ডুবছে দুটোই।

রাজনৈতিক লড়াইকে কেন্দ্রীয় এজেন্সিরাজে পরিণত করে ইতিমধ্যে প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা। তার মধ্যে মন্ত্রীসভার রদবদল আপাতত বন্ধ। এসব বদল করতে গেলে নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি, নতুন টিম তৈরি করতে হবে। যারা ঠিক করবে, কে সরকারে আর কে সংগঠনে অপরিহার্য। অ্যাড হক সভাপতিকে দিয়ে কী সে কাজ হয়।

সভাপতি আর অ্যাড হক রাখলে চলবে না, বুঝিয়ে দিয়েছে নাগপুর। সংঘের শতবর্ষ দোরগোড়ায়। এই সন্ধিক্ষণে কাউকে আপাতত সভাপতির পদে বসিয়ে সরকার ও দল দুটোর রাশ মোদি-শা'র হাতে রাখা ভাগবত আর বরদাস্ত করবে না। ফলে অ্যাড হক ইজমের গেরোয়া আটকে আছে তৃতীয় মোদি সরকার।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৮০

আজকের দিনে প্রয়াত হন মহানায়ক উত্তমকুমার।

১৯৫০

পরিচালক গৌতম ঘোষের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

জুলাই অভ্যুত্থানের একবছর পর আমাদের আয়োজন ছিল সব দলকে নিয়ে অতীতকে স্মরণ করা। সেজন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম যাতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের ঐক্য দৃশ্যমান হত। কিন্তু একবছর যেতে না যেতে পরাজিত শক্তির নানা ষড়যন্ত্রের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

- মুহাম্মদ ইউনূস

ভাইরাল/১

যে কোনও সংস্থার কাছে ক্লায়েন্ট ঈশ্বরতুল্য। সম্প্রতি এক সংস্থার দপ্তরে গিয়েছিলেন এক বিদেশি ক্লায়েন্ট। দপ্তরের কর্মীরা তাঁকে স্বাগত জানালেন 'কিলি কিলি' গানের তালে নেচে, হাততালি দিয়ে। উৎসাহ দিলেন ক্লায়েন্টকে।

ভাইরাল/২

বদায়ুন থানায় ঢুকে পড়ে একটি ষাঁড়। সিঁড়ি বেয়ে সটান তিনতলায় উঠেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে। দড়ি বেঁধে, শিং ধরে তাকে নামাতে কালঘাম ছোটে পুলিশকর্মীদের। কিন্তু কীভাবে ওখানে গেল ষাঁড়টি, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধন্দ।

জনমন
জনমত

'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ' রূপায়ণে কড়াকড়ি প্রয়োজন

সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ নিয়ে রাজ্য পুলিশ যে যথেষ্ট সচেতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের প্রাণরক্ষায় একাধিক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সবাইকে সচেতন করার পরেও কিছু মানুষ ইচ্ছে করেই হেলমেট ব্যবহার করছেন না। ফলে প্রতিনিয়ত ঘটছে বাইক দুর্ঘটনা, মৃত্যু হচ্ছে হেলমেটবিহীন বাইকচালকের।

আমার বাড়ি জাতীয় সড়কের ধারে হওয়ায় প্রতিনিয়ত লক্ষ করি, কিছু কমবয়সি ছেলে, বাইকে একসঙ্গে চার থেকে পাঁচজনকে নিয়ে তীব্রগতিতে হেলমেটবিহীনভাবে বিভিন্ন কৌশল দেখাতে দেখাতে চলাচল করে। ফলে যে কোনও সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। পথচলতি মানুষ বিকট শব্দ ও গতি দেখে ভয়ে ভয়ে পথ চলেন।

আমার অভিমত, এখন শহরের বিভিন্ন মোড়ে একাধিক সিভিক পুলিশকে যান নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়। সিভিকের সহায়তায় ওই সব বেপরোয়া বাইকচালককে ধরে যদি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাদের অভিভাবকদের ডেকে মুচলেকা নিয়ে সতর্ক করা হয় এবং পুলিশ প্রশাসন যুক্ত সহ সব বাইক আরোহীকে হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে হয়তো দুর্ঘটনায় মৃত্যু কিছুটা হলেও এড়ানো যেতে পারে।

আমরা অনেক সময় দেখি, ট্রাফিক চেকিং চলার সময় কিছু মানুষকে জরিমানা না করেই ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। ফলে সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ ব্যর্থ হয়। আইন সবার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হতে হবে, হোক সে পুলিশে কর্মরত কিংবা প্রভাবশালী। তবেই সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ সার্থক হবে।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি
যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।
–ঃ ঠিকানা ঃ–
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১
ই–মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৩৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

চিনের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে উত্তরের আশঙ্কা

ইয়ালুং সাংপোর ওপর চিন বিশ্বের অন্যতম বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করছে। এতে উত্তরবঙ্গে আশঙ্কার চোরাস্রোত।

সৈকত দেবনাথ

উন্নয়নের আড়ালে আশঙ্কার চোরাস্রোত। সম্প্রতি তিব্বতের বুক চিরে শুরু হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ইয়ালুং সাংপো নদীর ওপর তৈরি হচ্ছে চিনের এই 'সুপার ড্যাম'। ভারতের অরুণাচলপ্রদেশ সীমান্তের কাছে এই ১৬৭.৮ বিলিয়ন ডলার মূল্যের প্রকল্প বার্ষিক ৩০০ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হচ্ছে, যা চিনের থ্রি গর্জেস ড্যামকেও ছাড়িয়ে যাবে। প্রকল্পের কৌশলগত গুরুত্ব বোঝাতে চিনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং নিজে উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। তবে চিন এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে এই প্রকল্পের নাম ঘোষণা করেনি। গোটা বিষয়টি সংবাদ শিরোনামে একবার আসার পরই এ নিয়ে ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু হয়েছে।

আর অন্যদিকে এ খবর শোনার পরেই অসম, অরুণাচলপ্রদেশ, এমনকি উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের মানুষের মনে নতুন করে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। ব্রহ্মপুত্র শুধু নদী নয়- এ অঞ্চলের কৃষি, জীববৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির জীবনরেখা। প্রসঙ্গত, ইয়ালুং সাংপো ভারতে ঢোকার পর থেকেই ব্রহ্মপুত্র নামে বয়ে চলে। চিন যদি ইচ্ছেমতো এই নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, তা হলে শুষ্ক মরশুমে অসম ও উত্তরবঙ্গে জলের টানাটানি দেখা দিতে পারে। আবার বর্ষায় বেশি জল ছেড়ে দিলে বাড়তে পারে তীব্র বন্যার প্রকোপ।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের আশঙ্কা, জলপ্রবাহ কমলে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীগুলোর জলের পরিমাণ কমে যাবে, যা সেচ, চা বাগান

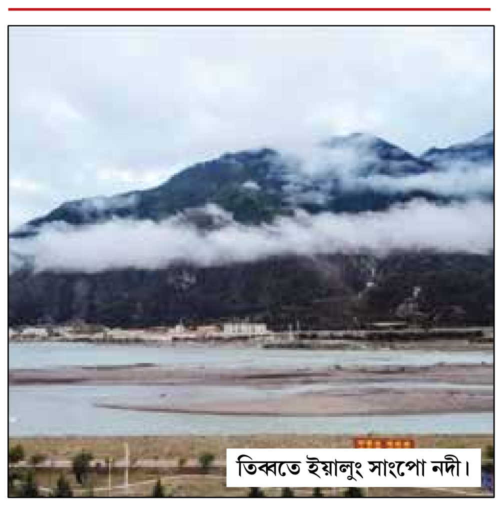

তিব্বতে ইয়ালুং সাংপো নদী।

ও মাছ চাষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আবার, বর্ষায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়ংকর হতে পারে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের বন্যাপ্রবণ এলাকায়। আরও বড় চিন্তা পরিবেশগত দিক থেকে। নদীর স্বাভাবিক গতি ও পলি চলাচল ব্যাহত হলে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের মতো সংরক্ষিত এলাকার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জলাভূমি ও চা বাগানের জীববৈচিত্র্যও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া হিমালয়ের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে এত বড় বাঁধের অবস্থানে এলাকা আরও ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক স্তরে নিয়মিত আলোচনা চলছে। পাশাপাশি অরুণাচলে ভারতের নিজস্ব জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও তৈরি হচ্ছে, যাতে আকস্মিক জলপ্রবাহ পরিবর্তনের ক্ষতি কিছুটা সামলানো যায়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সম্প্রতি বলেছেন, 'ব্রহ্মপুত্র এত বড় নদী যে, একটিমাত্র উৎসের উপর নির্ভর করে না; ভুটান, অরুণাচল ও উত্তরবঙ্গের বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঝরনাও নদীর জলের জোগান দেয়।' এটা স্পষ্ট যে, নদীতে পর্যাপ্ত জলপ্রবাহ, দেশের মধ্যে স্বচ্ছ তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা ছাড়া কোটি কোটি মানুষের জীবন, উত্তরবঙ্গের কৃষি ও অর্থনীতি- সবই অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। এখনই প্রয়োজন আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবণ্টন চুক্তি, বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা ও আস্থা তৈরি। কারণ, ব্রহ্মপুত্র শুধু জল নয়, এই অঞ্চলের মানুষের আশা, জীবন-জীবিকা আর সংস্কৃতির প্রতীক। আশা করি, সরকার সময়মতো সমস্ত ব্যবস্থা নেবে। আর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে আমাদেরও এতটা চিন্তা করতে হবে না।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২০০

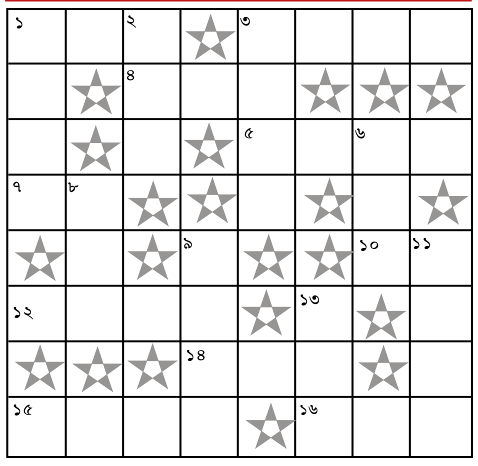

পাশাপাশি : ১। কাতরোক্তি মিনতি ৩। গূঢ় অভিপ্রায় ৪। অপলক দৃষ্টি, চোখের পলক ৫। মিহি ও নরম সুতিবস্ত্র ৭। জিরানো, বিশ্রাম করা ১০। শ্রেণি, সারি, সমূহ ১২। চেঁচিয়ে ডাকাডাকি, বচসা ১৪। শ্রীকৃষ্ণ ১৫। গৃহস্থালি, সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম, গৃহিণীপনা ১৬। মুরগিজাতীয় পাখিবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। কূটকৌশল, প্রবঞ্চনা, চালাকি ২। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ ৩। মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু ৬। কাঁসার তৈরি করতালজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৮। শ্রীরাধা ৯। খোনাসুরে কান্না, মায়াকান্না, কৃত্রিম কান্না ১১। যার তত্ত্বাবধানে বা হেপাজতে কিছু রাখা হয় ১৩। বাদ্যকর হিন্দুজাতিবিশেষ।

সমাধান ■ ৪১৯৯

পাশাপাশি : ২। শত্রুপক্ষ ৫। সেরেফ ৬। চকমকানি ৮। নক্র ৯। মল ১১। চতুরশীতি ১৩। তাড়কা ১৪। বালুসাই।

উপর-নীচ : ১। ডিসেম্বর ২। শফ ৩। পরক ৪। পারানি ৬। চক্র ৭। মঞ্জুল ৮। নগর ৯। মতি ১০। কালাকাল ১১। চন্দ্রক ১২। শীতালু ১৩। তাই।

বিন্দুবিসর্গ

আগামী সপ্তাহে সংসদে ‘সিঁদুর’ আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : বিরোধীদের দাবি মেনে অবশেষে পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সংসদে আলোচনায় রাজি হল কেন্দ্রীয় সরকার। তাতে উপস্থিত থাকতে পারেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। ঠিক হয়েছে, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে লোকসভায় সোমবার এবং রাজ্যসভায় মঙ্গলবার আলোচনা শুরু হবে। দুই কক্ষেই ১৬ ঘণ্টা করে সময় বরাদ্দ করা হয়েছে আলোচনার জন্য।

বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই লাগাতার অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে পরপর চারবার স্থগিত হয়ে গিয়েছিল রাজ্যসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক। অবশেষে বুধবার দুপুর ১২.৩০টায় ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ-এর নেতৃত্বে বৈঠক সম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন, কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ, আপের সঞ্জয় সিং এবং ডিএমকের তিরুচি শিবা।

তৃণমূলের প্রশ্ন, ‘আলোচনা আগামী সপ্তাহে কেন? এই সপ্তাহেই এখনও প্রায় ৫৬ ঘণ্টা সময় বাকি রয়েছে, কাল (বৃহস্পতিবার) সকালেই কেন শুরু হচ্ছে না?’ সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বর্তমানে বিদেশ সফরে, তাই আলোচনা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যুক্তিকে মানতে নারাজ বিরোধীরা। বৈঠকে বিরোধীরা অভিযোগ তোলেন, তাঁদের দেওয়া নোটিশগুলি একের পর এক গ্রহণ করা হচ্ছে না।

সংসদের বাদল অধিবেশনের আকাশে কালো মেঘ কাটার কোনও লক্ষণ নেই। টানা তিনদিন লোকসভা ও রাজ্যসভা, দুই কক্ষেই কার্যত অচল রইল বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভে। দিনের শুরুতেই ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা হাতে কালো ব্যাজ পরে মকরদ্বারের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এসআইআরের প্রতিবাদে। বুধবার তৃণমূল রাজ্যসভার ২৬৭ ধারায় জরুরি আলোচনার নোটিশ দেয় ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারের প্রসঙ্গে।

অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে শুধুমাত্র বাংলা বলার ‘অপরাধে’ অনেককে হেনস্তা করা হচ্ছে। কিন্তু সরকার এই নোটিশ খারিজ করে দেয়। এরপরেই সংসদের ভিতরে ও বাইরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল সাংসদরা। রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদে আমাদের নোটিশ খারিজ করা যায়, কিন্তু মানুষের আন্দোলনকে আটকানো যায় না।’

চিনাদের জন্য ফের ভিসা চালু

নয়াদিল্লি ও বেজিং, ২৩ জুলাই : গালওয়ান সংঘর্ষের পাঁচ বছর পর বরফ গলল। ভারত চিনা নাগরিকদের জন্য পুনরায় চালু করল পর্যটন ভিসা। ভিসা প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে। আগামীকাল থেকেই চিনের মানুষ ভারতে আসার জন্য পর্যটন ভিসার আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে চিনের বেজিং, সাংহাই ও গুয়াংঝাউয়ের ভিসা কেন্দ্রগুলি থেকে। ভারতীয় দূতাবাস থেকে বলা হয়েছে।

এর আগে চলতি বছরের মার্চ থেকে ভারতীয়দের পর্যটক ভিসা দেওয়া শুরু করেছে চিন। এবার ভারতের তরফেও একই উদ্যোগ নেওয়া হল। ভারতের তরফে চিনা নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে চিনের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে উন্নত করতে চিন প্রস্তুত।

ভক্তের কাঁধে চড়ে মহাদেবের বেশে
বুধবার নয়াদিল্লিতে।

এসআইআর নিয়ে উত্তেজনা সংসদে

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ২৩ জুলাই : বিহারে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘিরে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে সংসদে। গত দু-দিনের মতো বুধবারও সংসদ চত্বরে এসআইআর ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। অপরদিকে এই ইস্যুতে সরগরম বিহার বিধানসভাও। আরজেডি, কংগ্রেস বিধায়করা কালো পোশাক পরে এদিন বিধানসভার বাইরে স্লোগান দেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন বুধবার জানিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ মৃত ভোটারকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ২৮ লক্ষ ভোটার পাকাপাকিভাবে ভোটার তালিকায় নিজেদের নথিভুক্ত ঠিকানা থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। ৭ লক্ষ ভোটারের নাম একাধিক ঠিকানায় নথিভুক্ত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ১ লক্ষ ভোটারের কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ১৫ লক্ষ ভোটার ফর্ম নিলেও তা ফেরত আসেনি। অর্থাৎ সবমিলিয়ে সংখ্যাটা প্রায় ৭১ লক্ষের মতো।

১ অগাস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘ওরা মহারাষ্ট্র বিধানসভা ভোটে প্রতারণা করেছিল। আমরা নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা দেখাতে বলেছিলাম। ওরা করেনি। আমরা ভিডিও রেকর্ড দেখাতে বলেছিলাম। কিন্তু ভিডিও সংক্রান্ত নিয়ম বদলে ফেলা হয়েছে।’

রাহুলের তোপ, ‘কর্ণাটকে আমরা বিরাট চুরি ধরে ফেলেছিলাম। কীভাবে চুরি হয়েছে সেটা আমি কমিশনকে সাদা-কালোয় দেখিয়ে দেব। আমরা যে ওদের খেলা ধরে ফেলেছি সেটা ওরা বুঝতে পেরেছে। তাই ওরা ভোটারদের নাম বাদ দিয়েছে এবং নতুন ভোটার তালিকা আনা হচ্ছে।’ মঙ্গলবারই কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল, এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিহারের ৫২ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে। তাঁদের মধ্যে ১৮ লক্ষ মৃত ভোটার, ২৬ লক্ষ ভোটার অন্য ঠিকানায় চলে গিয়েছেন, ৭ লক্ষ ভোটারের নাম দুটি স্থানে নথিভুক্ত রয়েছে।

ভারতের নিশানায় পাক-আইএমএফ

নিউ ইয়র্ক, ২৩ জুলাই : সন্ত্রাসবাদ আর ধর্মান্ধতার জোড়া চাদরে মুখ ঢেকেছে গোটা পাকিস্তান। এর জেরে একদিকে যেমন দেশটির অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্রে শিকড় গেড়েছে মৌলবাদ। আর টাকার জোগান দিয়ে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হওয়ায় পরোক্ষ মদত জোগাচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। মঙ্গলবার এই যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রসংঘে সরব হলেন ভারতের প্রতিনিধি পর্বতনেনি হরিশ।

পহলগামে জঙ্গি হামলার জবাবে ভারতের অপারেশন সিঁদুর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বা কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়নি বলে দাবি করেছেন তিনি। হরিশ বলেন, ‘ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের অর্থনীতি ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। বিপরীতে পাকিস্তান হল এমন একটি দেশ যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধর্মান্ধতা এবং সন্ত্রাসবাদ বাসা বেঁধে রয়েছে। আইএমএফের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে টিকে রয়েছে পাকিস্তান।’ তিনি বলেন, ‘আমরা এখন বিশ্ব শান্তি এবং নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছি। সবাইকে বুঝতে হবে যে এজন্য কিছু মৌলিক নীতি মেনে চলা দরকার। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা। পাকিস্তান যার সঙ্গে খাপ খায় না।’ সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানকে চড়া দাম দিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার প্রতিনিধি

সন্ত্রাসে অর্থায়ন

ডরোথি ক্যামেলি বলেছিলেন, ‘মাত্র ৩ মাসের মধ্যে আমাদের প্রেসিডেন্ট ইজরায়েল-ইরান, কঙ্গো-রোয়ান্ডা এবং ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধে সাফল্য পেয়েছেন।’ পত্রপাঠ সেই দাবি খারিজ করে হরিশ বলেন, ‘সংঘর্ষ বন্ধের জন্য পাকিস্তানের তরফে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এক্ষেত্রে কোনও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা ছিল না। ভারতের জবাবি হামলার পর সংঘাত বন্ধের জন্য পাকিস্তান ভারতকে অনুরোধ করেছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনা হামলা বন্ধ করে।’

নমোকে ট্রাম্প খোঁচা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ফের নিজের মহিমা গাইলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নিয়ে গত ৭৩ দিনের ভিতর ২৫ বার তিনি কৃতিত্ব দাবি করলেন। অথচ আগের মতোই এবারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মৌন থাকায় তাঁকে খোঁচা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির। বুধবার তিনি বলেন, ‘ট্রাম্প ২৫ বার বলেছেন উনি সংঘর্ষ বিরতি করিয়েছেন। ট্রাম্প সংঘর্ষ বিরতি করানোর কে? এটা তো ওঁর কাজ নয়। কিন্তু একটিবারের জন্যও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ব্যাপারে মুখ খোলেননি। এটা সত্যি। উনি এর থেকে পালাতে পারবেন না।’ তাঁর সাফ কথা, ‘প্রধানমন্ত্রী কীভাবে বিবৃতি দেবেন? উনি কি বলবেন- ট্রাম্পই সংঘর্ষ বিরতি করিয়েছেন? উনি সেটা বলতে পারবেন না। কিন্তু এটাই সত্য। গোটা বিশ্ব এটা জানে।’

তাঁর কথায়, ‘একদিকে আপনারা বলছেন, অপারেশন সিঁদুর এখনও চলছে, আবার অন্যদিকে আপনারাই দাবি করছেন, বিজয় এসেছে। হয় এটা চলছে নয়তো মিটে গিয়েছে। ট্রাম্প বলছেন, তিনি নাকি সিঁদুর থামিয়ে দিয়েছেন। কুছ তো ডাল মে কালা হ্যায়।’ ঢাকঢোল পিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রের সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানো হলেও বিশ্বের কোনও দেশ কূটনৈতিকভাবে ভারতের পাশে দাঁড়ায়নি বলেও অভিযোগ করেন রাহুল গান্ধি।

ভুল দেহ ফেরত, স্থগিত সৎকার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের শনাক্ত করার ক্ষেত্রে যে ফাঁকফোকর থাকছে সেটা দুর্ঘটনার সময়ই সামনে এসেছিল। একাধিক পরিবারের তরফেই ভুল মৃতদেহের অংশ ফেরত দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছিল। এবার সেই অভিযোগ উঠল বিলেত থেকে। তাও আবার যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্রিটেন সফরে পাড়ি দিয়েছেন। দুই ব্রিটিশ নাগরিকের ভুল মৃতদেহ ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে ওই দুজন নাগরিকের পরিবার মৃতদেহের সৎকার স্থগিত রেখেছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে আলোড়ন পড়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে। এর জেরে নড়েচড়ে বসেছে ভারত। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথা হচ্ছে। শীঘ্রই এর সমাধান করা হবে। এআই ১৭১ দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় যে ২৬০ জন মারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ৫২ জন ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন।

উপরাষ্ট্রপতিদের ‘জুলাই গেরো’

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : জুলাই গেরো থেকে বেরোতেই পারছেন না ভারতের উপরাষ্ট্রপতিরা। সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই আচমকা ইস্তফা দিয়ে সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন জগদীপ ধনকর। তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়েছেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে, এর আগে একাধিকবার জুলাই মাসে ভারতের একাধিক প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি বিভিন্ন কারণে পদত্যাগ করেছিলেন। প্রথমবার ১৯৬৯ সালে। সেই বছর ৩ মে ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হুসেন হঠাৎ প্রয়াত হন। তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি ২০ জুলাই পদত্যাগ করেন এবং নির্বাচনের মুখোমুখি হন। ভোটে জিতে তিনিই হয়েছিলেন ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি। এর ঠিক ১৮ বছর পর ১৯৮৭ সালের জুলাইয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন আর বেঙ্কটরামন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন শংকরদয়াল শর্মা।

১৯৮৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পাঁচ বছর পর ১৯৯২ সালের জুলাইয়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়ান তিনি এবং জয়ীও হন। শংকরদয়াল শর্মার উত্তরসূরি কেআর নারায়ণন ১৯৯৭ সালের ২৪ জুলাই ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। নারায়ণনের উত্তরসূরি কৃষণকান্ত ২০০২ সালের ২৭ জুলাই পদে থাকাকালীন মারা যান। তিনিই ছিলেন প্রথম উপরাষ্ট্রপতি, দায়িত্বে থাকাকালীন যাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ভারতের একাদশ উপরাষ্ট্রপতি ভৈঁরো সিং শেখাওয়াত ২০০৭ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর ২১ জুলাই পদত্যাগ করেছিলেন।

নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু কমিশনের

উপরাষ্ট্রপতি পদে পদ্ম শিবিরে বহু নাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : জগদীপ ধনকর ইস্তফা দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। বুধবার এক বিবৃতিতে কমিশন জানিয়েছে, ‘প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর, যত দ্রুত সম্ভব উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করা হবে।’ মঙ্গলবারই ধনকরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি ইস্তফা দিলেও তার নেপথ্যে কোনও চাপ কাজ করেছে কি না তা নিয়ে জল্পনা চরমে।

বিরোধীদের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর চাপেই সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন ধনকর। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, ‘প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর কেন পদত্যাগ করলেন? এর নেপথ্যে রহস্যটা কী? আমাদের মনে হয়, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।’ অপরদিকে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘জগদীপ ধনকরকে চাপ দিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই কাজ করেছেন।’ এর সঙ্গেই তাঁর ইঙ্গিত, ‘রাজনাথ সিং নাকি কোণঠাসা, তাঁকে নাকি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হবে। এমনটাও শোনা যাচ্ছে।’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ধনকরের ইস্তফার ঘোষণার পরই নির্বাচন কমিশন তাঁর উত্তরসূরি খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। বুধবার কমিশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সংবিধানের

বাছাইয়ে জট

- প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেন ও মালদ্বীপ সফর সেরে ফেরার পরই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে
- শাসক শিবিরের তরফে প্রার্থী নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি
- বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কর্পূরি ঠাকুরের ছেলে এবং অনগ্রসর (নাপিত) সম্প্রদায়ের সদস্য কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুরের নাম উত্তরসূরি হিসেবে ভাসছে

৩২৪ নম্বর ধারায় উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করানোর দায়িত্ব রয়েছে ইসিআইয়ের। প্রাক-নির্বাচনি প্রস্তুতি সারা হয়ে গেলেই আনুষ্ঠানিকভাবে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হবে। তবে নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি শুরু করে দিলেও শাসক শিবিরের তরফে কাকে প্রার্থী করা হবে তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেন ও মালদ্বীপ সফর সেরে ফেরার পরই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে।

তবে যেহেতু সামনেই বিহারে বিধানসভা ভোট, তাই মগধভূমের আবেগকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কাজে লাগানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিজেপির বদলে উপরাষ্ট্রপতি পদটি এবার জেডিইউয়ের হাতে ছাড়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ধনকরের উত্তরসূরি হিসেবে যে নামগুলি ভাসছে তাঁদের মধ্যে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারপার্সন হরিবংশ নারায়ণ সিংয়ের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুরের নামও রয়েছে। রামনাথ ঠাকুরের অন্য পরিচয় হল, তিনি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কর্পূরি ঠাকুরের ছেলে এবং অনগ্রসর (নাপিত) সম্প্রদায়ের সদস্য। কেন্দ্র চাইছে, সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি বাছাই করতে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট এনক্লেভের সরকারি বাসভবন দ্রুত খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ধনকরকে। প্রায় ১৫ মাস ধরে বসবাসের পর ধনকরকে এবার ছাড়তে হবে উপরাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন। সূত্রের খবর, সোমবার রাত থেকেই বাড়ি খালি করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছেন ধনকর।

অখিলেশকে তোপ বিজেপির

দিল্লি মসজিদে রাজনৈতিক বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : স্ত্রীকে নিয়ে মসজিদে গিয়ে নাকি রাজনৈতিক বৈঠক করেছেন সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব। এমনটাই অভিযোগ বিজেপির। অখিলেশের স্ত্রী ডিম্পল যাদবের পোশাক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির। অখিলেশ ও ডিম্পল যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিলেও বিজেপি যে বিতর্ক উসকে দিতে মরিয়া সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

সম্প্রতি দিল্লিতে সংসদ ভবনের কাছে একটি মসজিদে গিয়েছিলেন অখিলেশ। সঙ্গে ছিলেন ডিম্পল সহ সপা নেতারা। ভাইরাল ছবিতে মসজিদের ভিতরে বসে অখিলেশকে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে। বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি জামাল সিদ্দিকীর অভিযোগ, ‘সংসদ ভবনের সামনে অবস্থিত মসজিদে গিয়েছিলেন অখিলেশ যাদব। মসজিদের ইমাম নাদিভ সপা সাংসদ। মসজিদের ভিতরে রাজনৈতিক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এটা খুবই নিন্দনীয় ঘটনা।’ যে পোশাক পরে ডিম্পল যাদব মসজিদে ঢুকেছিলেন তা নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন সিদ্দিকী। ডিম্পলের মাথায় ওড়না না থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

বিজেপির সংখ্যালঘু নেতার বক্তব্য, ‘এটি মসজিদের ভিতরের আচরণবিধির পরিপন্থী এবং গোটা বিশ্বের ইসলামি অনুভূতিতে আঘাত করেছে।’ ২৫ জুলাই ওই মসজিদে পালটা সভা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সিদ্দিকীর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে অখিলেশ বলেন, ‘ধর্ম মানুষকে একজোট রাখে। কিন্তু বিজেপি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। ওরা ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করেছে।’ ডিম্পল যাদবের বক্তব্য, ‘মসজিদে কোনও রাজনৈতিক সভা হয়নি। মসজিদের ইমাম তথা সপা সাংসদ নাদভির আমন্ত্রণে আমরা ওখানে গিয়েছিলাম। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলি থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘোরাতেই বিজেপি মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে।’

দিল্লির মসজিদে অখিলেশ-ডিম্পল যাদব। এই ছবি ঘিরে বিতর্ক।

> ধর্ম মানুষকে একজোট রাখে। কিন্তু বিজেপি মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়। ওরা ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত করেছে।
>
> **অখিলেশ যাদব**

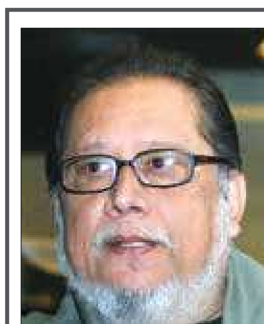

প্রয়াত মণিপুরি নাট্যকার

ইম্ফল, ২৩ জুলাই : আচমকাই ইন্দ্রপতন। প্রয়াত মণিপুরি নাট্যকার রতন থিয়াম। বুধবার ভোরে ইম্ফলে জীবনাবসান হয়েছে ‘থিয়েটার অফ রুটস’ বিপ্লবের অন্যতম এই রূপকারের। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যধারার সঙ্গে সমকালীন ভাবনার মিশেল ঘটিয়ে রতন থিয়াম মঞ্চে এনেছিলেন নতুন দিশা। তাঁর নাটক ‘চক্রব্যূহ’ আর ‘ঋতুসংহারম’-এ মণিপুরি শিল্পরীতি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছিল।

১৯৮৯ সালে ‘পদ্মশ্রী’ সম্মান পান রতন। তিনি সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরবর্তীতে জাতীয় নাট্য বিদ্যালয়ের (ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা) চেয়ারম্যান হিসাবেও কাজ করেছেন।

মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং শোকবার্তায় লিখেছেন, ‘রতন থিয়াম শুধুমাত্র থিয়েটারের নয়, মণিপুরের আত্মার গল্প বলেছেন তাঁর কাজের মাধ্যমে। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় থিয়েটার এক অনন্য গুরুকে হারাল।’

আওয়ামী জুজু দেখিয়ে টিকে থাকার প্রয়াস

ঢাকা, ২৩ জুলাই : স্কুলে ভেঙে পড়ছে যুদ্ধবিমান, বেআব্রু চিকিৎসা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর, পড়ুয়াদের বিক্ষোভে উত্তাল রাজপথ, জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ, ঘেরাও উপদেষ্টা থেকে প্রেস সচিব। ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েছে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন। দিন যত গড়াচ্ছে ততই যেন নড়বড়ে হচ্ছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। অবস্থা সামাল দিতে ফের পুরোনো অস্ত্রে শান দিলেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস।

দু'দফায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক সেরে ফের আওয়ামী লিগের বিরুদ্ধেই তোপ দাগলেন তিনি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কার্যত শেখ হাসিনার দলকেই দায়ী করলেন। তাঁর সুরে সুর মিলিয়েছেন আওয়ামী বিরোধী দলগুলির নেতৃবৃন্দ। মঙ্গলবার রাতে বিএনপি, এনসিপি, জামায়াতে ইসলামি ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন ইউনূস। বুধবার দুপুরে আরও ১৩টি দলের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দ্বিতীয় বৈঠকে হাজির ছিলেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের

দু'দফায় ১৭ দলের সঙ্গে বৈঠক ইউনূসের

রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার ঢাকায়।

নেতা সৈয়দ হাসিবউদ্দিন হোসেন, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, এবি পার্টির মজিবুর রহমান মঞ্জু, গণঅধিকার পরিষদের নুরুল হক নূর, এলডিপির রেদোয়ান আহমেদ, খেলাফত মজলিসের আহমদ আবদুল কাদের, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক, সিপিবির রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণফোরামের মিজানুর রহমানের মতো নেতারা। সেই বৈঠকের পরেই নাম না করে আওয়ামী লিগকে নিশানা করেন ইউনূস।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানের এক বছরে আমাদের আয়োজন ছিল সব রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে নিয়ে অতীতকে স্মরণ করা, সেজন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম। এতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে ঐক্যটা দৃশ্যমান হত। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতে পরাজিত শক্তির নানা ষড়যন্ত্রের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘মতপার্থক্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যকে আরও দৃশ্যমান করা দরকার। তা না হলে তারা এটাকে সুযোগ মনে করছে।’ আগামী দিনে আওয়ামী লিগের ওপর যে আরও তীব্র দমনপীড়ন নামতে চলেছে এদিন সরকারের তরফে সেই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকা সফররত পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন রাজা নাকভি। পুলিশ প্রশিক্ষণ, ভিসা, রোহিঙ্গা, সাইবার অপরাধ দমন, বাণিজ্য বৃদ্ধির বিষয়ে সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারে একমত হয়েছে দু-পক্ষ।

গাজিয়াবাদে গ্রেপ্তার কাল্পনিক দেশের ‘রাষ্ট্রদূত’

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : এরকমও হয়! চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে আস্ত দূতাবাস। রয়েছেন রাষ্ট্রদূত। দূতাবাসের সামনে বিদেশি রাষ্ট্রের স্টিকার সাঁটা কূটনৈতিক নম্বরপ্লেট লাগানো নামীদামি গাড়ির বহর। খালি চোখে আর পাঁচটা দূতাবাসের সঙ্গে তফাত নেই। কিন্তু পুরোটাই ভুয়ো। বুধবার উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে এমনই এক ভুয়ো দূতাবাসের খোঁজ পেয়েছে রাজ্য পুলিশের এটিএস। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দূতাবাসের ‘রাষ্ট্রদূত’ হর্ষবর্ধন জৈনকে। জানা গিয়েছে, ওয়েস্টার্কটিকা নামে একটি মাইক্রোনেশন (ক্ষুদ্র রাষ্ট্র)-এর নামে ভাড়া করা বাংলোয় চলছিল ভুয়ো দূতাবাস। সেই দেশের সাম্মানিক রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতেন হর্ষবর্ধন জৈন।

কূটনীতিক হিসাবে নিজের ওজন বোঝাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে ‘মর্ফড’ ছবি প্রকাশ করতেন তিনি। সেই সব ছবির মধ্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম আজাদের সঙ্গেও জৈনের একটি ছবি পাওয়া

ভুয়ো দূতাবাসের খোঁজ

গিয়েছে। সেটিও ভুয়ো। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ওয়েস্টার্কটিকা ছাড়াও সাবোরগা, পুলিভিয়া, লোডোনিয়ার মতো স্বঘোষিত মাইক্রোনেশনের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিজের পরিচয় দিতেন জৈন।

গাজিয়াবাদের ওই তথাকথিত দূতাবাস থেকে গাড়ির ভুয়ো কূটনৈতিক নম্বরপ্লেট, ভুয়ো প্যানকার্ড, সিল, স্বঘোষিত দেশগুলির ভুয়ো পাসপোর্ট, ভুয়ো পরিচয়পত্র এবং কয়েকশো ভুয়ো নথি উদ্ধার হয়েছে। মিলেছে ৪৪.৭ লক্ষ নগদ। গোয়েন্দাদের সন্দেহ, দূতাবাসের আড়ালে একটি বড়সড়ো চক্র সক্রিয় ছিল। হাওয়ালা মারফত চলত অবৈধ অর্থের লেনদেন। বিদেশে মানব পাচারের সঙ্গে চক্রটির যোগাযোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিতর্কিত ধর্মগুরু চন্দ্রস্বামী এবং অস্ত্র ব্যবসায়ী আদনান খাশোগির সঙ্গেও হর্ষবর্ধন জৈনের সম্পর্কের প্রমাণ মিলেছে। ২০১১ সালে একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জৈন। তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ স্যাটেলাইট ফোন রাখার অভিযোগ উঠেছিল। সেই বার অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

জীবনবিজ্ঞানের মডেল প্রশ্নপত্র

অগাস্টের প্রথম সপ্তাহেই নবম শ্রেণির ছাত্রদের দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন। তোমরা পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে নাও। প্রশ্ন কাঠামো এবং নম্বর বিভাজনের উপর ভিত্তি করে তোমাদের সুবিধার্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়া হল।

শিল্পী দাস, *শিক্ষক*
শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠ, শিলিগুড়ি

ক) সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো।

১.১) সালোকসংশ্লেষে যে খাদ্য তৈরি করে সেটি হল-
প্রোটিন জাতীয়/ ভিটামিন জাতীয়/ শর্করা জাতীয়/ ফ্যাট জাতীয়।

১.২) কোন উদ্ভিদের পাতার পত্ররন্ধ্র নিবেশিত?
করবি/বট/ধান/ ফণীমনসা।

১.৩) হৃৎপিণ্ডের স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণকে বলে -
সিস্টোল/ অসমোসিস/ পেরিস্ট্যালসিস/ ডায়াস্টোল।

১.৪) একটি আংশিক মৃতজীবী হল-
আম/ রাবার /পাইন/ বট।

১.৫) মানবদেহে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়-
বৃক্কে/যকৃতে/ পাকস্থলীতে/ ফুসফুসে।

১.৬) হাঁপানি উপশমকারী উপক্ষার হল-
রেসারপিন/ ডাটুরিন /নিকোটিন / ক্যাফিন।

খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির নির্দেশমতো উত্তর দাও।

২.১) সালোকসংশ্লেষে সক্ষম একটি ব্যাকটিরিয়ার উদাহরণ দাও।

২.২) CSF -এর পুরো নাম কী?

২.৩) বিসদৃশ শব্দটি লেখো---
গদ, ডাটুরিন, তরুক্ষীর, রজন।

২.৪) নীচের সম্পর্কযুক্ত শব্দজোড়া দেওয়া আছে, জোড়াটির সম্পর্ক বুঝে দ্বিতীয় জোড়াটির শূন্যস্থান পূরণ করো-
রক্ত তঞ্চন : অণুচক্রিকা : : শ্বাসবায়ু পরিবহণ :__________।

শূন্যস্থান পূরণ করো...

২.৫) সূর্যালোকের _____ কণা শোষণ করে ক্লোরোফিল সক্রিয় হয়।

২.৬) 'A' গ্রুপের ব্যক্তির রক্তে ______অ্যাগ্লুটিনিন থাকে।

নবম শ্রেণি
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করো---

২.৭) শ্বসন একপ্রকার জারণমূলক অপচিতি বিপাক প্রক্রিয়া।

২.৮) মলকে রেচন পদার্থ বলা হয়।

গ) দু'-এক বাক্যে উত্তর দাও।

৩.১) অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি নিঃসৃত একটি ফ্যাট ভঙ্গক ও একটি শর্করা ভঙ্গক উৎসেচকের নাম লেখো।

৩.২) রজন ও তরুক্ষীরের একটি করে অর্থকরী গুরুত্ব লেখো।

৩.৩) মানুষের দন্ত সংকেত লেখো।

৩.৪) ফোটোলাইসিস সমীকরণ সহ ব্যাখ্যা করো।

৩.৫) রক্তের যে কোনও দুটি কণিকার নাম লেখো এবং একটি করে কাজ উল্লেখ করো।

৩.৬) উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একটি স্বল্পমাত্রিক এবং একটি অতিমাত্রিক খনিজ মৌলের উদাহরণ দাও।

উত্তর

১.১) শর্করা জাতীয়
১.২) ফণীমনসা
১.৩) ডায়াস্টোল
১.৪) পাইন
১.৫) যকৃতে
১.৬) ডাটুরিন।
২.১) সায়ানো ব্যাকটিরিয়া।
২.২) সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড।
২.৩) ডাটুরিন।
২.৪) লোহিত রক্তকণিকা। (হিমোগ্লোবিন)
২.৫) ফোটন কণা।
২.৬) বিটা- অ্যাগ্লুটিনিন।
২.৭) সত্য।
২.৮) মিথ্যা।
৩.১) ফ্যাট ভক্ষক - লাইপেজ
শর্করা ভক্ষক - মলটেজ।
৩.২) রজন- বার্নিশ করতে কাজে লাগে। তরুক্ষীর- বাণিজ্যিক রাবার প্রস্তুত করা হয়।
৩.৩) I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3.
৩.৪) সূর্যের ফোটন কণা গ্রহণ করে ক্লোরোফিল সক্রিয় হয় এবং জলের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটায়, এই বিক্রিয়াকে ফোটোলাইসিস বলে।
$H_2O = H^+ + OH^-$
৩.৫) শ্বেত রক্তকণিকা - রোগ জীবাণু ধ্বংস করে।
অণুচক্রিকা - রক্ত তঞ্চন বা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।
৩.৬) স্বল্পমাত্রিক- বোরন (B), অতিমাত্রিক -ম্যাঙ্গানিজ(Mg)

রুশোর শিক্ষা দর্শন

অমরজিৎ সিংহ রায়
টিচার ইনচার্জ, বড়ম গোকুলপুর জুনিয়ার হাইস্কুল
দক্ষিণ দিনাজপুর

রুশো (১৭১২-১৭৭৮) প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃতিবাদী দার্শনিক। তিনি শিক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর শিক্ষানীতিকে 'প্রকৃতিবাদী শিক্ষা' বলা হয়। প্রকৃতিবাদ হল শিক্ষার্থীর ইচ্ছাশক্তির স্বাভাবিক প্রকাশ। প্রকৃতিবাদ অনুসারে শিশুর শিক্ষালাভের আসল ক্ষেত্র হল প্রকৃতি।

রুশো প্রকৃতি শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। ১. মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি ও শিক্ষা, ২. জীবনতত্ত্বমূলক প্রকৃতি ও শিক্ষা, ৩. জাগতিক প্রকৃতি ও শিক্ষা। তিনি তাঁর প্রকৃতিবাদে শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ রুশোর মতে শিক্ষার উৎস তিনটি : প্রকৃতি, মানুষ এবং বস্তু জগৎ। শিক্ষার এই তিনটি উৎসের মধ্যে যদি পূর্ণ সমন্বয় না ঘটে তবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। ব্যক্তির শিক্ষায় এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে যদি ঘটে তবেই সে সত্যিকারের শিক্ষা লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি নেতিবাচক শিক্ষা এবং প্রাকৃতিক ফলাফলভিত্তিক শিক্ষার ধারণা দেন। রুশোর নেতিবাচক শিক্ষা অনুসারে শিশুকে কোনও কিছু শেখাবার চেষ্টা না করে সার্বিক স্বাধীনতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে দিতে হবে। শিক্ষাদানের চেষ্টা করা মানে শিশুকে কৃত্রিম আচরণ করতে বাধ্য করা। রুশো একদিকে যেমন নেতিবাচক শিক্ষার কথা বলেছেন, অন্যদিকে তিনি ইতিবাচক শিক্ষার কথাও বলেছেন। ইতিবাচক শিক্ষা বলতে তিনি এমন শিক্ষাকে বুঝিয়েছেন যা অপরিণত মনকে পরিণত হতে এবং শিশুকে তার কর্তব্য পালনে নির্দেশনা দেয়, যা বাস্তবে মানুষের কাজ।

রুশো ১২ বছরের নীচে শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকতে বলেন। এই সময় শিশু প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেবে। তার দৈহিক, মানসিক বিকাশ ঘটাবে। উন্মুক্ত চিন্তা করতে শিখবে। শিক্ষা হবে শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বিকাশসাধন। রুশো শিক্ষার্থীদের আত্ম-অনুসন্ধান ও আত্ম-শিক্ষণে উৎসাহিত করতেন। তিনি মনে করতেন, শিশুরা নিজেরাই তাদের আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিখতে পারে। শিক্ষা চিন্তা সম্পর্কে তাঁর প্রামাণ্য বই হল 'এমিল'। যেখানে নির্ভীকভাবে তিনি তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে ব্যক্ত করেছেন-এমিল নামে এক কাল্পনিক বালকের শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে।

সর্বোপরি বলা যায়, রুশোর শিক্ষা চিন্তা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। রুশোকে আধুনিক শিক্ষা সহ শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক বলা হয়ে থাকে। বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে রুশোর সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষা ব্যবস্থার ধারণা প্রদান করেন। যেটি শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু মুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

মনে রেখো :-

● রুশো চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কথা প্রথম ঘোষণা করেন।

● রুশোর শিক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতিকে বর্তমানে 'আবিষ্কার পদ্ধতি' বলা হয়।

● রুশোর শিক্ষা দর্শনের মূল সূত্রটি তাঁর বিখ্যাত এমিল গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে।

● যে শিক্ষায় শিশুকে বয়স্কদের মতো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করা হয়, তাকেই তিনি বলেছেন 'ইতিবাচক শিক্ষা'।

● 'নেতিবাচক শিক্ষা' বলতে তিনি শিক্ষার অভাবকে বোঝাতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন গতানুগতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন।

● গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক, সামাজিক বা বৃত্তিমূলক কোনও শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশ, যে বিকাশের মাধ্যমে সে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হবে।

● রুশোকে আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক বলা হয়।

● জ্যাঁ-জাক রুশো সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান

নিজে করো

১) রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ কোনটি?
ক) রিপাবলিক
খ) এমিল
গ) দি প্রিন্স
ঘ) অল থিংকস ব্রাইট অ্যান্ড বিউটিফুল
উত্তর : খ) এমিল

২) রুশো কোন ধরনের শিক্ষার কথা বলেছেন?
ক) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা
খ) শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা
গ) বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষা
ঘ) মুখস্তনির্ভর শিক্ষা
উত্তর : ক) শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা

৩) রুশোর শিক্ষাদর্শন কোন বিষয়টির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে?
ক) পুঁথিগত বিদ্যার উপর
খ) প্রকৃতির উপর
গ) শিক্ষকের উপর
ঘ) সমাজের উপর
উত্তর : খ) প্রকৃতির উপর

৪) রুশোর মতে, শিশুর শিক্ষার প্রধান উপকরণ হল-
(a) প্রকৃতি
(b) বিদ্যালয়
(c) শিক্ষক
(d) সহপাঠী।
উত্তর : (a) প্রকৃতি

৫) রুশোর মতে, শৈশবকালে শিশুর শিক্ষার মূল সূত্র হল-
(a) জ্ঞানার্জন
(b) শৃঙ্খলা
(c) আত্মবিকাশ
(d) অবাধ স্বাধীনতা
উত্তর : (d) অবাধ স্বাধীনতা

ডিজিটাল যুগেও বই পড়ার বিকল্প নেই

সঞ্জিতকুমার সাহা
ডিভিশনাল ম্যানেজার
কালিম্পং ফরেস্ট কর্পোরেশন ডিভিশন

জ্ঞানের উৎস বই :

পড়াশোনা কি শুধু ছাত্র অবস্থার জন্য জরুরি? না, কখনোই না। এপিজে আবদুল কালাম বলতেন, বড় বা মহান হতে হলে, প্রথমে একটি মহান লক্ষ্য স্থির করতে হবে। স্বপ্ন দেখতে হবে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ধৈর্য রাখতে হবে এবং সারাজীবন ধরে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে। এই জ্ঞান কোথা থেকে আসবে? পঠনপাঠনের মাধ্যমে। শুধু পঠন নয়, সঙ্গে পাঠনও জরুরি। কারণ আমরা বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে শিখেছিলাম, বিদ্যা এমন একটি ধন, যা অন্যকে দিলে বাড়ে। এই কারণে, রাজা কেবলমাত্র 'স্বদেশে পূজ্যতে', কিন্তু বিদ্যান ব্যক্তি 'সর্বত্র পূজ্যতে'। এই পঠনপাঠনের সব থেকে চিরাচরিত মাধ্যম হল পুস্তক বা বই। কিন্তু বর্তমানে, এখন আমরা ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক যুগে বসবাস করছি। তাই আমাদের জীবনজীবিকাও ডিজিটাল গতিতে ছুটছে।

ডিজিটাল বই বনাম মুদ্রিত বই :

বর্তমান যুগে মলাটে আবদ্ধ, কাগজে মুদ্রিত বই পড়ার সময় ও সদিচ্ছা দুটোই আমাদের কমেছে। এখন ইলেক্ট্রনিক বই, পিডিএফ বই, অডিও বইয়ের মাধ্যমে বই শোনা এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি প্রাধান্য পেয়েছে। ডিজিটাল যুগে এই সকল মাধ্যমগুলি সহজলভ্য। ইন্টারনেটের মাধ্যমে, নিজের মোবাইল বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকেই এই সব বই খুঁজে ডাউনলোড করে পড়ে ফেলা যায়। ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করে রাখা যায় এবং অনায়াসে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে অন্যকে দেওয়া যায়। ছোটবেলায় অনেককে বলতে শুনেছি, বই একবার ঘরের বাইরে গেলে আর ফিরে আসে না। কিন্তু ডিজিটাল বই হারানোর কোনও ভয় নেই। অর্থাৎ, সুবিধা অনেক। তবে বলব, এই সকল ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান হয়তো সংগ্রহ হচ্ছে, কিন্তু বই পড়া যখন শখ, বই যখন বন্ধু, জগৎকে দেখা এবং উপলব্ধি করার দরজা তখন কিন্তু মলাটে আবদ্ধ, কাগজে মুদ্রিত বইয়ের বিকল্প হিসাবে ডিজিটাল বই পড়া হল দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো অবস্থা।

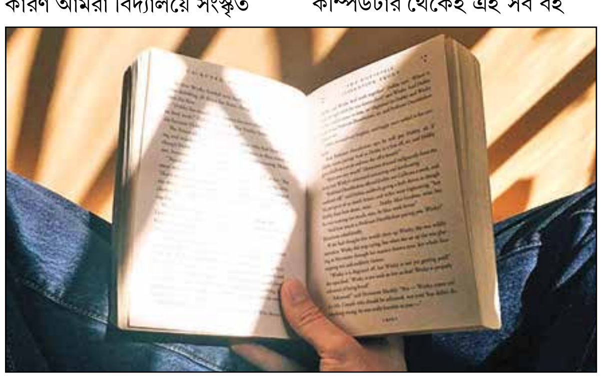

মলাটে আবদ্ধ, কাগজে মুদ্রিত বইকে স্পর্শ করা যায়। সরাসরি স্পর্শের মাধ্যমে কোনওকিছুকে উপলব্ধি করা, আর কেবলমাত্র দেখা বা শোনার মাধ্যমে কোনও কিছুকে উপলব্ধি করার মূল পার্থক্য অনেক।

মুদ্রিত বই যখন বন্ধু :

মলাটে আবদ্ধ, কাগজে মুদ্রিত বইকে স্পর্শ করা যায়। সরাসরি, স্পর্শের মাধ্যমে কোনওকিছুকে উপলব্ধি করা, আর কেবলমাত্র দেখা বা কেবলমাত্র শোনার মাধ্যমে কোনওকিছুকে উপলব্ধি করার মূল পার্থক্য অনেক। আমরা দৈনন্দিন জীবনযাপনের অঙ্গ হিসাবে মলাটে আবদ্ধ, কাগজে মুদ্রিত বই পড়তে থাকি। কিছু অংশ পড়ার পর অন্য কাজে ব্যস্ত হই এবং পরের দিন আবার পড়ি এবং একটা সময় বইটি পড়া শেষ করি। আমরা যারা প্রতিদিন বই পড়ি তারা জানি, রাত্রে বই না পড়লে অনেকের ঘুম আসে না। এইভাবে বই পড়া অভ্যাসে পরিণত হয়। আমরা ভাবতে শুরু করি, বই পড়া আমাদের উন্নতির পাথেয় হয় এবং এইভাবে আমাদের অজান্তেই বই আমাদের নিকট বন্ধুতে পরিণত হয়।

অভ্যাস করি বই পড়ার :

পরিশেষে বলব, যে মাধ্যমেই সম্ভব হোক শুধুমাত্র একটি দিন হিসাবে নয়, ১৯ জুন - জাতীয় পঠন দিবস, ২০২৫-এর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে, আমরা বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে পারি একটি শুভসূচনার মাধ্যমে।

উচ্চশিক্ষা ও জীবিকায় ভূগোলের গুরুত্ব

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানবসভ্যতার বিভিন্ন চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্রে নানাবিধ বৈচিত্র্যের সমাহার যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি এই চাহিদা পূরণে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে পাঠক্রমের পরিবর্তনের পাশাপাশি নতুন বিষয় এবং কোর্স চালু হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যুগে নতুন বিষয়গুলি কাজের ক্ষেত্রে যেমন নতুন সুযোগ নিয়ে আসছে তেমন পিছিয়ে নেই গতানুগতিক বিষয়গুলিও। ভূগোল বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কোর্স এবং ভবিষ্যতে 'কাজের দুনিয়ায়' সুযোগসুবিধা সম্পর্কে আজকের আলোচনা।

ডঃ অরিন্দম বসাক
সহযোগী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মানবসভ্যতায় ভূগোলের গুরুত্ব আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়ের পথে আমরা সবাই ভূগোলের পাঠক্রমের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। আবার পাশাপাশি চাকরির প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন পরীক্ষায় ভূগোল বিষয়ে প্রতিযোগীর জ্ঞান গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করা হয়। আজ আমরা জানব, ভূগোল বিষয়ে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে কেরিয়ারের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে।

সার্ভেয়ার

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা:

সার্ভেয়াররা বিভিন্ন এলাকার বৈশিষ্ট্যগুলি সঠিকভাবে অনুসন্ধানের জন্য চার্ট, অঙ্কন এবং মানচিত্র তৈরি করেন। এইসব চার্ট, মানচিত্র প্রতিনিয়ত অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের জরিপ ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিক দায়িত্ব :

জরিপকারীরা গাণিতিক পর্যবেক্ষণ এবং ফিল্ড অবজার্ভেশনের মাধ্যমে পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বিভিন্ন বস্তু বা অবয়ব সম্পর্কে ধারণা দেন। এঁরা সাধারণত জমির প্লট এবং অন্যান্য ধরনের সম্পত্তির উপর জরিপ পরিচালনা করেন। বিভিন্ন পুরোনো জমির নথি অনেক সময় সঠিক কি না তার জন্য সার্ভেয়াররা কাজ করে থাকেন।

সেরা কয়েকটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র :

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সার্ভেয়িং অ্যান্ড ম্যাপিং (IISM), হায়দরাবাদ। সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (SOI)। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন।

বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্র:

সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (SOI), ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের স্টেট সার্ভে বিভাগ, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা।

কার্টোগ্রাফার

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা :

জিআইএস দক্ষতা, স্থানিক তথ্য বিশ্লেষণ এবং উন্নত মানচিত্রকারক নকশার সমন্বয় করে সুনির্দিষ্ট, দৃশ্যত আকর্ষণীয় মানচিত্র এবং ভূ-স্থানিক সমাধান তৈরি করা। একজন কার্টোগ্রাফারের যুগোপযোগী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য সুনির্দিষ্ট, উদ্ভাবনী মানচিত্র তৈরির জন্য বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা থাকা প্রয়োজন।

প্রাথমিক দায়িত্ব :

কার্টোগ্রাফাররা স্থানিক তথ্য তুলে ধরার জন্য মানচিত্র তৈরিতে বিশেষজ্ঞ। তাঁরা ভৌগোলিক তথ্য এবং নির্দিষ্ট মানচিত্রকারক সরঞ্জাম ব্যবহার করে নির্দিষ্ট এলাকা, জনসংখ্যা বা থিম প্রতিফলিত করে এমন মানচিত্র তৈরি করেন। চিরাচরিত মানচিত্র তৈরির পাশাপাশি, আজ মানচিত্রকাররা ডিজিটাল মানচিত্র, 3D মানচিত্র এবং অন্যান্য ভূ-স্থানিক তথ্য উপস্থাপনার উপরও কাজ করেন। তাঁরা নগর পরিকল্পনাবিদ, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্য পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করতে পারেন যাঁদের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যের প্রয়োজন।

সেরা কয়েকটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র :

UPES কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডিজ [COES], দেরাদুন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি [IIT], মুম্বই। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি [IIT], কানপুর। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেন্সিং [IIRS], দেরাদুন।

বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্র :

সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (SOI), দেরাদুন। NATMO, বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক ম্যাপিং-এর সংস্থা।

জলবায়ুবিদ বা আবহাওয়াবিদ

কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা :

জলবায়ুবিদদের দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার ধরন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক ও স্থানীয় পরিবেশের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

জলবায়ুবিদদের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ব্যবহারের দক্ষতা, আবহাওয়ার চার্ট ব্যবহারের দক্ষতা, জটিল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা থাকতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে অতি অবশ্যই মানচিত্র, চিত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে জানতে হবে।

প্রাথমিক দায়িত্ব :

একজন আবহাওয়াবিদ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যয়ন করেন এবং আবহাওয়ার ধরন বিশ্লেষণ করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এগুলি পরিবেশ এবং মানবজীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা কাজ করে থাকেন।

সেরা কয়েকটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র :

সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফিয়ারিক সায়েন্সেস (CAS), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, দিল্লি। সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ট্রেনিং ইন আর্থ সিস্টেম সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্লাইমেট (CAT ESSC)। আর্যভট্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ অবজার্ভেশনাল সায়েন্সেস, উত্তরাখণ্ড। সেন্ট পিটার্স ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তামিলনাড়ু। কোচিন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি, কোচিন, কেরল।

বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্র :

ন্যাশনাল এরোস্পেস ল্যাবরেটরি, INCOIS হায়দরাবাদ। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (IMD), কাউন্সিল ফর সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ।

(চলবে)

এক জেলা হাসপাতাল, দুই সমস্যা

জল থইথই। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের দুই আউটডোরে যাওয়ার রাস্তার দশা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ভাঙা রাস্তা, জমা জল

আউটডোরে যেতে ‘যুদ্ধ’ রোগীদের

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : ‘হাসপাতালে এসে রোগ সারানোর বদলে যদি পা ফসকে পড়ে যাই, তাহলে কী হবে?’ কথাটা বলতে বলতে জল ঠেলে এগোচ্ছিলেন কালচিনির কল্পনা রায়। তাঁর স্বামীর হাঁটুতে সমস্যা, দেখাতে এসেছেন অর্থোপেডিক বিভাগে। কিন্তু হাঁটুর সমস্যা থেকেও তাঁর কাছে এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মূল ভবন থেকে নবনির্মিত বহির্বিভাগ ভবনে পৌঁছানোটাই।

গত ১৭ জুলাই থেকে জেলা হাসপাতালের সার্জিক্যাল, অর্থোপেডিক ও ফিজিওথেরাপি বিভাগের আউটডোর বিভাগগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে নতুন একটি বিল্ডিংয়ে। সেই ভবন হাসপাতালের দ্বিতীয় গেট সংলগ্ন। প্রতিদিন গড়ে ৩০০-৪০০ রোগী সেখানে আসছেন ডাক্তার দেখাতে। কিন্তু সমস্যা হল, সেই ভবনে যাওয়ার রাস্তাটি কার্যত চলাচলের অযোগ্য। জায়গায় জায়গায় বড় গর্ত, তার মধ্যে জল জমে থাকছে দিনের পর দিন। আর সেই রাস্তা দিয়েই চলছে টোটো, বাইক, অটো। ফলে কখনও যানজট, কখনও জলকাদা- সব মিলিয়ে ভোগান্তির চূড়ান্ত।

বক্সার বাসিন্দা শ্যামল সিংহ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন সার্জিক্যাল বিভাগে। তাঁর সমস্যা তো কল্পনাদের থেকে আরও বেশি। হতাশ হয়ে বললেন, ‘হুইলচেয়ারে চাপিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে আসছিলাম। দু’বার কাদায় চাকা আটকে গেল। একবার তো প্রায় উলটে যাচ্ছিলাম। এই রাস্তাটা দিয়ে একজন বৃদ্ধ রোগী কীভাবে যাবে, ভাবতেই ভয় লাগে।’

ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে সোনাপুরের বাসিন্দা গৃহবধূ বিমলা রায়কেও। বললেন, ‘সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে যে রোগীর ভিড় হয়, তাতে টোটো-অটো-বাইক সব মিলে যানজট লেগেই থাকে। সেই ভিড়ে দাঁড়িয়ে জলকাদা ঠেলে ডাক্তার দেখানো একেবারে যুদ্ধের মতো!’

সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলও। তাঁর কথায়, ‘নতুন বহির্বিভাগ ভবনের নির্মাণকাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। প্রতিদিন বড় বড় ট্রাক, ডাম্পার আসছে নির্মাণসামগ্রী নিয়ে। ভারী গাড়ি চলাচলের ফলে রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। তবে ভবনের কাজ শেষ হলেই রাস্তা পাকা করে দেওয়া হবে। আমরা আশা করছি, চলতি বছরের শেষের মধ্যেই নির্মাণ এবং রাস্তা মেরামতের কাজ শেষ হবে।’

তাহলে ততদিন ধরে রোগীদের এই ভোগান্তি চলবে? এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে অনেকের মনে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রতিদিন এতজন রোগী যাতায়াত করছেন। রাস্তাটুকুও যদি সংস্কার করা না হয় তাহলে রোগীদের আরও বিপদে পড়তে হতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা এবং রোগীদের অনেকেই বলছেন, সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হয় পরেই হোক। আপাতত অস্থায়ী ব্যবস্থা করাই জরুরি। আলিপুরদুয়ার শহরের এক বাসিন্দা তাপস ভট্টাচার্যের আশঙ্কা, এই রাস্তা যেন নতুন কোনও দুর্ঘটনার কারণ না হয়ে ওঠে। শহরের সঞ্জয় দে’র কথায়, ‘অন্তত কিছু খোয়া পাথর, বালি বা ইট ফেলে অস্থায়ীভাবে গর্ত ভরাট করলেই সমস্যা অনেকটা কমবে। প্রতিদিন এত মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না।’

বাড়ছে উদ্বেগ

- জেলা হাসপাতালের সার্জিক্যাল, অর্থোপেডিক ও ফিজিওথেরাপি বিভাগের আউটডোরগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে
- সেই ভবন হাসপাতালের দ্বিতীয় গেট সংলগ্ন
- প্রতিদিন গড়ে ৩০০-৪০০ রোগী সেখানে আসছেন ডাক্তার দেখাতে
- সেই ভবনে যাওয়ার রাস্তাটি কার্যত চলাচলের অযোগ্য
- জায়গায় জায়গায় বড় গর্ত, তার মধ্যে জল জমে থাকছে
- সেই রাস্তা দিয়েই চলছে টোটো, বাইক, অটো
- কখনও যানজট, কখনও জলকাদা- সব মিলিয়ে ভোগান্তির চূড়ান্ত

“ভবনের কাজ শেষ হলেই রাস্তা পাকা করে দেওয়া হবে। আমরা আশা করছি, চলতি বছরের শেষের মধ্যেই নির্মাণ এবং রাস্তা মেরামতের কাজ শেষ হবে।

ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল সুপার

আবর্জনা সাফাইয়ে ব্যর্থ পুরসভা

দুর্গন্ধে দমবন্ধ, হাঁসফাঁস দশা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : ‘এটা কি হাসপাতাল? কেন কেউ এগুলো পরিষ্কার করে না?’ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের একদম কাছে জমে থাকা আবর্জনা দেখিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তাকর্মীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা করলেন এক মহিলা। নিরাপত্তাকর্মী নিরুত্তর। ‘সরকারি হাসপাতাল বলেই হয়তো কারও নজরই নেই।’ বাধ্য হয়ে নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিলেন সেই মহিলা।

পারোকাটা থেকে হাসপাতালে ভর্তি ভাইঝিকে দেখতে এসেছিলেন মণিমালা সরকার। মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের পাশে জমে থাকা আবর্জনার গন্ধে বমি চলে আসে তাঁর। তাই এভাবেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। আশপাশে অনেকেই তখন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। ওই ইউনিটের ঢোকার মুখেই আবার দেখা গেল নোংরা জল জমে রয়েছে। তাতে ভেসে বেড়াচ্ছে গজ, গ্লাভস।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের আবর্জনার এই সমস্যা যেন কিছুতেই মিটছে না। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকছে আবর্জনা। অথচ আলিপুরদুয়ার পুরসভার তরফ থেকে তো জানানো হয়েছিল যে হাসপাতালের আবর্জনা প্রতিদিন সরিয়ে নেওয়া হবে। ঘটা করে সেই ঘোষণার পর ছয় মাস কাটতে না কাটতেই ওই পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রতিদিনের আবর্জনা এখন আর মোটেই প্রতিদিন নিচ্ছে না পুরসভা।

কেন? পুরসভা কর্তৃপক্ষ এজন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর এই বিষয়ে বলেন, ‘হাসপাতালের প্রতিদিনের আবর্জনা প্রতিদিনই নেওয়ার কথা। তবে হাসপাতাল থেকে সাধারণ আবর্জনা ও বায়ো ওয়েস্ট একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। সেজন্যই সমস্যা হয়। এইভাবে আবজর্না মিশিয়ে দিলে তো নেওয়া মুশকিল। বায়ো ওয়েস্ট তো আলাদা সংস্থার নেওয়ার কথা। ওগুলো আমরা নিই না।’

প্রসেনজিতের কথায় সায় দিয়ে জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, ‘এই সমস্যা কীভাবে মেটানো যায় দেখা হচ্ছে। হাসপাতালের আধিকারিকদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করব। সব আবর্জনা একসঙ্গে যে মেলানো যাবে না সেটা আগেই বলা ছিল।’

এদিকে হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা ছড়িয়ে থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে আসা রোগী ও রোগীর পরিবার থেকে শুরু করে হাসপাতালের কর্মীদের। জেলা হাসপাতালের শিশু বিভাগের আউটডোরের পাশেই কয়েকটি বড় ডাস্টবিন রাখা হয়েছে। সেখানে হাসপাতালের আবর্জনা এনে জমা করা হয়। সেখান থেকে আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার কথা পুরসভার। হাসপাতালের কর্মীরা বলছেন, প্রায় দু’মাস ধরে এইভাবে আবর্জনা জমিয়ে রাখা হচ্ছে। এতে সমস্যা বাড়ছে। অভিযোগ, সেখানে বায়ো ওয়েস্ট নয়, সাধারণ আবর্জনা রাখা হলেও পুরসভা ঠিক করে কাজ করছে না।

বুধবার শিশু বিভাগে বাচ্চাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন মেন্দাবাড়ির বাসিন্দা অমিত নার্জিনারি। বললেন, ‘জেলা হাসপাতালের এই অবস্থা সত্যিই হতাশ করে। প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কি এগুলো নজরে আসে না? হাসপাতালে এলে মনে হয়ে দমবন্ধ হয় যাবে।’

মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিটের পাশে জমা জলে ভাসছে গ্লাভস। (নীচে) শিশুদের আউটডোরের পাশে রাখা ডাস্টবিন।

“হাসপাতালের প্রতিদিনের আবর্জনা প্রতিদিনই নেওয়ার কথা। তবে হাসপাতাল থেকে সাধারণ আবর্জনা ও বায়ো ওয়েস্ট একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। সেজন্যই সমস্যা হয়। এইভাবে আবজর্না মিশিয়ে দিলে তো নেওয়া মুশকিল। বায়ো ওয়েস্ট তো আলাদা সংস্থার নেওয়ার কথা। ওগুলো আমরা নিই না।

প্রসেনজিৎ কর *চেয়ারম্যান আলিপুরদুয়ার পুরসভা*

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

■ **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

এ পজিটিভ	-	৫
বি পজিটিভ	-	৩০
ও পজিটিভ	-	১৫
এবি পজিটিভ	-	৪
এ নেগেটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

■ **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	১
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

■ **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

পথনাটিকা

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : রক্তদানে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না, নিরাপদ হয় রক্ত সঞ্চারণ- এসব বিষয় নিয়ে মানুষকে নাটকের মাধ্যমে রক্তদানে উৎসাহ দিতে বুধবার পথনাটিকার আয়োজন করে ‘মানবিক মুখ’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। পথনাটিকাটি করা হয় আলিপুরদুয়ার শহর ও জংশন এলাকায়। আগামী ২৭ জুলাই এই সংস্থার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদানে উৎসাহ দিতেই এই আয়োজন। এই পথনাটিকার নাম মানবিকতা। নির্দেশনায় অনির্বাণ আইচ। দিয়া রায়, সায়ন্তী দাস, জয়ন্ত রায় সহ অন্যরা নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। পথচলতি মানুষ দাঁড়িয়ে পথনাটিকা দেখতে ভিড় করেছিল। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক রাতুল বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা গতবারও রক্তদান শিবিরের আগে পথনাটিকার আয়োজন করেছিলাম। এবারও আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে। আজ থেকে তা শুরু হল। মূলত রক্তদানে উৎসাহ দিতেই এই আয়োজন আমাদের।’

পুলিশি অভিযান

কামাখ্যাগুড়ি, ২৩ জুলাই : মঙ্গলবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশের তরফে বিভিন্ন এলাকায় মদ্যপদের বিরুদ্ধে ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে ছয়জন মদ্যপকে পুলিশ আটক করে। মঙ্গলবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় বাইকচালকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। প্রায় ৪ জন মদ্যপ বাইচালককে আটক করা হয়। বুধবার কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির বিভিন্ন এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন হেলমেটবিহীন বাইকচালকদের পুলিশ সচেতন করে। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি জানান, মদ্যপদের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত অভিযান জারি রয়েছে। হেলমেটবিহীনভাবে যাঁরা বাইক চালান তাঁদেরকে সচেতন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : সূর্যনগর আরআর প্রাইমারি স্কুলে এদিন ট্রি প্ল্যান্টেশন ড্রাইভের আওতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। সেখানে দশটি পেঁপে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এদিন পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম বিতরণ করা হয়

এবার রাজনীতির খেলা হবে বীরপাড়ায়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৩ জুলাই : ডলোমাইট ইস্যু নিয়ে এযাবৎ বড়সড়ো রাজনৈতিক আন্দোলন হয়নি বীরপাড়ায়। তবে ছাড়পত্র ছাড়াই রেল বীরপাড়ায় ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং করছে, সম্প্রতি একথা জানাজানি হওয়ার পর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না তৃণমূল। ডলোমাইট ইস্যুতে বীরপাড়ায় রাজনৈতিক আন্দোলনে নামার ভাবনা শুরু করেছে তৃণমূল। বুধবার দলের মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লক কমিটির সভাপতি তথা মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো এখবর জানান।

ডলোমাইটজনিত দূষণ নিয়ে বীরপাড়ায় গত এক বছর ধরে অরাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। ভয়েস অফ বীরপাড়া নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের ছত্রছায়ায় এর আগে সব রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা সরব হয়েছেন ঠিকই, তবে এতদিন সরাসরি ওই ইস্যুতে বীরপাড়ায় বড় কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন হয়নি। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক দলগুলি স্মারকলিপি দিয়েছে কেবল। তবে ভয়েস অফ বীরপাড়ার নেতৃত্বে গত বছর মহামিছিল হয়েছে বীরপাড়ায়। এবছরের ৯ এপ্রিল ২৪ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘটেও ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

এবার ওই ইস্যুতে কোমর বেঁধে নামার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল। কারণ একাধিক। একদিকে, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের মুখে আন্দোলন করলে বিজেপির ওপর চাপ বাড়ানো যাবে। পাশাপাশি, দূষণে জেরবার বীরপাড়াবাসীর সমর্থন আদায়েও বাড়তি সুবিধা হবে। বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো বলছেন, ‘৮ বছর ধরে মনোজ টিগ্গা হরিপুরে জমি সংক্রান্ত সমস্যার কথা বলে চলেছেন। এর আগে তিনি ৭ বছর বিধায়ক ছিলেন। কিন্তু বীরপাড়ায় ডলোমাইট কারবার বন্ধ করতে পদক্ষেপ করেননি তিনি।’

এদিকে মনোজ জানান, বিধায়ক থাকাকালীন বিষয়টি তিনি একাধিকবার বিধানসভায় উত্থাপন করেছিলেন। রেলমন্ত্রকেরও দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি প্রথমবার মাদারিহাটের বিধায়ক হওয়ার কিছুদিন পরই প্রকল্পটি হরিপুরে স্থানান্তরে টাকা বরাদ্দ করেছিল রেলমন্ত্রক।

তবে সাম্প্রতিককালে ডলোমাইট ইস্যুতে বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে তৃণমূল। এবছরের ৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডে তিনি অভিযোগ করার পর ৮ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট বোর্ডের কর্তারা দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে দূষণ বিধি পালন করা হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। এরপর অসন্তোষ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট বোর্ড ২০২৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেওয়া ছাড়পত্রটি প্রত্যাহার করে ১৯ এপ্রিল। বিষয়টি নিয়ে বিধানসভা ভোটের মুখে তৃণমূল যে বাড়তি কৃতিত্ব নেবে তা বলাই বাহুল্য। তবে তারও আগে পথে নামার ছক কষতে শুরু করেছে শাসকদল। সেই আন্দোলনের প্রকৃতি কী হবে তা জয়প্রকাশ খোলসা করতে চাননি।

অবশ্য, দলীয় ব্যানারে না হলেও এবছরের গোড়ায় ডলোমাইট ইস্যুতে তেড়েফুঁড়ে মাঠে নেমেছিলেন সাংসদ মনোজ টিগ্গা। ১৩ জানুয়ারি দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং বন্ধ করে দেন সাংসদ মনোজ। আবার রেলকর্তাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করে ২৫ জানুয়ারি তিনিই লোডিং আনলোডিং শুরুর ‘অনুমতি’ দেন। ওইদিন মনোজ জানিয়েছিলেন, ছ’মাসের মধ্যে প্রকল্পটি সরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রেলকর্তারা। গত বছরের নভেম্বর মাসে মাদারিহাটের উপনির্বাচনের প্রচারে সাংসদ মনোজ টিগ্গা, রাজু বিস্ট ৬ মাস, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক ডলোমাইট প্রকল্পটি সরাতে ৩ মাস সময় নেন। তবে দলগাঁও রেলস্টেশনে আজও রমরমিয়ে চলছে ডলোমাইট লোডিং আনলোডিংয়ের কারবার।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ওই প্রকল্পটি স্থানান্তরের দাবি জানিয়ে আসছেন বীরপাড়াবাসী। প্রতি বছর ভোটের মুখে বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারবার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। রেলমন্ত্রক যেহেতু বিজেপির অধীনে তাই এনিয়ে তৃণমূলের সুর বিজেপির চেয়ে বেশি চড়া প্রথম থেকেই।

প্রসঙ্গ : ডলোমাইট

সবুজের বুক চিরে।। আলিপুরদুয়ারের দমনপুর এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

বিধি ভেঙে পার্কিংয়ে ১৩ টোটো আটক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৩ জুলাই : যানবাহনের বেআইনি পার্কিং। বাস বা ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির যাত্রী ‘কেড়ে নেওয়ায়’ বীরপাড়ায় বুধবার ১৩টি টোটো আটক করে পুলিশ। বীরপাড়ায় যানজট সমস্যা বাড়ছে। অন্যতম কারণ বিধি ভেঙে যানবাহন পার্কিং। বিধি ভেঙে পার্কিংয়ের অভিযোগ সবচেয়ে বেশি টোটোচালকদের বিরুদ্ধে। অবশেষে টোটোর দাপট রুখতে বুধবার গোটা বীরপাড়াজুড়ে অভিযান চালাল পুলিশ।

বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, ‘প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এবার লাগাতার অভিযান চলবে।’

বীরপাড়ায় টোটোরিকশার সংখ্যা বাড়ছে। কর্মসংস্থানে দূরদূরান্তের লোকজন বীরপাড়ায় গিয়ে টোটো চালাচ্ছেন। বীরপাড়ায় কমবেশি দেড় হাজার টোটো চলে, খবর বীরপাড়া টোটো কর্মী সংগঠন সূত্রের। টোটোচালকদের উপর ক্ষুব্ধ ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির চালকরাও। কারণ অনেক সময় ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে যাত্রী নামিয়ে টোটোয় তুলছেন টোটোচালকরা। এনিয়ে টোটোচালকদের সঙ্গে প্রতিদিন ঝামেলা হচ্ছে ছোট গাড়ির চালকদের। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে বিনা বাধায় টোটো চলে। ফলে ওই রাস্তায় মাদারিহাট-বীরপাড়া, বীরপাড়া-গয়েরকাটা, বীরপাড়া-বানারহাট রুটে যাত্রী কমেছে ছোট যাত্রীবাহী এবং বাসের বলে অভিযোগ চালক ও বাসকর্মীদের।

বীরপাড়া ম্যাজিক ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত ঘোষ বলেন, ‘পুলিশ নিয়মিত এধরনের অভিযান করুক। কারণ টোটোর দাপটে যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকে লোকসানের জেরে ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন।’ বাস মালিকদের সংগঠন বীরপাড়া ডুয়ার্স মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বংশী দত্ত জানান, বাসগুলিকে ছেঁকে ধরে যাত্রী তুলে নিয়ে যাচ্ছে টোটো।

তবে টোটোচালকদের সংগঠনের সম্পাদক শম্ভু বাসফোর বলছেন, ‘শ-পাঁচেক টোটোচালক স্থানীয়। বাকিরা বহিরাগত। এছাড়া ওদের অনেকেই ট্রাফিক আইন মানেন না। আমরাও চাই, ট্রাফিক আইন ভাঙলে পুলিশ পদক্ষেপ করুক।’

বীরপাড়ায় টোটো নিয়ে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ ভূরিভূরি। বিশেষ করে যত্রতত্র টোটো পার্কিং করিয়ে রাখা হচ্ছে। পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, মহাত্মা গান্ধি রোড, চৌপথি, রেলগেট, লঙ্কাপাড়া রোড তো বটেই দিনবাজার, বড়বাজার ঢোকার গলির মুখেও দাঁড়িয়ে থাকে টোটো। টোটোয় পণ্য পরিবহণের কথা নয়। তবে বীরপাড়ায় টোটোগুলির একটা বড় অংশই পণ্য পরিবহণ করে। লোহার রড, আসবাবপত্র, সিমেন্টের বস্তা সবই বহন করা হয় টোটোয়। বেশ কয়েকবার দুর্ঘটনায় পড়েছে পণ্যবোঝাই টোটো। এরপর পণ্যবোঝাই কয়েকটি টোটো আটকও করেছিল পুলিশ। অবশ্য এতেও ছবিটা বিশেষ পালটায়নি। এবার বেআইনি পার্কিং সহ নানা বিধিভঙ্গের অভিযোগে টোটো আটক করা শুরু হল।

অভিযোগ

- দূরদূরান্তের লোকজন বীরপাড়ায় টোটো চালাচ্ছেন
- অনেক সময় যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে যাত্রী নামিয়ে টোটোয় তোলার অভিযোগ
- যত্রতত্র টোটো পার্কিং করায় যানচালক এমনকি পথচারীরাও সমস্যায় ভুগছেন

ঘরে ফেরা...

বুধবার বালুরঘাটের খাসপুরে। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

আতঙ্কের নাম হরিয়ানা

নিউজ ব্যুরো

২৩ জুলাই : হরিয়ানায় কাজ করতে যাওয়া বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা দিনকে দিন বাড়ছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদের সন্দেহ করা হচ্ছে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা বলে। এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে হরিয়ানার গুরুগ্রাম এলাকায়। টার্গেট হয়েছেন কোচবিহারের বাসিন্দা একাধিক পরিযায়ী শ্রমিক। বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা সন্দেহে সেখানে শুধু বাংলাভাষী শ্রমিকদের ধরপাকড় করাই নয়, থানাতে নিয়ে গিয়ে কোচবিহারের এক বাসিন্দাকে ইতিমধ্যেই উলঙ্গ করে অত্যাচার করার অভিযোগও উঠেছে। তা নিয়ে একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেসব ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

তবে অত্যাচারের সেই ভিডিওগুলি তৃণমূলের কোচবিহার জেলা নেতৃত্বের কাছেও এসে পৌঁছেছে। বুধবার কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেন। দাবি করা হচ্ছে সেটি হরিয়ানার ভিডিও। যদিও সেই ভিডিও'রও সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। তাতে দেখা যাচ্ছে, পুলিশ বাংলাভাষী মহিলা, পুরুষ বিভিন্ন পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশের তরফে সেখানে শ্রমিক মহল্লাগুলিতে সর্দারিদের কাছে বাঙালি হটানোর নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। পার্থ সেই ভিডিও পেলেন কোথা থেকে? জবাবে তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার রাতে হরিয়ানা থেকে মতিয়ার মিয়াঁ আমাকে একটা ভিডিও ও অডিও ফাইল পাঠিয়েছেন। তাতে দেখছি গুরুগ্রামের ৬২ সেক্টর এলাকা থেকে পুলিশ বাংলাভাষী মহিলা-পুরুষদের পিটিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অডিওতে শোনা গেল, শ্রমিক মহল্লায় গিয়ে পুলিশ অফিসার মহল্লার সর্দারের উদ্দেশে বলছেন, এখানে বাংলা ভাষায় যাঁরা কথা বলছেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা না বাঙালি রোহিঙ্গা? তাঁদের খুঁজে বের করো। না হলে তোমাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে।

বুধবার বিকেলে হরিয়ানার মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠিয়েছেন এরাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

বাড়ি ফিরতে চান পরিযায়ীরা

হরিয়ানার রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে কথা বলেছেন এই রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'সরকারি পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর ভিনরাজ্যে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। অবিলম্বে এই ধরনের অত্যাচার বন্ধ করা প্রয়োজন।'

বৃহস্পতিবারই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাকেত গোখলে, মহুয়া মৈত্রের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত ওই বাসিন্দাদের মুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, এদিন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বাংলাভাষীদের ওপরে বিভিন্ন রাজ্যে যে অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে, তার বিরুদ্ধে সংসদের বাদল অধিবেশনে সাংসদদের সরব হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক।

অন্যদিকে, গত চারদিন ধরে কোচবিহারের শীতলকুচির বাসিন্দা হালাল মিয়াঁকে হরিয়ানার পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করে রেখেছে। শীতলকুচি ব্লকের বড় গদাইখোড়া গ্রামে বাড়ি হালালের। গুরুগ্রামে অটো চালাতেন। গত ১৯ জুলাই তিনি অটো নিয়ে বের হলে গুরুগ্রামে সেক্টর ৪৭ থেকে তাঁকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। চারদিন পেরিয়ে গেলেও ফেরেননি।

পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যে, হরিয়ানায় থাকা বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকরা আর সেখানে থাকতেই চাইছেন না। তাঁরা বাড়িতে ফিরে আসতে চাইছেন। কোচবিহারের বলরামপুরের বাসিন্দা মতিয়ার মিয়াঁ দীর্ঘ বছর যাবৎ হরিয়ানায় থাকেন। সেখানে তাঁর একটা শ্রমিক মহল্লা রয়েছে। তিনি মহল্লার সর্দার। বুধবার মতিয়ার বলেন, 'আমার মহল্লায় প্রায় ৫০০ শ্রমিক রয়েছেন। কয়েকজন বাদে এঁরা সকলেই কোচবিহারের বাসিন্দা। কিছুদিন ধরে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা সন্দেহে পুলিশ খুব অত্যাচার করছে। যখন-তখন যাকে তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলবার রাতেও হরিয়ানার ঘাটাগাঁও ৬২ সেক্টর এলাকায় পুলিশ কয়েকজন বাংলাভাষী মহিলা ও পুরুষকে বেধড়ক মারধর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছে।' পুলিশ তাঁকে বলেছে, মহল্লায় যত শ্রমিক রয়েছেন, সকলের ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড সহ সমস্ত নথিপত্র গুরুগ্রাম ৬৫ সেক্টর থানায় অনলাইনে আপলোড করতে হবে। আর বাঙালিদের হটিয়ে দিতে হবে। দাবি মতিয়ারের। তিনি আরও বলেন, 'ভয়ে ক'দিন থেকে শ্রমিকরা কেউ কাজে যাচ্ছে না। তাদের খাওয়ার পয়সা নেই।' তাই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের কাছে সেখানে গাড়ি পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন তিনি। যাতে সকলে বাড়ি ফিরতে পারেন।

পথ দেখাল ইয়াকতেন

প্রথম পাতার পর

যে উত্তরোত্তর বেড়েছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। দেশের বড় বহুজাতিক সংস্থাগুলি তো বটেই, আজকাল প্রচুর ছোট সংস্থাও ওয়ার্ক ফ্রম হোমের সুযোগ দিচ্ছে। বদ্ধ ঘরে হাঁপিয়ে ওঠা প্রাণ তাই একটু স্বস্তির বাতাস নিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে পাহাড়ি কোনও গ্রাম। এক্ষেত্রে উত্তরের পাহাড়েও চাহিদা কিন্তু আকাশছোঁয়া।

দার্জিলিং পাহাড়ের তাকদা, বিজনবাড়ি থেকে শুরু করে কালিম্পংয়ের লুংসেল, ইচ্ছেগাঁওয়ের মতো জায়গায় অনেকেই আসছেন ওয়ার্ক ফ্রম ডেস্টিনেশনের জন্য। তালিকায় আছে লাভা, সিটং, বেলটার, তাবাকোশি, রঙ্গোর মতো জায়গাও।

কথা হচ্ছিল বিজনবাড়ির এক হোমস্টের মালিক নরবু লামার সঙ্গে। তিনি বলছেন, 'অনেকেই এখন ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেন। ঘুরতে এসেও তাই কাজ করতে হয় অনলাইনে। আগের চাইতে আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হয়েছে। তাই আসা-যাওয়াও বাড়ছে। তবে, সরকারিভাবে পরিকাঠামোর উন্নতি হলে এই চাহিদা আরও বাড়বে।'

ইয়াকতেন পারলে আমরা পারব না কেন, প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে তাকদাতেও। সেখানকার হোমস্টের মালিক দিওয়াসকার ছেত্রীর কথায়, 'এই ধরনের গেস্টরা মূলত ১০ থেকে ১৫ দিনের জন্য আসেন। কেউ কেউ আবার মাসের পর মাসও থাকেন। তাঁদের জন্য খাবারের ব্যবস্থাটাও একটু আলাদা থাকে। দামেরও কিছুটা ফারাক রাখতে হয়।' দিওয়াসকারের সংযোজন, 'চাহিদা দিন-দিন বাড়ছে। আমরা যতটা সম্ভব ইন্টারনেট কিংবা অন্য সুযোগসুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছি। সরকারি তরফেও এই চেষ্টাটা থাকলে পর্যটনের মানোন্নয়ন হবে।'

অনেকেই আছেন যাঁরা নিজে রান্না করে খেতে চান, কাজের পাশাপাশি পাহাড়ি জীবনযাপনের আনন্দও নিতে চান, তাঁদের জন্য সেই ব্যবস্থাও রাখা হয় বলেই জানাচ্ছিলেন সিটংয়ের লামসি ছেত্রী। গতবছরই 'ওয়ার্ক ফ্রম ডেস্টিনেশন'-এর জন্য প্রায় ১৫ দিন তাকদায় গিয়েছিলেন রাজদীপ সাহা, শুভ্র দাস রায়রা। শুভ্রর কথায়, 'আমি বেঙ্গালুরু থেকে যখন শিলিগুড়িতে ফিরি, তখন কয়েকটা দিন পাহাড়ে কাটিয়ে আসি। অফিস তো কামাই করা যায় না। তাই সেখানে থেকেই কাজ করতে হয়। কিছু কিছু জায়গায় নেটওয়ার্কে সমস্যা হয়। তবে, এটা এক আলাদা অনুভূতি।' শুভ্র, নরবু, দিওয়াসকাররা প্রত্যেকেই কিন্তু একটা বিষয়ে একমত যে, ইয়াকতেনের পথ অনুসরণ করে সঠিক সরকারি পরিকল্পনা ও সহযোগিতা পেলে উত্তরের পাহাড়ি এই গ্রামগুলিও হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের 'ডেস্টিনেশন ভিলেজ ফর রিমোট ওয়ার্ক।'

তাঁরা যে ভুল কিছু ভাবছেন না, সেকথা কবুল করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'দুটো জিনিসে সবার প্রথমে জোর দেওয়া উচিত। এক, নেটওয়ার্ক, দুই, যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাহলেই কেল্লা ফতে।'

অদম্য জেদ

প্রথম পাতার পর

তবে এখন থেকে প্রতি মাসেই রক্তের প্রয়োজন পড়লে সেই সংস্থা আদিত্যের রক্তের জোগান দেবে বলে জানিয়েছে।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের থ্যালাসিমিয়া কন্ট্রোল ইউনিটের মেডিকেল অফিসার ডাঃ সুপ্রিয় বসু বলেন, 'ওই কিশোর আমাদের নজরে রয়েছে। এর আগে যখন একেবারেই রক্ত মজুত ছিল না তখন সে পায়নি। তবে এক সপ্তাহ পরেই তাকে ডেকে রক্ত দেওয়া হয়েছিল।'

ওর বোন অদিতি বলে, 'দাদা আর আমি মিলে বাড়ির সব কাজ করি। আমাদের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল, মিটার চুরি হয়ে গিয়েছে। এখন বাড়ি বিদ্যুৎহীন।' প্রতিবেশী প্রতিমা কোল বলেন, 'ওদের বাবা-মা বাইরে থাকে। আমরা যথাসাধ্য ওদের পাশে থাকি। আদিত্য রক্তের জন্য নিজেই হাসপাতালে যায়।'

হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ দাবি সাংসদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নতুন ভবন উদ্বোধন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এরই মধ্যে এবার দার্জিলিং, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের জন্য কলকাতা হাইকোর্টের পৃথক একটি স্থায়ী বেঞ্চের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার বিভাগীয়মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালকে প্রস্তাব দিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। প্রস্তাবে স্থায়ী বেঞ্চের পরিকাঠামোর পাশাপাশি বিভিন্ন কর সম্পর্কিত বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তোলার আবেদনও সাংসদ করেছেন। পাশাপাশি, শিলিগুড়ি আদালতের বর্তমান পরিকাঠামোগত দুরবস্থার কথাও সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছেন।

পরিকাঠামোগত সমস্যার জন্য মামলার পাহাড় জমছে। সময়মতো বিচার না হওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। উত্তরবঙ্গে প্রতি বছর ১৫ হাজারের বেশি মামলা জমে থাকছে বলে জানা গিয়েছে। বিস্টের বক্তব্য, 'একটি স্থায়ী বেঞ্চের পরিকাঠামো এই অঞ্চলে গড়ে তোলা হলে উত্তরবঙ্গের তিন কোটি মানুষের কলকাতায় যাতায়াতের সমস্যা মিটবে এবং বিচার পেতে সুবিধা হবে। স্থায়ী বেঞ্চ থাকলে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত হবে। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি।' অন্যদিকে প্রশাসনিক সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন ভবন তৈরির ক্ষেত্রে জমি সংক্রান্ত যে সমস্যা ছিল তা দূর হয়েছে। অর্থাৎ এখন যেখানে আদালত রয়েছে, সেখানেই হবে নতুন ভবন। তবে কবে সেই কাজ শুরু হবে স্পষ্ট নয়। প্রতিদিন বহু মানুষ বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে মহকুমা আদালতে হাজির হন। কিন্তু পরিকাঠামোগত সমস্যার জন্য সকলকে সমস্যায় পড়তে হয়। যা নিয়ে শিলিগুড়ি আদালতের আইনজীবীরা বহু বছর ধরে সরব। রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে আইনজীবীরা সমস্যা নিয়ে বৈঠকও করেছেন। রাজ্য সরকার শিলিগুড়িতে নতুন ভবন তৈরির ক্ষেত্রে অহেতুক দেরি করছে বলে অভিযোগ সাংসদের। এই বিষয়টিও তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে তুলে

> একটি স্থায়ী বেঞ্চের পরিকাঠামো এই অঞ্চলে গড়ে তোলা হলে উত্তরবঙ্গের তিন কোটি মানুষের কলকাতায় যাতায়াতের সমস্যা মিটবে এবং বিচার পেতে সুবিধা হবে। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছি।
>
> **রাজু বিস্ট**
> দার্জিলিংয়ের সাংসদ

ধরেছেন বলে জানান বিস্ট। সাংসদ বলছেন, 'ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সুবিধার জন্য আলাদা করে ফাস্ট ট্র্যাক ফার্স্ট কোর্ট ও জুডিশিয়াল রেজোলিউশন প্যানেল গড়ে তোলার আবেদন রেখেছি। কেননা, উত্তরবঙ্গে ১০ হাজারের বেশি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগী রয়েছেন। শিল্পকে কেন্দ্র করে তৈরি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হলে শিল্পের ক্ষেত্রেই সুবিধা হবে।'

ভোটার

প্রথম পাতার পর

তবে বেছে বেছে কেন মাত্র দুজনের নামে নোটিশ পাঠানো হল, তার ব্যাখ্যা মেলেনি। রাজ্য সরকার অবশ্য ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসের এই নোটিশ সম্পর্কে কিছু জানে না বলে নবান্ন সূত্রে খবর। বাংলাদেশি চিহ্নিত করে ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিসের এমন তৎপরতা এই প্রথম। ২০২৬-এ বাংলায় বিধানসভা ভোটের আগে বিহারের মতো ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন হলে এই তৎপরতা নির্বাচন কমিশনের তরফেও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতায় নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক বুধবার স্পষ্ট জানান, কারও বাংলাদেশি পাসপোর্ট থাকলে তাঁর নাম কোনওভাবেই ভোটার তালিকায় থাকার কথা নয়। ভোটার হিসেবে নাম তোলার ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের ভারতীয় পরিচিতিটা মুখ্য হয়ে ওঠে। যদি কারও বাবা-মায়ের নাম ভোটার তালিকায় থাকে, তাহলে তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ করা হয় না। কিন্তু গোয়ালপোখর-২ ব্লকের ছোট হাসান গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে যাঁদের ভারতীয় নথি রয়েছে, সেই কৃষ্ণকান্ত ও শিল্পীর বাবা-মায়ের নাম ভোটার তালিকায় ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে কমিশনের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হতেই পারে তাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। কিন্তু ভারতের নাগরিক হিসাবে কোন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলেন, স্পষ্ট নয়। ওই দম্পতির বাংলাদেশ পাসপোর্ট দুটি কিংবা আধার কার্ড জাল হতে পারে বলেও নির্বাচন কমিশন সন্দেহ করছে। এই তথ্য সামনে আসায় চাকুলিয়ায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। চলতি মাসের ১৭ তারিখ ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিস নোটিশটি দিয়েছিল। জানাজানি হয় বুধবার। তারপরই হইচই শুরু হয়।

কোচবিহারে শুভেন্দুর কর্মসূচি নিয়ে ধোঁয়াশা

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : গত ২১ জুলাই, শিলিগুড়িতে উত্তরকন্যা অভিযানের সময় তৃণমূল ও কোচবিহারের পুলিশ-প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, ৪ অগাস্ট ৬৫ জন বিধায়ককে নিয়ে তিনি নাকি কোচবিহারে আসবেন। আদৌ কি আসবেন? কারণ, এখন পর্যন্ত রাজ্য নেতৃত্বের তরফে জেলা বিজেপির কাছে কোনও নির্দেশিকা এসে পৌঁছায়নি। স্বভাবতই রাজ্যের বিরোধী দলনেতার কোচবিহারের কর্মসূচি নিয়ে ধন্দে রয়েছে জেলারই বিজেপি নেতৃত্ব। জেলায় এলেও কোচবিহারে শুভেন্দু কী কী কর্মসূচি পালন করবেন তা বিজেপির জেলা নেতৃত্বেরই অজানা।

এর আগে একসঙ্গে এতজন বিধায়ককে নিয়ে কোচবিহারে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়নি। ফলে এই আন্দোলনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন অবশ্য বলেছেন, 'এখনও আমরা সেই কর্মসূচির প্রস্তুতির জন্য বৈঠক করিনি। করা হবে। কর্মসূচির শিডিউল এলে সেভাবে প্রস্তুতি নেব।'

আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক কটাক্ষ করে বলেছেন, 'আমরা আগেই বলেছিলাম যে, শুভেন্দু অধিকারীকে কোচবিহারে স্বাগত জানাই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি এখানে আসার জন্য লোকই খুঁজে পাচ্ছেন না।' গত সোমবার বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানের সময় শুভেন্দু জানিয়েছিলেন, দলীয় বিধায়কদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদেই তিনি কোচবিহারে আন্দোলনে শামিল হবেন। সম্প্রতি দিনহাটাতে বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-কে আক্রমণের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। এরপর মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন ও শীতলকুচির বিধায়ক বরেন বর্মনও আক্রমণের শিকার হন। যদিও কোনও ঘটনাতেই তারা জড়িত নয় বলে তৃণমূল নেতৃত্ব আগেই জানিয়েছে। দলের বিধায়কদের ওপর হামলার কথা পুলিশকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি। আর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন শুভেন্দু। তিনি বলেছিলেন, 'নিখিলরঞ্জন দে, বরেন বর্মন, সুশীল বর্মনকে মারা হয়েছে। আগামী ৪ তারিখ বেলা দুটোর সময় আমি ৬৫ জন এমএলএ-কে নিয়ে কোচবিহারে আসছি। ওইদিনই বিকেল পাঁচটায় উত্তরকন্যায় আসব। সচিবের সঙ্গে দেখা করব।'

কোচবিহারে এর আগে অনেক বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভাও হয়েছে। তবে একসঙ্গে ৬৫ জন বিধায়ককে নিয়ে কোনও কর্মসূচি হয়েছে কি না তা মনে করতে পারছেন না প্রবীণ রাজনীতিবিদরাও। ফলে শুভেন্দুর ঘোষণামতো যদি সেই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় পড়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এত বড় কর্মসূচির ঘোষণা করা হলেও এখনও পর্যন্ত তার প্রস্তুতি কেন শুরু হল না বা আন্দোলনের রূপরেখাও ঠিক করা হচ্ছে না কেন তা নিয়ে বিজেপির অন্দরেও গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

ঘুমন্ত শিশুর গলায় দড়ি

ময়নাগুড়ি, ২৩ জুলাই : ফাঁকা বাড়িতে এক বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সিঙ্গিমারি এলাকায়। তবে সেই মেয়ের মা ঘরে ঢুকে পড়ায় শিশুটি রক্ষা পেয়েছে। বুধবার এব্যাপারে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন মা কোকিলা রায়। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। তবে কে বা কারা এমন কাণ্ড ঘটাতে গিয়েছিলেন, সেব্যাপারে পুরোপুরি অন্ধকারে সেই পরিবার। এই ঘটনায় এলাকায় রহস্য দানা বেঁধেছে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, 'তদন্ত শুরু করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এক বছরের শিশুকন্যা বীথিকাকে বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে কোকিলা বাড়ি থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে শুকনো জামাকাপড় তুলে আনতে গিয়েছিলেন। কিছু সময় পর ঘরে ফিরে এসে দেখেন, কন্যার গলায় দড়ি পেঁচিয়ে রাখা। দৃশ্য দেখেই চিৎকার করে অচৈতন্য হয়ে পড়েন তিনি। মায়ের চিৎকারে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে যান। তাঁরাই সেই শিশুর গলা থেকে দড়ির পাক খোলেন। গলায় দড়ি পেঁচিয়ে রাখলেও সেই দড়িতে গিট বাঁধা হয়নি।

মঙ্গলবার সকালে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে ঘর থেকে বের হন কোকিলা। কিছুক্ষণ পর ঘরে ফিরেই কোকিলার চক্ষু চড়কগাছ। শিশুকন্যার গলায় দড়ি পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে। কোকিলার স্বামী বিষ্টুমোহন রায় তখন ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজারে রাজমিস্ত্রির সহযোগী হিসেবে কাজে ব্যস্ত। তাঁর কাছে মোবাইল ফোনও ছিল না। সেই দম্পতির বড় মেয়ে বর্ষা তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। সে-ও তখন স্কুলে ছিল। আর শাশুড়ি নেতবালা রায় জমিতে কাজ করছিলেন। বাড়ি ছিল ফাঁকা।

বোমা নিষ্ক্রিয়

মাথাভাঙ্গা, ২৩ জুলাইঃ বুধবার সকালে মাথাভাঙ্গার বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক দেশি বোমা নিষ্ক্রিয় করল বম্ব স্কোয়াড। আলিপুরদুয়ার থেকে আসা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা প্রোটোকল মেনে বোমা নিষ্ক্রিয় করেন।

এদিন সকালে মাথাভাঙ্গা শহর সংলগ্ন সুটুঙ্গা নদীর চর এলাকায় বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু হয়। সেই সময় নদীর ধারে ব্যারিকেড করে পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথমে বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। মাথাভাঙ্গা থানার এক আধিকারিক বলেন, 'গত কয়েক মাসে বোমাগুলি মাথাভাঙ্গা থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সেগুলি এতদিন থানার মালখানায় নিরাপদে সংরক্ষিত ছিল। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে বুধবার তা নিষ্ক্রিয় করা হয়।' মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সমরেশ হালদার বলেন, 'এই ধরনের দেশি বোমা সমাজবিরোধীরা সন্ত্রাস ছড়ানোর উদ্দেশ্যে জমিয়ে রাখে। আগেও আমরা এ ধরনের বহু বোমা উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেছি।'

মাথাভাঙ্গা শহরের সুটুঙ্গা নদীর তীরে বোমা নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে।

কেন্দ্রের ভোল বদল

প্রথম পাতার পর

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকে ২৬টা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরি করা হবে। প্রশাসন জানিয়েছে, ঝাঁ চকচকে হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি। যার নাম 'শিশু আলয়'। প্রশাসন সূত্রে খবর, শিশু ও নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তর, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও সংখ্যালঘু দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় কেন্দ্রগুলি তৈরি হবে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলায় মোট ৩২০৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে বহু কেন্দ্র ভাড়াবাড়িতে চলছে। একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবনের বেহাল দশা। আবার বহু কেন্দ্রের তো নিজস্ব ঘরই নেই। ঘরের অভাবে এলাকার কোনও বাসিন্দার বাড়িতে চলে পড়াশোনা। কোথাও পলেস্তারা খসে যাওয়া ঘরে কোনওরকমে চলে রান্না। আলিপুরদুয়ার জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো নিয়ে এমন নানা অভিযোগ রয়েছে। একাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রীতিমতো বেহাল দশা। তাই গর্ভবতী মা ও বাচ্চাদের কথা চিন্তা করেই এবার প্রায় সব কেন্দ্রের ভোল বদলানোর উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। আপাতত নতুন ৭১টি কেন্দ্র তৈরির মাধ্যমে সেই উদ্যোগ শুরু হতে চলেছে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।

জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি নিয়ে আরও একটা অভিযোগ রয়েছে। তা হলে এখনও বেশ কিছু কেন্দ্রে রান্নাবান্না হয় খড়িতে। জেলা প্রশাসন এই সমস্যার সমাধানেও উদ্যোগী হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলা প্রশাসনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ১ মাসের মধ্যেই সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। গ্যাসের ওভেন রাখার জন্য টেবিলও বানিয়ে দেওয়া হবে। এই টেবিল বানিয়ে দেবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। এছাড়া কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের পড়াশোনার মানোন্নয়নের জন্যও বেশ কিছু পদক্ষেপ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ছত্তিশগড় থেকে চলত পাচারের

প্রথম পাতার পর

চক্রটি চালাত বলে পুলিশের দাবি পুলিশ সূত্রের খবর, মাস তিনেক আগেই এই প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে তল্পিতল্পা গোটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন অভিযুক্তরা। তিন মাস আগেই বাড়ির মালিককে জানানো হয়েছিল, বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তরুণীদের পাচার করার পরেই ওই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতেন অভিযুক্তরা। বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছিল বলেও তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।

উত্তরের বিভিন্ন এলাকার তরুণীদের সরকারি স্কিমে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের নামে তামিলনাড়ুর হসুর জেলায় পাচার করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই তরুণীদের উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এক ব্যক্তি এবং এক তরুণীকে। ওই তরুণী পোড়াঝাড়ের বাসিন্দা বলে পুলিশকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তরুণীর ঠিকানার কোনও অস্তিত্ব মেলেনি। মঙ্গলবার অভিযুক্তদের হেপাজতে নিয়েছিল পুলিশ। বুধবার সকালে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিকে নিয়ে ভবেশ মোড়ের পেট্রোল পাম্পের কাছে থাকা ভাড়াবাড়িতে যান তদন্তকারী আধিকারিকরা। অফিসজুড়ে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে বেশ কিছু নথি পাওয়া গিয়েছে।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে মোট ৫টা পিএনআর নম্বরে ১২ জন করে, মোট ৬০ জনের টিকিট কাটা হয়েছিল। যাতে কারও সন্দেহ না হয় তার জন্যে আলাদা আলাদা দল তৈরি করা হয়েছিল। ওই দলগুলির নজরদারির দায়িত্বে একজন করে ছিলেন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, এই ৫৬ জন তরুণী একবার হসুর পৌঁছে গেলেই এখানকার অফিসের ঝাঁপ নামিয়ে দেওয়া হত। এরপর অন্য কোনও ঠিকানায় অফিস খোলা হত। দেশজুড়ে অভিযুক্তরা এভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নাম করে মোটা টাকার বিনিময়ে বাড়িভাড়া নেয় এবং তরুণীদের পাচার করে দেয়। সবথেকে বেশি করে টার্গেট করা হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের এলাকার পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েদের। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকা থেকেও তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের নামে পাঠানো হচ্ছিল। ডাবগ্রাম-১ অঞ্চল থেকেও প্রচুর তরুণীকে পাঠানো হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, ময়নাগুড়িতে যে তরুণীকে হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ, বুধবার সেখানে যান জিআরপি'র আধিকারিকরা। শিলিগুড়ির রেল পুলিশের সুপার কুঁয়রভূষণ সিংয়ের বক্তব্য, 'আটক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। যাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাঁদের পরিবারের সঙ্গেও আমরা কথা বলছি।'

ওষুধের দোকান

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রেও নানা অনিয়ম করছেন দোকানদাররা বলে অভিযোগ। শহরের একশ্রেণির দোকানদার সাধারণ কর্মীদের মাধ্যমে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ দিচ্ছেন। সেভাবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাঁরা বেবি ফুডও বিক্রি করছেন।

বিসিডিএ'র ফালাকাটা জোনের সম্পাদক শুভব্রত রায় বলেন, 'ফালাকাটায় প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ওষুধের দোকান চলছে লাইসেন্স ছাড়া। বিষয়টি আমরা ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস, পুরসভাকে জানিয়েছি। এই অবৈধ দোকানগুলি বন্ধ করতে না পারলে যে কোনও সময় বড় বিপদ ঘটতে পারে।'

ফালাকাটা শহরে এইসব অবৈধ দোকানগুলিতে ওষুধের পাশাপাশি নানা ধরনের যৌনতা সংক্রান্ত এবং গর্ভপাত সংক্রান্ত মেডিসিনও বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি কাফ সিরাপ, সিডেটিভ ড্রাগসও দেওয়া হচ্ছে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া। শহরে জুড়ে এইসব দোকান নিয়ে তাই সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। দাবি উঠেছে দ্রুত এইসব দোকানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার। জলপাইগুড়ির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোল সুমিত সাহা বলেন, 'ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া কেউ দোকান চালাতে পারে না। এর বিরুদ্ধে আমরা দ্রুত অভিযানে নামব।'

সংশোধনী

বুধবার দশের পাতায় প্রকাশিত 'পর্যটনেও এবার সম্প্রীতির সুর' শীর্ষক প্রতিবেদনের সঙ্গে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটি মদনমোহন মন্দিরের। ভুলবশত জল্পেশ মন্দির লেখা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

জৈব মধু উৎপাদনে জোর জিটিএ'র

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ জুলাই : পাহাড়ের বাসিন্দাদের মৌমাছি পালনে উৎসাহ দিচ্ছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। জোর দেওয়া হচ্ছে জৈব মধু উৎপাদনেও।

পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কৃষক মৌমাছি পালন করেন ঠিকই। তবে এর মূল উদ্দেশ্য জমির ফসলকে বাঁদর, হাতি সহ অন্য বন্য জন্তুর হাত থেকে বাঁচানো। অনেকে তাঁদের উৎপাদিত মধু বোতলে ভরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। কিন্তু উৎপাদন এতটাই কম যে, সেই তা রপ্তানি করা সম্ভব হয় না। অথচ জৈব মধুর ভালো বাজারদর রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে জিটিএ মৌমাছি পালনে উৎসাহ দিচ্ছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মৌমাছি ধরার জন্য বি বক্স'ও দেওয়া হচ্ছে।

জিটিএর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'জৈব মধুর ভালো চাহিদা রয়েছে। শরীরকে সুস্থ রাখতে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা চায়ে মধু মিশিয়ে সেবন করেন। পাহাড়ে প্রচুর উন্নতমানের হোটেল হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন দেশের পর্যটকেরা আসছেন। আমরা মধুর পাউচ করে সেই হোটেলগুলিতে বিক্রি করতে পারি। এছাড়া উৎপাদন বেশি হলে পাহাড়ের মধু ব্র্যান্ডিং করে বাইরেও রপ্তানির সুযোগ রয়েছে।' জিটিএ এলাকার মিরিক, সৌরিনী, কার্সিয়াং, রোহিণীর কিছু অংশ, ১০ মাইল, কালিম্পং, গরুবাথান লাভার নীচু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে মৌমাছি পালন হয়। সেখানে সারা বছরই চাষের জমিতে বি বক্স পাতা থাকে। নির্দিষ্ট সময় পরপর কৃষকরা ওই বক্স থেকে মৌচাক ভেঙে মধু সংগ্রহ করেন। পরে সেগুলি বোতলে ভরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়। তবে, পাহাড়ে চাষের জমিতে হাতি, বাঁদর, শুয়োর সহ বিভিন্ন বন্য পশুর উৎপাত রয়েছে। এগুলি জমিতে ঢুকে ফসল নষ্ট করে। মূলত বন্যজন্তুর থেকে ফসল বাঁচাতে ফেন্সিং হিসেবে কৃষকরা মৌমাছি পালন করেন।

জিটিএর কর্তারা বলছেন, বাজারে বর্তমানে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। বিভিন্ন কোম্পানি মধু বিক্রি করছে। কিন্তু বাজারে খাঁটি মধুর অভাব রয়েছে। জৈব মধু শরীরের পক্ষে ভীষণভাবে উপকারী। পাহাড়ে যে মধু হয় সেটা ১০০ শতাংশ খাঁটি। এর উৎপাদন বাড়ানো গেলে এখানকার অর্থনীতিও চাঙ্গা হবে। সেই লক্ষ্যে কার্সিয়াং, কালিম্পং, দার্জিলিংয়ে কৃষকদের মৌমাছি পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আগ্রহী কৃষকদের তিন-চারদিনের আবাসিক শিবিরে প্রশিক্ষণ দিয়ে মৌমাছি ধরার জন্য দেওয়া হচ্ছে বি বক্স।

মৌমাছি পালনের জন্য বি বক্স।

পঞ্চবাণে মরশুম শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৫
(চুঙ্গনুঙ্গা, সাউল-পেনাল্টি, বিপিন, দিয়ামান্তাকোস ও মহেশ)
সাউথ ইউনাইটেড এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ জুলাই : ম্যাচের আগে গ্যালারি থেকে প্রেসবক্স, সর্বত্র একটাই আলোচনা। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কত গোলে জিতবে ইস্টবেঙ্গল?

না, সমর্থকদের আশায় জল ঢালার কোনও কারণ ছিল না। ইস্টবেঙ্গলের নতুন মরশুম শুরু হল প্রতিপক্ষকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করে। বেঙ্গালুরুর এই সাউথ ইউনাইটেড এফসি-কে কলকাতার লিগের তথাকথিত ছোট দলও হারিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। ফলে মাত্র ১৩ মিনিটেই প্রথম এবং ৩৮ মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোল হয়ে যাওয়ায় সেখানেই মোটামুটি ম্যাচ শেষ করে ফেলতে সমস্যা হয়নি ইস্টবেঙ্গলের। প্রথমার্ধে হতে পারত আরও অন্তত গোটা চারেক গোল। এডমুন্ড লালরিনডিকার শট উপর দিয়ে চলে যায়। ১০ মিনিটে ডেভিড লালহালানসাঙ্গার শট আবার এডমুন্ডই গোললাইনে দাঁড়িয়ে মাথা লাগিয়ে দিক পরিবর্তন করে না ফেললে তখনই প্রথম গোল হয়ে যায়। এরপর আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। দুই মিনিটের মধ্যে বক্সের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা লালচুংনুঙ্গার ডান পায়ের শট গোলরক্ষক নিশান্ত এন ও গোটা ডিফেন্সকে দাঁড় করিয়ে বাঁদিকের কোণ দিয়ে গোলে ঢোকে। ৩৮ মিনিটে এডমুন্ডকে বক্সের মধ্যে আব্দুল সালহা ফাউল করলে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। পেনাল্টি থেকে গোল সাউল ক্রেসপোর। এরপরেও তিনি সুযোগ পেয়েও বাইরে মেরেছেন। আর পিভি বিষ্ণুর শট পোস্টে লাগা দুর্ভাগ্যের। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি চোট পেয়ে তাঁর বেরিয়ে যাওয়া চিন্তায় রাখবে টিম ম্যানেজমেন্টকে। এই সময়ে একাধিক পরিবর্তনের পর বাকি তিন গোল। আর এই গোলগুলো ছাড়া দ্বিতীয়ার্ধে বলার মতো কিছু নেই। ৮০ মিনিটে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের থ্রু ধরে ডানপায়ের দুর্দান্ত শটে ৩-০ করেন তিনি। ৮৭ মিনিটে দিয়ামান্তাকোসের গোলটা বক্সের মাথা থেকে নেওয়া ফ্রি-কিক থেকে। ৯০ মিনিটে বিপিন সিংয়ের পাস থেকে নাওরেম মহেশ সিংয়ের দূরপাল্লার শটে ৫-০।

ঘটনা হল, এরকম দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে বাড়তি তাগিদ দেখানোও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে ইস্টবেঙ্গল জিতে ৩ পয়েন্ট পেল, এটুকুর বেশি বলার মতো অল্পকিছুই আছে। ৪-৪-২ ছকে এদিন ডেভিড আর এডমুন্ডকে সামনে রেখে দল মার্তন্ড রায়না প্রথম ম্যাচে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগই পেলেন না। গত ১৩ তারিখ থেকে বিনো জর্জের অধীনে ভারতীয়রা প্রস্তুতি শুরু করলেও, মূলত দিন তিনেক হল গোটা দল একসঙ্গে। ফলে, এখনই দলটাকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করা যাবে না। পরবর্তী ম্যাচ আগামী ৬ অগাস্ট নামধারী এফসি-র বিপক্ষে। অস্কার প্রায় ১৩-১৪ দিন সময় পাচ্ছেন

ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেওয়ার পর উল্লাস লালচুংনুঙ্গার। ছবি : ডি মণ্ডল

নামান অস্কার ব্রুজোঁ। ছটফটে এই দুই তরুণ পরবর্তীতে সুযোগ পেলে ভারতীয় ফুটবলের লাভ। দুই প্রান্তে দুই ভারতীয় বিষ্ণু ও মহেশও মানানসই। তবে মাঝমাঠে মহম্মদ রশিদ পরবর্তীতে কেমন খেলবেন তা সময়ই বলবেন। তবে লেবানিজ এই মিডিয়োর পা পরিষ্কার এবং আনফিট নন, এটুকু বোঝা গেছে। সাউল পুরোপুরি ফিট নন এখনও। দলটাকে তৈরি করার। তবু নামধারী আই লিগের দল হওয়ায় খানিক তুল্যমূল্য লড়াই হওয়ার আশা করাই যায়।

ইস্টবেঙ্গল ঃ দেবজিৎ, রাকিপ, মার্তন্ড, আনোয়ার (লাকড়া), নুঙ্গা, বিষ্ণু (নন্দকুমার), সাউল (জিকসন), রশিদ, মহেশ, ডেভিড (দিয়ামান্তাকোস) ও এডমুন্ড (বিপিন)।

বলে লাথি মেরে ডুরান্ড কাপের সূচনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বুধবার। ছবি : ডি মণ্ডল

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ডুরান্ডের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাই : জমকালো অনুষ্ঠান। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বলে শট মেরে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপের সূচনা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রীতি মেনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডুরান্ডে বল এদিন গড়াল যুবভারতীতে। দুপুর থেকেই নিরাপত্তার কড়াকড়ি স্টেডিয়াম চত্বরে। ঠিক বিকেল পাঁচটায় যুবভারতীর মাঠে পা রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গী ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। ছিলেন সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের পদাধিকারীরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় বাউল গানের ও ছৌ নৃত্যের মেলবন্ধনে। এরপর রীতি মেনে পারফর্ম করল সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্টে। ছিল শিখ রেজিমেন্টের 'ভাংরা' থেকে শুরু করে গোর্খা রেজিমেন্টের 'কুকরি', মার্শাল আর্টস শো। 'জয় হো', 'চক দে ইন্ডিয়া' গানের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গানেও নৃত্য পরিবেশিত হয় ডুরান্ডের উদ্বোধনে। ম্যাচে কিক অফের আগে হেলিকপ্টার থেকে 'এয়ার শো।' সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দু'দলের ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হন মুখ্যমন্ত্রী। বেরোনোর সময় তিনি বলে যান, 'এবার বাংলা থেকে চারটে দল ডুরান্ড কাপে খেলছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের। আগামী বছরগুলোতে আরও বড় করে ডুরান্ড হবে।'

> এবার বাংলা থেকে চারটে দল ডুরান্ড কাপে খেলছে। এটা আমাদের কাছে গর্বের। আগামী বছরগুলোতে আরও বড় করে ডুরান্ড হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন মরশুমে প্রথম ম্যাচ খেলল অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। ৫ গোলে জয়। এমন একটা দিনেও ভরল না গ্যালারি। গ্যালারি ভরাতে নিয়ে আসা হয়েছিল স্কুল ছাত্রছাত্রীদের। তবুও মেরেকেটে দর্শক সংখ্যা হাজার পনেরো পেরোয়নি বোধহয়। সেনাবাহিনীর সঙ্গে ডুরান্ডের যৌথ আয়োজক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনে। তার সামনে ফাঁকা গ্যালারি ভালো বিজ্ঞাপন কি? প্রশ্ন উঠছে।

সংসদে পেশ নতুন ক্রীড়া বিল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : দেশের খেলাধুলোর জগৎকে কঠোর নিয়মে বাঁধতে নতুন বিল আনল কেন্দ্র। বুধবার লোকসভায় নতুন ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্ন্যান্স বিল (জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন বিল) পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। এই বিলের মূল লক্ষ্য, দেশের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলির (এনএসএফ) কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বাড়ানো। এই বিলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। প্রথমত, দেশের সব জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাকে কেন্দ্রের অর্থসাহায্য পেতে হলে জাতীয় ক্রীড়া পর্ষদের (এনএসবি) স্বীকৃতি নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সব ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নির্বাচন বা খেলোয়াড় বাছাই নিয়ে বিরোধ মেটাতে ন্যাশনাল স্পোর্টস ট্রাইবিউনাল (জাতীয় ক্রীড়া আদালত) গঠন করা হবে। এই আদালতের রায় শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে।

তৃতীয়ত, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) মতো ধনী ও প্রভাবশালী সংস্থাকেও এই বিলের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। যদিও তারা প্রথমে এর বিরোধিতা করেছে। জানা গিয়েছে, বিসিসিআইয়ের তরফে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্রীড়া সংস্থা কীভাবে স্পোর্টস বিল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেয়, সেদিকে নজর রয়েছে সব পক্ষেরই।

নতুন নিয়মে প্রশাসকদের জন্য বয়সসীমা কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুমতি দিলে ৭০ থেকে ৭৫ বছর বয়সিরাও পারবেন নির্বাচনে অংশ নিতে।

বিলে বলা হয়েছে, ২০৩৬ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের আয়োজক হওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবেই দেশের ক্রীড়া প্রশাসনে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা জরুরি। এর ফলে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের কার্যক্রম উন্নত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এছাড়া, প্রস্তাবিত আইন মারফত সব স্বীকৃত ক্রীড়া সংস্থাকে তথ্য অধিকার আইনের (আরটিআই) আওতায় আনা হবে। তবে বিসিসিআই এতদিন ধরে সরকারের অর্থ নেয় না বলে আরটিআই-এর আওতায় আসতে রাজি হয়নি। এবার বিল পাশ হলে তা আর সম্ভব হবে না।

ন্যাশনাল স্পোর্টস বোর্ড বা জাতীয় ক্রীড়া পর্ষদে একজন চেয়ারপার্সন ও কয়েকজন সদস্য থাকবেন, যাঁদের নিয়োগ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এঁদের নিযুক্ত করা হবে প্রশাসন, ক্রীড়া শাসন, ক্রীড়া আইন ইত্যাদিতে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা মানুষের মধ্য থেকে।

এক নজরে

- দেশের সব জাতীয় ক্রীড়া সংস্থাকে কেন্দ্রের অর্থ সাহায্য পেতে হলে জাতীয় ক্রীড়া পর্ষদের (এনএসবি) স্বীকৃতি নিতে হবে।
- সব ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নির্বাচন বা খেলোয়াড় বাছাই নিয়ে বিরোধ মেটাতে ন্যাশনাল স্পোর্টস ট্রাইবিউনাল (জাতীয় ক্রীড়া আদালত) গঠিত হবে।
- বিসিসিআই-কেও এই বিলের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। যদিও তারা প্রথমে এর বিরোধিতা করেছে।

রাসেলের বিদায়ি ম্যাচে হার হোপদের

গার্ড অফ অনারের পর বিশেষ স্মারক তুলে দেওয়া হল আন্দ্রে রাসেলকে।

কিংসটন, ২৩ জুলাই : বিদায় সুখের হল না আন্দ্রে রাসেলের। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে শেষবারের মতো 'রাসেলম্যানিয়া'-র স্বাদ পেলেন ভক্তরা। ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাসেলের মন্তব্য, 'সাবাইনা পার্কে উপস্থিত সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডকে। ম্যাচের ফলাফল আমাদের পক্ষে যায়নি, তবে দেশের জার্সিতে খেলতে পেরে গর্বিত।'

ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে হারাল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। প্রথমে ব্যাট করে ক্যারিবিয়ানরা ১৭২/৮ স্কোর তুলেছিল। জবাবে অজিরা ১৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৭৩ রান তুলে নেয়। ৩৩ বলে অপরাজিত ৭৮ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেন জোশ ইনগ্লিস। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন ক্যামেরন গ্রিন (৩২ বলে অপরাজিত ৫৬)।

অজিরা জিতলেও ম্যাচটা আদতে ছিল রাসেলময়। ঘরের মাঠে শেষবার দেশের হয়ে নেমেছিলেন তিনি। ম্যাচ শুরু আগে দুই দলের ক্রিকেটাররা গার্ড অফ অনারে বিদায় জানান দ্রে রাসকে। স্লগ ওভারে চেনা বিধ্বংসী মেজাজে পাওয়া গেল রাসেলকে (১৫ বলে ৩৬)। ইনিংস সাজানো ৪টি ছয় সহ ২টি চারে।

ক্যারিবিয়ান মেরুন জার্সিতে ২টি টি২০ বিশ্বকাপ জয়ই সেরা সাফল্য বলে স্বীকার করেছেন রাসেল। বলেছেন, 'দুইবার বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি আজও টাটকা। আকাশে উড়ছিল দেশের পতাকা। তবে সবকিছুরই শেষ আছে। রোমারিও শেফার্ড, শেরফানে রাদারফোর্ডরা তৈরি দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

সামনের বছরের শুরুতেই টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে রাসেলের শূন্যস্থান শেফার্ড, রাদারফোর্ডরা কতটা পূরণ করতে পারেন সেটাই দেখার।

গলফ খেলার মাঝে রজার ফেডেরার ও রাফায়েল নাদাল।

ঢাকায় আজ শুরু এসিসি বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুলাই : চলতি বছরে এশিয়া কাপ ক্রিকেট কি আদৌ হবে? হলে কবে ও কোথায় হবে?

প্রশ্নটা অনেকদিন ধরেই ঘুরছে ক্রিকেট মহলে। কিন্তু এখনও স্পষ্ট কোনও জবাব নেই। কাল থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে এশীয় ক্রিকেট সংস্থার বৈঠক। মনে করা হয়েছিল, এই বৈঠকেই এশিয়া কাপের ভাগ্য চূড়ান্ত হবে। কিন্তু ঢাকায় এসিসির বৈঠকে যোগ দেবে না, আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আজ বিসিসিআই দোসর হিসেবে সঙ্গে পেয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকেও। জানা গিয়েছে, ভারতের মতোই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড ঢাকায় তাদের কোনও প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে না। যদিও রাতের দিকের খবর, ঢাকায় বৈঠকে ভারত ও শ্রীলঙ্কা যৌথভাবে গরহাজির হলেও ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে তারা বৈঠকে যোগ দেবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। শেষপর্যন্ত এই বৈঠকেও সমাধানসূত্র না পাওয়া গেলে চলতি বছরে এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ আপাতত অন্ধকারে।

গরহাজির ভারত-শ্রীলঙ্কা

নয়া নজির ভেনাসের

ওয়াশিংটন, ২৩ জুলাই : ওয়াশিংটন ওপেনের সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন বর্ষীয়ান তারকা ভেনাস উইলিয়ামস। তিনি ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন পেইটন স্টিয়ার্নকে।

এই ম্যাচ জিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বয়স্কতম খেলোয়াড় হিসেবে ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুরের কোনও ম্যাচ জয়ের নজির গড়েছেন ভেনাস। তিনি ৪৫ বছর ৩৪ দিন বয়সে এই কীর্তি গড়েছেন। বিশ্বের বয়স্কতম খেলোয়াড় হিসেবে ভেনাসের ঠিক আগেই রয়েছেন কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। তিনি ৪৫ বছর ২৪২ দিন বয়সে ওয়ার্ল্ড টেনিস ট্যুরের কোনও ম্যাচ জিতেছিলেন।

ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য বদলাতে চাই : অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাই : নতুন মরশুম। নতুন শুরু আশা জাগাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে।

মরশুমের প্রথম ম্যাচেই সাউথ ইউনাইটেড এফসি-কে কার্যত নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তুলনামূলকভাবে দুর্বল দলের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত সহজ জয়। এই জয় নিঃসন্দেহে অক্সিজেন জোগাবে ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। ফুটবলাররা যদিও ৫ গোলে জয়ের পরও সেভাবে আনন্দে গা ভাসালেন না। নাওরেম মহেশ সিং, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসরা মরশুমের শুরু থেকেই লক্ষ্যে অবিচল। ম্যাচ শেষে কোচ অস্কার বলে গেলেন, 'ম্যাচের আগে আমি বলেছিলাম আমরা প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাইনি। তবে ছেলেরা সেরাটা উজাড় করে দিয়েছে।' এই জয় দলকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে, সরাসরি তা স্বীকার না করেও অস্কার বলেছেন, 'এবার আমরা আরও বেশি সতর্ক। ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্য বদলাতে চাই আমরা। সেদিক থেকে এই শুরুটা খুব ভালো হল।'

এদিন ইস্টবেঙ্গলের খেলায় ভারসাম্য ধরে রেখেছিলেন নতুন আসা মহম্মদ রশিদ। উঠে-নেমে অনেকটা জায়গা নিয়ে খেলেছেন। তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে লাল-হলুদ কোচ বলেন, 'রশিদ এই মরশুমে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন হতে চলেছে। ওর বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। দলকে সাহায্য করেছে, মাঝমাঠের ভারসাম্য ধরে রেখেছিল রশিদই।' প্রশংসায় ভড়ালেন আরেক নতুন ফুটবলার বিপিন সিংকেও। বলেছেন, 'বিপিন এমন একজন ফুটবলার যাকে উভয় প্রান্ত থেকেই ব্যবহার করা যায়। পরে নেমেও ও নিজেকে প্রমাণ করেছে।' এদিন ম্যাচে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন পিভি বিষ্ণু। তবে তাঁর চোট গুরুতর নয় বলেই জানান ব্রজোঁ। বলেছেন, 'বিষ্ণুর গোড়ালিতে চোট রয়েছে। তবে আশা করছি ওর মাঠে ফিরতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

> রশিদ এই মরশুমে আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন হতে চলেছে। ওর বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। দলকে সাহায্য করেছে, মাঝমাঠের ভারসাম্য ধরে রেখেছিল রশিদই।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

গম্ভীরের অলরাউন্ডার-প্রীতি নিয়ে প্রশ্ন

শেষের ইঙ্গিত করুণের টেস্ট কেরিয়ার ঘিরে

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ জুলাই : 'প্লিজ টেস্ট ক্রিকেট। আমাকে আরও একটা সুযোগ দাও।'

করুণ নায়ারের যে কাতর আর্তি বোধহয় কানে পৌঁছেছিল ক্রিকেট দেবতারও! আট বছর পর চলতি ইংল্যান্ড সফরে প্রত্যাবর্তন। যদিও চলতি মিশন ইংল্যান্ডে স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা মেলাতে পারেননি। প্রথম তিন টেস্টে প্রথম একাদশে থেকেও সুযোগ হাতছাড়া।

ফলস্বরূপ ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টের দল থেকে ছাঁটাই। ক্রিকেট মহলের আশঙ্কা, শুধু চলতি টেস্টের দল থেকে নয়, হয়তো করুণের টেস্ট কেরিয়ারে পাকাপাকিভাবে তালা লেগে গেল। এদিনের প্রথম একাদশে দলে তিনটি পরিবর্তন। নীতীশ কুমার রেড্ডি ও আকাশ দীপের (দুজনের চোট) সঙ্গে বাদ নায়ারও। পরিবর্ত বি সাই সুদর্শন, শার্দূল ঠাকুর ও প্রথম টেস্ট খেলতে নামা অংশুল কম্বোজ।

লর্ডসে প্রথম ইনিংসে ভরসা জোগালেও বড় ইনিংস হাতছাড়া করেছিলেন নায়ার। প্রথম দুই টেস্টেও ছবিটাও প্রায় একইরকম। ৬ ইনিংসে সংগ্রহ ১৪, ৪০, ২৬, ৩১, ২০, ও ০। ব্যাটিং সহায়ক পিচে যে স্কোরগুলি বিপক্ষে গিয়েছে নায়ারের। নিটফল, টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থা হারানো।

মহম্মদ কাইফের মতো কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, নায়ার তিন নম্বরের গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে আস্তে আস্তে সেট হচ্ছিল। বড় স্কোর মিস করলেও ছোট ইনিংসগুলিতে প্রতিশ্রুতি ছিল। শুভমান গিল, গৌতম গম্ভীরদের উচিত ছিল করুণ নায়ারের ওপর আস্থা রাখা। আর কয়েকটা সুযোগ পেলে বড় রান অপেক্ষা করছিল ওর জন্য, যা প্রাপ্য ছিল।

নায়ারের ছাঁটাই যখন নাপসন্দ কাইফের, তখন দল নিয়ে প্রশ্ন তুললেন আশিস নেহেরা, বিবেক রাজদানরা। নেহেরা আবার ব্যাট ধরলেন নিজের আইপিএল টিমের পেসার প্রসিধ কৃষ্ণার হয়ে। গুজরাট টাইটান্সের কোচের দাবি, প্রসিধের প্রতি অবিচার হল। প্রসিধ রিজার্ভ বেঞ্চে, অথচ দলে টেস্ট না খেলা অংশুল, শার্দূল! সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না।

নেহেরা প্রশ্ন তুললেন গম্ভীরদের অতিরিক্ত 'অলরাউন্ডার' খেলানোর মানসিকতা নিয়েও। প্রাক্তন জোরে বোলারের দাবি, টেস্টে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার, বিশেষজ্ঞ বোলার দরকার। হাফ-হাফ ক্রিকেটার (কিছুটা ব্যাটিং, কিছুটা বোলিং) দিয়ে লাল বলের ফরম্যাটে চলে না।

রাজদানের মতে, ছয়জন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার দরকার ছিল। সুদর্শনের পাশাপাশি অভিমন্যু ঈশ্বরণ কিংবা ধ্রুব জুরেলের মধ্যে একজনকে প্রথম এগারোয় রাখলে লাভবান হত ভারত। লর্ডসে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৩ রানের জয় লক্ষ্যে খেলতে নেমে ভারতীয় ব্যাটিং ধসে গিয়েছিল। থিংকট্যাংকের উচিত ছিল তা মাথায় রাখার। অতিরিক্ত অলরাউন্ডার নির্ভরতার কারণে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার কম খেলানো বুমেরাং হতে পারে।

চতুর্থ টেস্টে বাদ পড়ার পর কেরিয়ার নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল করুণ নায়ারের।

তিন বদলে পাঁচ বাঁহাতি!

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ জুলাই : পরিবর্তন প্রত্যাশিতই ছিল। পরিবর্তন হয়েছেও।

লর্ডস টেস্টের প্রথম একাদশে তিন বদল করে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে খেলতে নেমেছে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই তিন বদলের মাধ্যমে নয়া নজির গড়ে ফেলেছে শুভমান গিলের ভারত।

টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম ভারতীয় দলের প্রথম সাতে রয়েছেন পাঁচ বাঁহাতি ব্যাটার। যশস্বী জয়সওয়াল, বি সাই সুদর্শন, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর। অতীতে টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় ভারতীয় ব্যাটিং লাইনে এমন বাঁহাতি ব্যাটারের ছড়াছড়ি দেখা যায়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা যেমন ভারতীয় দলের পাঁচ বাঁহাতি ব্যাটারের কম্বিনেশন নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তেমনই সমাজমাধ্যমেও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এমন সিদ্ধান্ত ও তার প্রভাব নিয়ে বিস্তর আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকে বলছেন, দলের কোচ গৌতম গম্ভীর নিজে বাঁহাতি ব্যাটার ছিলেন বলেই হয়তো এমন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে সুবিধা হয়েছে। ঘটনা ও ভাবনা যাই হোক না কেন, শুভমানের ভারতের প্রথম একাদশে এমন বাঁহাতি ব্যাটারের হাজিরা ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দলকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই দেখার।

দলে সুযোগ পেয়ে ভরসা জোগালেন বাঁহাতি ব্যাটার বি সাই সুদর্শন।

নয়া নজির টিম ইন্ডিয়ার

রিয়ালে নতুন '১০' এমবাপে

মাদ্রিদ, ২৩ জুলাই : লুকা মডরিচের বিদায়ের পরই অনুমান করা গিয়েছিল। এবার সেটাই বাস্তবায়নের পথে। আসন্ন মরশুমে রিয়াল মাদ্রিদের ১০ নম্বর জার্সি উঠছে কিলিয়ান এমবাপের হাতে।

মরশুম শুরুর আগে এমবাপের হাতে দশ নম্বর জার্সি তুলে দেবে রিয়াল। গত মরশুমে ফরাসি তারকাকে ৯ নম্বর জার্সি দিয়েছিল রিয়াল। মডরিচ দলে থাকায় দশ নম্বরের সম্মান তাঁর থেকে কেড়ে নিতে চায়নি মাদ্রিদ জায়েন্টরা। এদিকে প্যারিস সাঁ জাঁ-তে ৭ নম্বর জার্সি পরে খেললেও ফ্রান্স জাতীয় দলে ১০ নম্বর জার্সি এমবাপেরই দখলে। এবার রিয়ালের আইকনিক ১০ নম্বর জার্সির নতুন মালিক হচ্ছেন এমবাপে।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর গত গ্রীষ্মে পিএসজি থেকে নিজের স্বপ্নের ক্লাব রিয়ালে যোগ দেন ফরাসি তারকা। নতুন ক্লাবে ব্যক্তিগতভাবে দারুণ মরশুম কাটিয়েছেন তিনি। রিয়ালে নিজের প্রথম মরশুমে ৪৪ গোল করেন এমবাপে। লা লিগায় ৩১ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। তবে চার চারটে ফাইনাল খেললেও মাদ্রিদকে বড় কোনও শিরোপা এনে দিতে পারেননি। নতুন ১০ নম্বর জার্সিতে এমবাপে রিয়ালকে সাফল্যের সরণিতে ফেরাতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

ভালো শুরুর ফায়দা তুলতে ব্যর্থ যশস্বীরা

ভারত-২৬৪/৪ (প্রথম দিনের শেষে)

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ জুলাই : বাইশ গজে প্রথম বল পড়ার আগেই ঘটনার ঘনঘটা।

বিলেতের মাটিতে সম্মানিত ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার। ঐতিহাসিক ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ভারতীয় উইকেটকিপারের নামে আস্ত একটা স্ট্যান্ডের নামকরণ। সম্মানিত ক্লাইভ লয়েডও। স্মরণীয় যে মুহূর্তের সাক্ষী হতে আমন্ত্রিত দিলীপ বেঙ্গসরকার।

টসে আবার নয়া নজির ভারতের। অধিনায়ক হিসেবে টানা চতুর্থ টেস্টে কয়েন যুদ্ধে হারল শুভমান গিল। চমকে দেওয়া পরিসংখ্যান হল তিন ফরম্যাট মিলিয়ে টানা ১৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে টস হার ভারতের!

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে নিজেদের নামাঙ্কিত স্ট্যান্ডের উদ্বোধনে ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার ও ক্লাইভ লয়েড।

এমন ঘটনা নাকি ১৬,৩৮৪ বারে একবার হতে পারে!

শুভমান যদিও খুশি! পিচ নিয়ে ধন্দে ছিলেন। মেঘলা আবহাওয়া থাকলেও টস হেরে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ-একদিক থেকে ভালো, বলেও দিলেন! প্রত্যাশামাফিক দলে একাধিক পরিবর্তন। নীতীশকুমার রেড্ডি, আকাশ দীপ (দুজনের চোট) ও করুণ নায়ারের জায়গায় শার্দূল ঠাকুর, অংশুল কম্বোজ ও বি সাই সুদর্শন।

ভারতের ৩১৮তম টেস্ট ক্রিকেটার অংশুলের মাথায় ক্যাপ পরিয়ে দেন প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার দীপ দাশগুপ্ত। এদিন অবশ্য বোলিংয়ের সুযোগ পাননি, টসে জিতে বেন স্টোকস ভারতকে ব্যাটিংয়ের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ায়। ইংল্যান্ড অধিনায়কের যুক্তি, মেঘলা আবহাওয়ার ফায়দা তোলায় মূল লক্ষ্য।

প্রথম সেশনে স্টোকসদের আশায় জল ঢালেন ভারতীয় ওপেনারদ্বয়। টেস্টের প্রথম ঘণ্টায় নতুন বলকে সম্মান দেখানোর ক্রিকেটীয় বেসিককে আঁকড়ে ধরেন লোকেশরা। যশস্বী জয়সওয়াল বেশ কিছু বল মিসও করলেন, ক্রিস ওকসের বলে একবার ব্যাট ভাঙলেও মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটেনি। সেখানে পোক্ত রক্ষণের সঙ্গে দৃষ্টিনন্দন অফড্রাইভের মিশেল লোকেশের ব্যাটিংয়ে। প্রশংসায় অজয় জাদেজা বলছিলেন, শুভমান-ঋষভ পন্থরা রানের বন্যা বইয়ে দিলেও চলতি সিরিজে সেরা লোকেশ রাহুলই। ধারাবাহিক ও নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড।

পিচ রিপোর্টে চলতি সিরিজের ট্র্যাডিশন। শক্ত এবং তুলনামূলক শুকনো উইকেট। মাথার ওপর মেঘলা আকাশের চাপ সামলে দিতে পারলে আদর্শ ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতি। প্রথম সেশনে অবিচ্ছিন্ন জুটিতে

আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন ঋষভ

যশস্বী-লোকেশের ৭৮ রানের জুটিতে তারই ঝলক। শেষবার সফরকারী ওপেনিং জুটি ইংল্যান্ডে এমন কাণ্ড (ন্যূনতম ২০ ওভার হওয়া প্রথম সেশনে) ঘটিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস রজার্স-ডেভিড ওয়ার্নার (২০১৫)।

মাঝের সেশনে ছন্দপতন। স্টোকসদের নাছোড় মনোভাবের ফল-ভারতীয় ইনিংসে রং বদল। কিছুটা ধৈর্যচ্যুতির খেসারতে লোকেশ (৯৮ বলে ৪৬) সাজঘরের পথে। অফস্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়ে কানায় লাগিয়ে বসেন। মঞ্চ তৈরি করেও বড় স্কোর হাতছাড়া-আক্ষেপ রাহুলের চোখেমুখে।

ফেরার আগে অবশ্য সুনীল গাভাসকার (১১৫২), শচীন তেন্ডুলকার (১৫৭৫), রাহুল দ্রাবিড় (১৩৭৬), বিরাট কোহলির (১০৯৬) পর পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে ইংল্যান্ডে হাজার রানের নজির গড়েন লোকেশ। গাভাসকারের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ওপেনার। যদিও খুশিটা আরও বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ মাঠে ফেলে আসেন।

চাপ বাড়িয়ে দেন বাঁহাতি স্পিনার লিয়াম ডসন। শোয়েব বশিরের চোট ৮ বছর পর টেস্টের দরজা খুলে দেয়। ভরসার মর্যাদা নিজের দ্বিতীয় ওভারে। চোখে রোদচশমা। বলের গতি প্রায় একশো কিমি ছুঁইছুঁই। মধ্য তিরিশের ডসনের দ্রুতগতির স্পিনে টলে যায় যশস্বীর সম্ভাবনা জাগানো ইনিংস। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি। পরবর্তী দুই ম্যাচে রান পেলেও বড় স্কোর আসেনি। আক্ষেপ মোছার পণ করে নামলেও ডসনের ঘাতক স্পিনে লক্ষ্যভ্রষ্ট যশস্বী (৫৮)।

পরের প্রত্যাঘাত স্টোকসের। দলের জন্য নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। নিজের সেই দাবির প্রতিফলন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেও। প্রথম সেশনে উইকেট না এলেও হতাশ হননি। পুরস্কার-শুভমান গিলের মূল্যবান উইকেট। যশস্বী যখন ফেরেন ভারত ১২০/২। ক্রিজে সুদর্শনের সঙ্গে গিল। গুজরাট টাইটান্সের দুই সতীর্থের দিকে তাকিয়ে ছিল দল। যদিও স্টোকসের

ক্রিস ওকসের বলে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হল ঋষভ পন্থকে। বুধবার ম্যাঞ্চেস্টারে।

অর্ধশতরান করলেও বড় ইনিংস গড়তে ব্যর্থ হলেন যশস্বী জয়সওয়াল। বুধবার।

দ্রুতগতিতে ভিতরে ঢুকে আসা বল জাজমেন্ট দিয়ে ছাড়তে গিয়ে ভুলচুক। ডিআরএস নিয়েও লেগবিফোর থেকে রেহাই পাননি শুভমান। ১৪৭, ৮, ২৬৯, ১৬১-র পর শেষ তিন ইনিংসে ১৬, ৬ এবং আজকের ১২। গৌতম গম্ভীরদের চিন্তা বাড়াবে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন সুদর্শনের। শুভমানের আউটের আগেই স্টোকসের বলে খোঁচা দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু লেগের দিকে ক্যাচ হাতে পেয়ে গেলেও ফসকান উইকেটকিপার জেমি স্মিথ। তখন ২০ রানে খেলছিলেন সুদর্শন। মাঝের সেশনে ফায়দা তোলার বদলে তিন উইকেট খুইয়ে সুবিধা হাতছাড়া।

১৪৯/৩ থেকে শেষ সেশনে ধাক্কা সামলে ওঠার চেষ্টা চালাচ্ছেন সুদর্শন-ঋষভ। প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর ২৬৪/৪। টেস্ট কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরানের পর স্টোকসের শিকার হয়েছেন সুদর্শন (৬১)। প্রথম বিদেশি উইকেটকিপার হিসেবে ইংল্যান্ডে হাজার রানের নজির গড়লেও আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলেন ঋষভ পন্থ (৩৭)। ক্রিজে রবীন্দ্র জাদেজা (১৯) ও শার্দূল (১৯)।

আইপিএল সতীর্থের প্রশংসায় অশ্বীন

বাবার আশীর্বাদ নিয়ে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অংশুল

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ জুলাই : তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিলই। একটু বেশিই ছিল!

মাস খানেক আগে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে বিলেত সফরেও গিয়েছিলেন। স্বপ্ন ছিল, ভারতীয় ‘এ’ দল থেকে সরাসরি টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে ঢুকে পড়ার। তখন সেটা হয়নি। আচমকা আকাশ দীপ ও অর্শদীপ সিংয়ের চোট অংশুল কম্বোজের জন্য টিম ইন্ডিয়ার দরজাটা খুলে দিয়েছে।

অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফির শেষ দুই টেস্টের জন্য আচমকা যখন ইংল্যান্ড যাওয়ার কথা জানতে পারেন অংশুল, বিলেত থেকে নিয়ে আসা ডিউক বলে হরিয়ানার কার্ণাল জেলার ফাজিলপুর গ্রামের ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছিলেন অংশুল। সেই ফোনটার পর আচমকা তাঁর জীবনটাই বদলে গিয়েছে। বাবা উধম সিং শেষ কয়েক বছর ধরেই অসুস্থ। মৃগীরোগে ভুগছেন তিনি। মাও কিডনির সমস্যায় ভুগছেন। আচমকা ম্যাঞ্চেস্টারে হাজির হওয়ার ডাক পেয়ে বাবা-মার সঙ্গে আলাদাভাবে কথাও বলতে পারেননি অংশুল। ছোটবেলার কোচ সতীশ রানার সঙ্গে বোলিং নিয়ে আলোচনার পরই বিলেত পাড়ি দিয়েছিলেন অংশুল। তবে রওনা হওয়ার আগে হাসপাতালে ভর্তি থাকা বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিতে ভোলেননি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে আজই টেস্ট অভিষেক হওয়া অংশুল।

ছেলে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। আজ টেস্ট অভিষেকও হল। এমন খবর জানার পর স্বপ্নপূরণের আবেগে ভাসছেন অংশুলের বাবা উধম। তিনি আজ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, ‘জাতীয় দলেই ওকে দেখতে চেয়েছিলাম আমি। স্বপ্ন সফল হল অবশ্যই। এগিয়ে চলার কাজটা এবার অংশুলকেই করে দেখাতে হবে।’ হরিয়ানার পানিপথে খান্দ্রা গ্রাম থেকে উঠে এসেছে দেশের সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছেন নীরজ চোপড়া। তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে অংশুলের বাড়ির দূরত্ব মাত্র ৬০ কিলোমিটার। নীরজের প্রতিবেশীও বলা যেতে পারে অংশুলকে। এহেন অংশুল আজ টেস্ট অভিষেকের লগ্নে বল করার সুযোগ পাননি। তবে প্রাক্তন ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্তের হাত থেকে টেস্ট ক্যাপ নেওয়ার পর সতীর্থদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অংশুল। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে অংশুলের ভাই সানইয়াম কম্বোজ বলেছেন, ‘আচমকা বিলেত রওনা হওয়ার আগে অংশুলের সঙ্গে আমার নিজেরও দেখা হয়নি। তবে ও জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার খবরের পর বাবা-মাকে এত খুশি, তৃপ্ত হতে কখনও দেখিনি আগে।’

ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ঢুকে পড়ার পর অংশুলের ভবিষ্যতে কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজই টেস্ট অভিষেক হওয়া অংশুলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁর চেন্নাই সুপার কিংসের সিনিয়ার সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন আজ অংশুকের প্রশংসা করে বলেছেন, ‘জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজের পাশে অংশুল ভারতীয় পেস আক্রমণের বৈচিত্র্য ও শক্তি, দুই বাড়িয়ে দিয়েছে। লম্বা স্পেল করার বিরল দক্ষতা রয়েছে ওর। সঙ্গে সাজঘরের পরামর্শ মাঠে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, ভালোই জানে অংশুল। আমি নিশ্চিত, ম্যাঞ্চেস্টারে অভিষেক টেস্টেই বল হাতে নজর কাড়বে ও।’

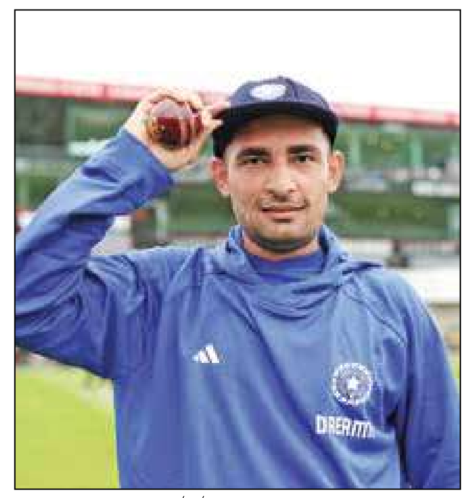

প্রথমবার ভারতের টেস্ট ক্যাপ মাথায় অংশুল কম্বোজ।

মাস খানেক আগেই অংশুল ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁকে সিনিয়ার দলের জন্য ভাবা হয়নি। ‘এ’ দলের সতীর্থদের সঙ্গে দেশে ফেরার সময় সেখান থেকে ডিউক বল নিয়ে হরিয়ানার গ্রামে ফিরেছিলেন অংশুল। বিলেতের ডিউক বলেই গ্রামের অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছিলেন। তারপরই আচমকা ডাক এসেছে ফের ইংল্যান্ড যাওয়ার। অশ্বীন বলছেন, ‘খুব কাছ থেকে ওকে দেখেছি। অংশুল কীভাবে অনুশীলন করে, সেটাও দেখেছি। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অংশুল ইংল্যান্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ সফরে টিম ইন্ডিয়ার ভারসাম্য বাড়িয়ে দেবে।’

দাবা বিশ্বকাপে ফাইনালে দিব্যা

বাতুমি, ২৩ জুলাই : প্রথম ভারতীয় হিসেবে মহিলা দাবা বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠলেন দিব্যা দেশমুখ। বুধবার সেমিফাইনালের দ্বিতীয় গেমে তিনি হারিয়েছেন চিনের তান ঝোঙ্গিকে। দিব্যার পক্ষে ফল ১.৫-০.৫। মঙ্গলবার প্রথম গেম ড্র হয়েছিল। ১৯ বছরের দিব্যা ফাইনালে জায়গা করলেন। দিব্যা আগামী বছরের ক্যান্ডিডেটস দাবায় নামার ছাড়পত্রও পেয়ে গেলেন। অন্য সেমিফাইনালে কোনেরু হাম্পি টানা দুইটি ড্র করলেন চিনের লেই তিঙ্গজায়ের সঙ্গে। ফলে বৃহস্পতিবার তাঁরা নির্ণায়ক ম্যাচে নামবেন।

eTender Notice
e-NIT NO. - 03 / e-NIT / 15TH FC / TAT II GP / 2025-26,
e-NIT NO. - 04 / e-NIT / 15TH FC / TAT II GP / 2025-26,
DATE - 15.07.2025
e-Tender in percentage rates for the following compact works by two cover system (E-Procurement) from reliable, resourceful, bonafide individual Contractors. The Last date of submission of the Bid is 26.07.2025 and time before 17.30 hrs. This Notice may be seen on Website - www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Tatpara II G.P.

TENDER NOTICE
Notice inviting E-Tender by the undersigned for different works vide e-NIT No.-**WB/APD/MLD-BRP/BRPIGP-ET/04/2025-26 dt 23.07.2025.** Details are available at the notice board of Birpara No-I G.P. office and also at **www.wbtenders.gov.in** website.
Sd/- Pradhan
Birpara No-I Gram Panchayat

প্রথম তিনের তালিকায় খালিদ-কনস্ট্যানটাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাই : ভারতীয় কোচ হওয়ার বাছাই তালিকায় খালিদ জামিল ও চেক প্রজাতন্ত্রের স্টেফান টার্কোভিচ। অতীতে স্লোভাকিয়া ও কিরগিজস্তানের কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে স্টেফানের। তবে খালিদ ও স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের মতো পরিচিত নন ৫২ বছরের টার্কোভিচ। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন এখন সিনিয়ার পুরুষ দলের জন্য নতুন কোচের খোঁজে। মানোলো মার্কুয়েজের উত্তরসূরি খুঁজতে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় মোট ১৭০

ছিটকে গেলেন সঞ্জয়

জন কোচ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আবেদন করেন। যাঁদের মধ্যে থেকে মোট ২০ জনকে বাছাই করেন জাতীয় দলের ডিরেক্টর সুব্রত পাল। ভারতীয় ও বিদেশির সংখ্যা ১০ করে। বিদেশিদের মধ্যে অস্ট্রেলীয় হ্যারি কেওয়েল, তাজিকিস্তানের প্রাক্তন হেড কোচ পিটার সেগ্রেট, কনস্ট্যানটাইন ছাড়া ভারতীয়দের মধ্যে খালিদ ছাড়াও আছেন সঞ্জয় সেন, সম্মুগম ভেঙ্কটেশ ও শংকরলাল চক্রবর্তী। শুরুতে তাঁকে পছন্দ থাকলেও খালিদ-কনস্ট্যানটাইনরা আবেদন করতেই ছিটকে যান সঞ্জয়। এআইএফএফের তরফে

খালিদ জামিল

স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন

প্রথম তিনে খালিদ, কনস্ট্যানটাইন ও স্টেফানকে রাখার কথা সরকারিভাবে বুধবার রাতের দিকে জানানো হল।

এদিন এই তালিকা টেকনিকাল কমিটির সামনে রাখা হয় প্রথম তিনজনের বাছাই তালিকা তৈরির জন্য। কমিটির সদস্যদের মধ্যে অনেকেই কনস্ট্যানটাইনকেই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য জোর করতে থাকেন। যার মধ্যে ছিলেন সুব্রতও। তাঁদের যুক্তি, সাইপ্রাসের এই কোচের অধীনে ভারত নিজেদের সেরা ফিফা ক্রমতালিকায় পৌঁছেছিল। তাছাড়া এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করাও ছিল তাঁর অন্যতম সাফল্য। এমনকি তাঁকে আপাতত সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুই ম্যাচের জন্য দায়িত্ব দেওয়া নিয়েও জোরদার আলোচনা চলে। সদস্যের মতে, ওই ম্যাচের জন্য আপাতত দায়িত্ব দিয়ে পরে লম্বা চুক্তিতে যাওয়া উচিত। অনেকে আবার লম্বা চুক্তির পক্ষেই সওয়াল করেন। যা খবর তাতে এই তিন কোচকে নিয়েই ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনা হবে। এবং তারপরেই সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা।

জয়ের পর উল্লাস পিভি সিন্ধুর।

দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন সিন্ধু

বেজিং, ২৩ জুলাই : চায়না ওপেন ব্যাডমিন্টনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু।

প্রথম রাউন্ডের খেলায় প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বাছাই জাপানের তোমোকা মিয়াজাকিকে ২১-১৫, ৮-২১, ২১-১৭ পয়েন্টে হারিয়েছেন সিন্ধু। পরের রাউন্ডে স্বদেশীয় উনাতি হুড্ডার মুখোমুখি হবেন তিনি। উনাতি প্রথম রাউন্ডে ২১-১৬, ২১-১১ পয়েন্টে স্কটল্যান্ডের গিলমোরকে পরাজিত করেছেন। পুরুষদের ডাবলসে জয় পেয়েছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। তাঁরা হারিয়েছেন জাপানের মিতসুয়াসি-ওকামুরা জুটিকে। ম্যাচের ফল ছিল ২১-১৩, ৯-২১। তবে মহিলাদের ডাবলস থেকে বিদায় নিয়েছেন ঋতুপর্ণা-শ্বেতাপর্ণা। তাঁরা ১২-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে হেরেছেন হংকংয়ের ইয়ুং ইয়ুং-লাম ইয়ুংয়ের কাছে।

ক্রান্তির সঙ্গে পুরস্কার ভাগ হরমনপ্রীতের

ডারহাম, ২৩ জুলাই : সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে শুরু মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপ। তার আগে ইংল্যান্ডকে তিন ম্যাচের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ভালোভাবেই সারলেন হরমনপ্রীত কাউররা।

শেষ ম্যাচে ভারতের জয়ের নেপথ্যে ব্যাট হাতে অধিনায়ক হরমনপ্রীত এবং বল হাতে ক্রান্তি গৌড়। একই সঙ্গে রান পেয়েছেন প্রায় সব ব্যাটারই। এমন দলগত পারফরমেন্স নিঃসন্দেহে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে দলকে। জয়ের পর সেকথা স্বীকারও করেছেন হরমনপ্রীত, ‘বেশ কয়েক বছর থেকে দলটা তৈরি হচ্ছে। আমরা জানি দলে প্রতিভার অভাব নেই। আমাদের শুধু সঠিক সময়ে সঠিক জনের থেকে সেরাটা বের করে আনা।’

একইসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটে মেয়েদের জায়গা মজবুত করতে মরিয়া হরমনপ্রীতের মন্তব্য, ‘পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য একটা মানদণ্ড তৈরির চেষ্টা করছি। যাতে মহিলাদের ক্রিকেটও লোকে গুরুত্ব দেয়। কারণ আমরা জানি ভারতে লোকে ক্রিকেট কতটা ভালোবাসে।’

শতরান করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছিলেন হরমনপ্রীত। তা ভাগ করে নেন ২১ বছরের ক্রান্তির সঙ্গে। নিজের সই করা বল উপহার দেন মধ্যপ্রদেশের পেসারকে। ক্রান্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ অধিনায়ক বলেছেন, ‘ওর পারফরমেন্সে আজ আমি খুবই খুশি। যখনই দলের উইকেটের প্রয়োজন তখনই ও কাজের কাজটি করে দেয়।’

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের ট্রফি নিয়ে হরমনপ্রীত কাউররা।

সেন্টার ফর এক্সেলেন্সের জন্য সময় চাইল এআইএফএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাই : সেন্টার ফর অক্সেলেন্স কি হাতছাড়া হবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের? বিরক্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটাই চাইছে।

গত সাত বছর আগে হাতে পাওয়ার পরও এআইএফএফ রাজারহাটে পাওয়া ১৫ একর জমির কাজ শেষ করতে পারেনি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, গত মে মাসে রাজ্যের হাউজিং ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ হিডকো থেকে একটি শো-কজ নোটিশও দেওয়া হয়। যেখানে সরকারি জমি ব্যবহারের নিয়ম ভাঙা হয়েছে এবং কেন চুক্তি ভেঙে দিয়ে ফেরত নেওয়া হবে না, জানতে চাওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে দেরিতে হলেও ফেডারেশন জবাব দেয় এবং জানায় যে এই জমি লিজ-চুক্তি বাড়ানো উচিত কারণ ইতিমধ্যেই এআইএফএফ-এর ৩৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে পরিকাঠামো তৈরি করতে। যার মধ্যে ১৬.৬৬ কোটি ফিফার, এএফসি-র ৬.৫৬ কোটি ও ১০ কোটি ফেডারেশনের।

দুটি মাঠ তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ঘাস ও অন্যটা কৃত্রিম। এই দুই মাঠে ভারতীয় দল, আইএসএলের ক্লাব, আই লিগের দলগুলি অনুশীলন করে। কিন্তু মাঝে কোভিডের জন্য কাজ করা সম্ভব হয়নি। ফিফা সাসপেন্ড করে এআইএফএফ-কে। এসব কারণেই যে কাজ শেষ করতে দেরি হয়েছে সেই কথা সহকারী মহাসচিব এম সত্যনারায়ণের চিঠিতে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি এই কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ও চেয়েছেন দ্বিতীয় চিঠিতে।

পঞ্চবাণে মরশুম শুরু ইস্টবেঙ্গলের
-খবর এগারোর পাতায়

আজ নামছে বাগানের সিনিয়ার দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ জুলাই : বৃহস্পতিবার থেকেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সিনিয়ার দলের অনুশীলন শুরু হচ্ছে। আপাতত কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করবেন বিশাল কেইথরা। ইতিমধ্যে সাহাল আবদুল সামাদ ছাড়া বাকি ভারতীয় ফুটবলাররা কলকাতায় এসে গিয়েছেন। বুধবার তাঁরা টিম হোটেলেই জিম সেশনে অংশ নেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা নেম চরণ পাল - কে 19.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93G 88483 নম্বরের টিকিটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এই বিশাল পরিমাণ সুযোগের প্রদানের জন্য এবং প্রতিটি স্তরের মানুষকে পুনরায় স্বপ্ন দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ডিয়ার লটারি থেকে প্রথম পুরস্কার স্বরূপ এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমি জয়লাভ করেছি। আমার জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে এবং আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সেরা প্রশাসকের সম্মান পেলেন সুব্রত দত্ত।

সুব্রতকে সম্মান

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : ‘জগমোহন ডালমিয়া মেমোরিয়াল দ্য বেস্ট স্পোর্টস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইন বেঙ্গল’ সম্মান পেলেন কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত। বুধবার ক্রিকেট দর্পণের তরফে কলকাতায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সম্মানে উচ্ছ্বসিত সুব্রত বলেছেন, ‘এটি অনেক বড় পাওনা। কোচবিহারের খেলাধুলোর উন্নতিতে কাজ করার উৎসাহ আরও বাড়ল।’

উত্তরের খেলা

ফাইনালে ফাতেমা

বীরপাড়া, ২৩ জুলাই : আইএফএ-র অনূর্ধ্ব-১৪ বছর রাজ্য আন্তঃ স্কুল সুপ্রিম কাপ ফুটবলে বীরপাড়া কেন্দ্রের সেরা হয়ে ফাইনালে উঠল ডিমডিমা ফাতেমা হিন্দি হাইস্কুল। বুধবার বীরপাড়ার জুবিলি ক্লাবের মাঠে ফাতেমা ৮-০ গোলে মাদারিহাটের লচমিপ্রসাদ দেওকেটা নেপালি হাইস্কুলকে হারায়। ডবল হ্যাটট্রিক সহ ৭ গোল করে প্রফুল টোপ্পো। অন্য গোলটি আরুষ তামাংয়ের। ২৮ জুলাই আলিপুরদুয়ারের সূর্যনগর মাঠে ফাইনালে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে খেলবে ফাতেমা।

আশুতোষের ফুটবল

আলিপুরদুয়ার, ২৩ জুলাই : আশুতোষ ক্লাব ত্রিশাখার জুনিয়ার বয়েজের দুইদিনের নেতাজি কাপ ফুটবল ২৬ জুলাই আশুতোষ ক্লাবের মাঠে শুরু হবে। প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশ নেবে।

অসীম ট্রফিতে ডলফিনের জয়

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসীম ঘোষ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে বুধবার ডলফিন ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-২ গোলে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে ডলফিনের মুস্তাকিন আলি, রোহন রায়, সাহানুর রহমান ও মকসেদুল মণ্ডল গোল করেন। চিলাখানার জোড়া গোল রফিকুল মিয়াঁর। ম্যাচের সেরা ডলফিনের সূর্য বর্মন।

ম্যাচের সেরা সূর্য বর্মন।
ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ক্যারাটেতে কোচবিহারের ১৬

কোচবিহার, ২৩ জুলাই : অল ইন্ডিয়া সেসিনকাই শিতো-রিও ক্যারাটে ডু ফেডারেশনের আন্তর্জাতিক ক্যারাটেয় নামবেন কোচবিহারের ১৬ জন ক্যারাটেকা। ২৫-২৭ জুলাই কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এমজেএন ক্লাব ক্যারাটে অ্যাকাডেমির রেতাশ দাস, তন্ময় চক্রবর্তী, রিয়াজ হোসেন, মুকেশ বাসফোর, সৌমাল্য সাহা, আয়ুশ গুপ্তচৌধুরী, অঙ্কিতা ঘোষ ও ইশানি দাস অংশ নেবেন। তাঁদের কোচ রাকেশ সরকার। এছাড়াও কোচবিহার স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাকাডেমির হয়ে অমিত রবিদাস, বৈশাখী বিশ্বাস, দিপান্বিতা ভৌমিক, সৌরভ পাল, আকাশ সরকার, মাহেক হক, সৌম্যদীপ কর্মকার ও বর্ষা বর্মন খেলবেন। তাঁদের কোচ সুজিত রবিদাস।